বেলায়তে মোতলাকা

খাদেমুল ফোক্‌রা
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন
মাইজভাণ্ডারী

বেলায়তে মোত্‌লাকা

রওজা শরীফ

খাদেমুল ফোক্‌রা

মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

পোঃ ভাণ্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম।

লেখক

সাজ্জাদানশীন-এ-গাউছুল আজম হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম।

প্রকাশক

আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
সাজ্জাদানশীন
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম।

গ্রন্থ সত্ত্ব

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক সংরক্ষিত।

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ : ১৯৭৪ ইংরেজী।
পুনঃ প্রকাশ : ২৫ মে ২০১৪ ইংরেজী।

হাদিয়া : ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা।

ডিজাইন ও মুদ্রণে

মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-২৮৯৭১৬, ০১৭১১-৮১৭২৭৪
ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৬৭৩৩৮
Website : www.maizbhandarsharif.com, www.sufimaizbhandari.com
E-mail : shahemdadia@yahoo.com

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধাষ্পদ দাদাজান, অলীকুল শিরোমণি ছুফী সম্রাট গাউছুল আজম জনাব শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ আহ্মদ উল্লাহ্ (কঃ) যাঁহার মহান জীবনাদর্শ আমাকে **"বেলায়তে মোত্লাকা"** লিখারূপ কঠিন কাজে অনুপ্রাণিত করিয়াছে; তাঁহারই পূণ্য স্মৃতির বাহন "আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী"র সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে **"বেলায়তে মোত্লাকা"** সর্বসত্ত্বে উৎসর্গ করিলাম।

আঞ্জুমানে **"বেলায়তে মোত্লাকা"** মহান উদ্দেশ্যকে সর্বসাধারণের সঠিক বোধগম্য করার প্রয়াস পাইলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

"বেলায়তে মোত্লাকা" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ার ফলে খোদার অনুগ্রহে অত্র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হওয়ায় বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহতা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করিতেছি।

জন-কল্যাণ গরজে অত্র গ্রন্থের ভাবধারা সম্প্রসারণ করতঃ মধ্যে মধ্যে নূতন সংযোগে গ্রন্থ কলেবর কিঞ্চিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহার ফলে এই ছুফী সভ্যতার বিশ্বজনীন উজ্জ্বলতা পাঠক-পাঠিকাদের মনে দোলা দিতে সমর্থ হইবে।

বর্তমান নৈতিক পতন যুগে, মোহাচ্ছন্ন-মানবের ত্রাণ কর্তৃত্বে হজরত আক্দাছের হেদায়ত ধারা "উছুলে ছাবআ" বিশ্ব মানবতার জীবন কাঠি হিসাবে কতই জরুরী ও সার্বজনীন মুক্তির দিশারী তাহা সহজে ধরা পড়িবে।

চিন্তাশীল পাঠক ইহাও বুঝিতে সমর্থ হইবেন, তিনি কোন্ স্তরের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহাপুরুষ। যেহেতু চিত্ত জগতে বিশ্ব সভ্যতাকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষার মানসে "সপ্তমুক্তি পদ্ধতি" প্রবর্তনে সভ্য মনন প্রকৃতির মোড় ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

স্থূল জগতে, বিশ্ব মানবতায় সৎপ্রেরণা দানে স্বাস্থ্য ও চারিত্রিক উন্নয়নে মানবজাতিকে পশুত্ব স্বভাবের পরিবর্তে মানবতার সম্পদে সম্পদশালী করিতে যত্নবান ছিলেন। যাহা ঐক্য এবং সৃজন শক্তি সমৃদ্ধ।

আধ্যাত্মিক জগতে-খোদায়ী ফজিলতের শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে, স্রষ্টা শক্তি অলৌকিকতার প্রভাবে, অসংখ্যাকৃত ত্রাণ কর্তৃত্বের মহিমায় স্রষ্টা সান্নিধ্যতা স্তরে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখা গিয়াছে। হজরত পীরানে পীর শাহে বগদাদীর অনুরূপ বলিতে হয়, আমার ঢঙ্কা আসমান ও জমীনে ধ্বনীত হইয়াছে। শুভ অদৃষ্টের প্রাতঃসূর্য আমার জন্য উদিত হইয়াছে।

এই জরুরী মহান উদ্দেশ্যে যেই আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাহার সুষ্ঠু প্রচলন প্রগতিকল্পে পূর্ববৎ অত্র তৃতীয় সংস্করণের (২০০০) দুই হাজার কপি "বেলায়তে মোত্লাকা" আঞ্জুমানে দান করিলাম।

ইতি-

গ্রন্থকার

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রকাশকের কথা

বিশ্ব মানবতার উৎকর্ষ জনিত ইতি কথার সংক্ষিপ্ত সারবস্তু এবং বাংলা ভাষায় ছুফীবাদ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা সম্বলিত একটি উচ্চাঙ্গেরগ্রন্থ "বেলায়তে মোত্লাকা।" ইহাতে ছুফী সভ্যতায় বিশ্ব ঐক্য ও ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে ছুফীয়ায়ে কেরামের কত মহান গুরুত্বপূর্ণ স্থান সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবে খোদায়ী ফজিলতের পরিচয় কি? "মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের" খুছুছিয়াত বা বিশেষত্ব কি? বিশ্ব মানবতার জন্য ইহার কি অবদান আছে? ইহা গতানুগতিক ছুফী মতবাদ, না নতুন কিছু? এই বেলায়তের যিনি মূলাধার তাঁহার অনুসারীদের মূলনীতি কি? ছুফী সভ্যতার সূক্ষ্ম সাধনা পন্থা সমূহের সমাবেশকারী তৌহিদে আদ্য়্যানের ধারক ও ধর্ম সাম্যের পোষক বিশ্ব ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বিশ্ববাসীকে ঝামেলামুক্ত জীবন যাত্রার মাধ্যমে মুক্তি দিবার মানসে যে "উছুলে ছাবয়া" সপ্ত পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তাহাতে মানব মনে উপরোক্ত জিজ্ঞাসাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এই মহান বেলায়তের পরিচয় দান উদ্দেশ্যে সাজ্জাদানশীনের অবস্থানের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া সোলতানুল আউলিয়া, খাদেমুল ফোক্রা হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) লিখিয়াছেন– "আমি হুজুরে আক্দাছ হজরত শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ছাহেবের অনুগ্রহ ও খেদমত ছোহবতের ফয়জ বরকত প্রাপ্ত এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের অধিকারী বংশধর তাঁহার একমাত্র পুত্র সন্তান মওলানা সৈয়দ ফয়জুল হক মরহুম শাহ্ ছাহেবের একমাত্র বিদ্যমান পুত্র এবং হজরত আক্দাছের সাজ্জাদানশীন বিধায় নৈতিক দিক দিয়া এই বেলায়তের স্বরূপ উদ্ঘাটন রূপ দুঃসাহসী কাজে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হইলাম।"

ইতিমধ্যে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলের হজরত ছাহেব কেবলা কাবার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকাণ্ড পৃথক হওয়ার দরুন এই মহান শরাফত ওয়ালার দরবারে আগত সর্বস্তরের আশেক, ভক্ত, মুরিদান, জায়েরীনগণ "বেলায়তে মোত্লাকা" গ্রন্থখানি আমার নিকট তালাশ করিতেছে। এহেন অবস্থায় অছীয়ে গাউছুল আজমের মনোনীত সাজ্জাদানশীন হিসাবে শিক্ষা-দীক্ষা, শজরাদান এবং ফতুহাত নিয়ন্ত্রণের অধিকারী এবং এই গাউছিয়ত জারীর সফলতা দানকারী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত "মানব সভ্যতা" এর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "অত্র বইটি আমার জীবন সায়াহ্নে ছাপাইয়া যাইতে পারিব কিনা ভবিতব্য খোদাই তাহা ভাল জানেন। তাই বইটি ছাপাইবার জন্য আমাদের প্রচলিত "আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী" সমাজ সংস্কার ও নৈতিক উন্নয়ন মূলক সমাজ সংগঠক পদ্ধতির সফলতার উদ্দেশ্যে "হানেফী মজহাব" এজমা ফতোয়ার ভিত্তিতে আমি যেইভাবে

কামেল অলী উল্লাহর নির্দেশিত উত্তরাধিকারী গদীর "সাজ্জাদানশীন" সাব্যস্ত। তদ্‌মতে আমার ছেলেদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি সৈয়দ এমদাদুল হক মিঞাকে "সাজ্জাদানশীন" মনোনীত করিবার পর এই গ্রন্থটি তাহার হস্তে অর্পণ করিলাম।"

সুতরাং বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদীর প্রবর্তক হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হজরত ছাহেব কেবলা কাবার সাজ্জাদানশীন হিসাবে সোলতানুল আউলিয়া, খাদেমুল ফোক্‌রা হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব হজরত আক্‌দাছের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, মাইজভাণ্ডারী তরীকার বৈশিষ্ট্য ও বহু রহস্যাবৃত ক্রিয়াকলাপ বিশ্ব মানবতার সামনে তুলিয়া ধরার জন্য এই বেলায়তের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন রূপ দুঃসাহসী কাজে মনোনিবেশ হইয়া সফলকাম হওয়াতে এই গ্রন্থের চাহিদা এক অপূর্ব প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। কাজেই মানব এবং মানবতার কল্যাণে তাহাদের আগ্রহকে স্বাগত জানাইয়া আমি সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম, সোলতানুল আউলিয়া, খাদেমুল ফোক্‌রা হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব বাস্তবায়নের লক্ষে তাঁহার মনোনীত সাজ্জাদানশীন হিসাবে অত্র গ্রন্থের কোন সংযোজন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন না করিয়া গ্রন্থকারের তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি খানাসহ হজরত আক্‌দাছের তথ্য অনুসন্ধানী ভক্ত অনুরক্ত মুরিদান ও সুধী মণ্ডলী সমীপে এই "বেলায়তে মোত্‌লাকা" গ্রন্থটি পূনঃ প্রকাশ করিয়া উপস্থিত করিতে উদ্যোগ গ্রহণ করিলাম।

খোদাতত্ত্ব জ্ঞানে আগ্রহী পাঠকগণ খোদা তায়ালার নৈকট্য আকাঙ্ক্ষী সুস্থ মানসিকতা ও নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়া তত্ত্ব অনুধাবনে সক্ষম হইলে নিজকে ধন্য ও সফল মনে করিব। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের পেয়ারা হাবীব ছরকারে দো-আলম (সঃ) এঁর করুণাবারি ও হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর ফয়েজ বরকত সর্বাত্মক ও পরিপূর্ণভাবে আমাদের উপর বর্ষিত হউক। "আমিন"

ইতি–

আলহাজ্ব সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার শরীফ।
থানা ঃ ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
সভাপতি
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
ছুন্নতে ওজমা-	১
নবুয়ত-	১
বেলায়ত-	২
গাউছিয়ত-	৪
কুতুবিয়ত-	৪
আহমদীয়ূল ও মোহাম্মদীয়ূল মসরব-	৪
নবীয়ে ছালাছা-	৫
পীরানে পীর দস্তগীরের আবির্ভাব-	১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছায়রে রূহানী-	.
প্রকার ভেদ ও স্বীকৃতি-	১৫
শায়খুল আকবর আল্লামা ইবনে আরবীর	
ছুরা বকরার ২য় ও ৩য় আয়াতের ব্যাখ্যা-	১৭
সাংকেতিক আলিফ, লাম, মীমের রহস্য-	১৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যুগ পরিবর্তন-	
বেলায়তে মোকাইয়্যাদা যুগের পর	
বেলায়তে মোত্লাকা যুগের সূচনা-	২০
ফছুছুল হেকমে হযরত ইবনে আরবীর বর্ণনা-	২২
খাতেমুল আউলিয়ার দৃষ্টিকোণের পার্থক্য-	২৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিশ্ব অলীর আবির্ভাবের পূর্বাভাস-	২৫
ফচ্ছে শীচে খাতেমুল অলদ বা খাতেমুল অলীর পরিচয়-	২৫
খাতেমুল অলীর দর্শন-	২৬
খাতেমুল অলীর নিদর্শন সমূহ-	২৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জন্মভূমির পরিচয়- ৩০

জন্মভূমির বৈশিষ্ট্য- ৩০

সেই সময়কার বাংলাদেশ- ৩১

নবযুগের সূচনা- ৩১

হযরত ইবনে আব্দবীর পরিচয়- ৩১

পুরানা আমলে অত্র অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা- ৩২

পাহাড়ীয়া শাসকদের স্মারক চিহ্ন সমূহ- ৩২

বিশ্ব অলীর জন্ম- ৩৫

নামের গুরুত্ব- ৩৫

বংশ পরিচয়- ৩৫

শিক্ষা দীক্ষা- ৩৬

বেছাল- ৩৬

খ্যাতনামা জনগণের মন্তব্য- ৩৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বেলায়তে মোকাইয়্যাদা যুগ বিকাশ- ৫৪

বেলায়তে মোত্লাকা যুগ পরিবর্তিত- ৫৪

বেলায়তে মোত্লাকা তৌহিদে আদ্য়্যানের স্বীকৃতিকারী- ৫৫

১৩৭২ বাংলা ২৭শে চৈত্র সংখ্যায় "আজাদীতে" বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মন্তব্য- ৬০

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ফরজ ও উহার প্রকার ভেদ- ৬৩

ছালেক বা খোদা-পন্থীর প্রকার ভেদ- ৬৪

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বেলায়ত রহস্য

কবরে ও পুকুরে পবিত্র কোরআনের পাতা নিক্ষেপ- ৬৭

সপ্তকর্ম পদ্ধতি- ৭০

নবম পরিচ্ছেদ

ফজিলতে রব্বানী– ৭৪
ছজিদা– ৭৪
মানব শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি– ৮০
মানব জ্ঞান স্তর– ৮১
সুন্নেতৃত্ব ও ধর্ম সাম্য– ৮৫
গাউছুল আজম হযরতের উক্তি– ৮৮

দশম পরিচ্ছেদ

হেদায়ত ও সফলতা
হেদায়ত পাওয়ার যোগ্যতা বা সফলতা অর্জনের যোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য কি?– ৯৫
বেলায়তে মোত্লাকার বৈশিষ্ট্য– ৯৬
শরীয়ত– ৯৭
মজহাবে এশ্ক– ৯৯

একাদশ পরিচ্ছেদ

লেওয়া-ই-আহ্মদী– ১০১

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হযরতের বাণী– ১০২
ছুফী সভ্যতাই দিশারী– ১০৬

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আত্মদর্শন
ছুফী সাধনার উদ্দেশ্য– ১১৩
তরীকার ভিত্তি– ১১৪
মাইজভাণ্ডারী তরীকা– ১১৫
প্রেম-পন্থী ছুফীদের প্রতি জুলুম– ১১৯
ছুফীদের সত্য সংগ্রহ পদ্ধতি– ১২১

একটি দৃষ্টান্ত– ১২৮
হারাম ও হালাল– ১৩০
বিধান শিথিল অবস্থা– ১৩২
ছুফী ধ্যান ধারণা– ১৩৩
মতালেবে রশীদীর অভিমত ও গাউছিয়তের প্রমাণ– ১৩৭

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

এবাদাতে মোতনাফিয়া ১৪১
নামাজ– ১৪১
রোজা, হজ্ব, জাকাত ও কোরবানী ইত্যাদি– ১৪৫
আছরারে খোদী– ১৪৮

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ছেমআ বা গান বাজনা ও ইহার হেকমত– ১৫০

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট– ১৫৩
(সমাপ্ত)

অত্র গ্রন্থ সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত– xi–xvii

বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থে যে সকল কেতাব হইতে দলিল প্রমাণাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে উহাদের পরিচয়

ক্রমিক নং	কেতাবের নাম	লেখক	ভাষা	প্রেস
১।	মতালেবে রশীদী	মওলানা তোরাব আলী কলন্দর	ফার্শী	নওল কিশোর
২।	নশরুত্তিব ফি জিকরিল হাবীব	মওলানা আশ্রাফ আলী থানবী		কানপুর
৩।	দিওয়ানে নূর	মছনবী হইতে সংকলন	বাংলা	
৪।	মছনবী	মওলানা রূমী	ফার্শী	
৫।	কোরআন পাক			
৬।	তাছাওয়োফে ইসলাম	লিখক :- ডঃ মুহাম্মদ মোস্তফা হেলমী প্রফেসার ফোয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়,মিসর। অনুবাদক :- রঈছ আহমদ জাফরী।	উর্দু	গোলাম আলী এন্ড সন্স, লাহোর
৭।	দীওয়ানে আলী	হযরত আলী (কঃ)	আরবী	
৮।	হাদীছে নববী		আরবী	
৯।	কছিদায়ে গাউছে ছাক্‌লাইন	হযরত পীরানে পীর দস্তগীর	আরবী	
১০।	ফছুছুল হেকম	হযরত ইবনে আরবী	উর্দু তরজুমা	মস্তফায়ী প্রেস লক্ষ্ণৌ
১১।	তফছীরে মুহীউদ্দীন	ইবনে আরবী-	আরবী	মিসর
১২।	জেয়াউল কুলুব	হজরত হাজী এমদাদুল্লাহ মহাজেরে মক্কী	ফার্শী	মজিদী কানপুর
১৩।	তফছীরে হক্কানী	মওলানা আবদুল হক হক্কানী	উর্দু	
১৪।	তজকেরায়ে শায়খে আকবর	মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ ফেরেঙ্গী মহল্লী	উর্দু	মস্তফায়ী প্রেস লক্ষ্ণৌ

১৫।	আয়না-য়ে-বারী	মওলানা আবদুন গণী কাঞ্চনপুরী	উর্দু	ইসলামিয়া লিথো প্রেস, চট্টগ্রাম।
১৬।	চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল	মাহ্‌বুব-উল-আলম	বাংলা	ইসলামিয়া লিথো প্রেস, চট্টগ্রাম।
১৭।	নূতন ইতিহাস	আবদুস্ছত্তার এম, এ	বাংলা	নবাব পুর রোড, ঢাকা।
১৮।	ফতুহুর রব্বানী	অনুবাদ মওলানা ছানাউল্লা নদবী	উর্দু	আলমী প্রিন্টিং প্রেস, লাহোর।
১৯।	মজাকুল আরেফিন, তরজুমা এহয়াউল উলুম	মওলানা মুহাম্মদ আহছান ছিদ্দিকী	উর্দু	নওলকিশোর প্রেস লক্ষ্মৌ
২০।	শেফাউল আলীল তরজুমায়ে কওলুল জমীল	মওলানা আবদুল আজিজ দেহলভী	আরবী ও উর্দু	কৈয়ুমী প্রেস কানপুর
২১।	তফছীরে আজিজী	ঐ	উর্দু তরজুমা	লক্ষ্মৌ
২২।	মোনাজেরাতুস্ছদরাইন			
২৩।	মকালাতে কোরআনী	মওলানা আবদুল্লাহিল এমাদী	উর্দু	টাইম প্রেস লাহোর
২৪।	গোলেস্তান	শেখ ছায়াদী	ফার্সী	
২৫।	মছনবী গঞ্জে রাজ	আল্লামা আবদুর রহমান ফতেহ আবাদী	ফার্সী	লাহোর ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ
২৬।	তনবিরুল কুলূব			
২৭।	এহয়াউল উলুম	ইমাম গাজ্জালী	আরবী	
২৮।	দিওয়ানে হাফেজ শিরাজী	হাফেজ শিরাজী	ফার্সী	লাহোর
২৯।	জোবদাতুছ ছালেকীন	তর্জুমা গণিয়াতুত্বালেবীন	উর্দু	
৩০।	মজমুয়া ফতোয়া	মওলানা আবদুল হাই		
৩১।	তফছীরে হোসাইনী	কাশেফী	ফার্সী	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

গ্রন্থকারের দু'টি কথা

বিশ্ব নিয়ন্তা দয়াময় আল্লাহতায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি, যিনি সর্ব প্রশংসার অধিকারী। যিনি মানব জাতিকে ভাবপ্রবণ অন্তঃকরণের রহস্যাদি ব্যক্ত করার মত বাকশক্তি ও ভাষা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় মাহবুব বিশ্ব মানবতার অগ্রনায়ক হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) ও ত্বদীয় আওলাদ এবং আছহাবগণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ণ ছালাম ও দরূদ বর্ষণান্তে পরম দয়াময়ের নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা ও শোকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার প্রিয় ব্যক্তিদের প্রতিও শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করিতেছি; যাঁহারা বীরোচিত পদক্ষেপে আল্লাহতায়ালার পরিচিতি-জগতে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা, শান্তি-শৃঙ্খলা, আনুগত্য ও সংকল্প নিষ্ঠার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। যুগে যুগে স্রষ্টা শক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতঃ খোদার খলিফা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরিণতিতে যাহা "বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদী" রূপে রূপায়িত হইয়া গাউছুল আজম এখতেতামিয়া হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) নামে পরিচয় দান করিয়াছেন। যেই বেলায়তের পরিচয় দান উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ করিতে উৎসুক হইলাম; যাহার বৈপ্লবিক আলোড়ন হজরত মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) তিরোধানের পরও 'বিল অলায়ত' নির্বিলাস সাধনা ও নিষ্কাম খোদা প্রেম-প্রেরণা বলে মানব মনে জাগরণ ও উচ্ছ্বাস দিতে সমর্থ রহিয়াছে।

যেই বেলায়তী গুণে গুণান্বিত ও গৌরবান্বিত অসংখ্য সিদ্ধ কামেল বুজুর্গানের খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের বদৌলতে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর লোক দলে দলে এই বেলায়তের মূলাধার সকাশে আগমনে পূর্ববৎ সন্তুষ্ট ও অভ্যস্থ রহিয়াছেন।

কালের কুটিল প্রবাহে তাঁহার সাহচর্য প্রাপ্ত লোকদের ক্রমে তিরোধান ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন রীতিনীতি অনুযায়ী রূহানী শক্তি, ধর্ম-জগতে দূরদূরান্তের দিকে প্রসারিত হইয়া এশিয়ার প্রান্ত হইতে অনুপ্রাণিত ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের মনের দুয়ারে বার বার আঘাত হানিতেছিল। যাহার ফলে এই বেলায়তকে জানিবার ও বুঝিবার আগ্রহ তাহাদের মনে জন্মে।

এই "মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের" খুছুছিয়াত বা বিশেষত্ব কি? বিশ্ব মানবতার জন্য ইহার কি অবদান আছে? ইহা গতানুগতিক ছুফী মতবাদ, না নূতন কিছু? এই বেলায়তের যিনি মূলাধার তাঁহার অনুসারীদের মূল নীতি কি? ইত্যাদি প্রশ্ন মনে জাগার ফলে হজরতের ৫২তম ওরস শরীফ ১০ই মাঘ শুক্রবার সন ১৩৬৪ বাংলা, মোতাবেক ১৯৫৮ইং ২৪শে জানুয়ারী; ইউরোপ ভূখণ্ডের অধিবাসী চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট Mr. Macanangi সি,এস,পি, তিন জন সম্মানিত অতিথিসহ প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ তত্ত্ব জানিবার জন্য মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে আগমন করেন। তাহারা ওরস শরীফ মেলার বিভিন্ন জায়গার ও অবস্থার কয়েকটি ফটো গ্রহণ করেন। ইহার মধ্যে জুমার নামাজরত জামাতের বিভিন্ন অবস্থার তিনটি ফটো উল্লেখযোগ্য।

আমার বৈঠক খানায় সাক্ষাতের সময় তাঁহারা বলিয়াছিলেন "আমরা বাংলাদেশে আসিয়া মাইজভাণ্ডার সম্বন্ধে বহু বিরূপ আলোচনা শুনিয়াছি। কিন্তু আমরা স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝিতে পারিলাম মাইজভাণ্ডার সব কিছু।

পাকিস্তানে মাইজভাণ্ডার এবং হিন্দুস্থানে আজমীর সম্বন্ধে তথ্য জানিবার জন্য আমরা আমাদের ধর্মীয় মিশনের পক্ষ হইতে আগমন করিয়াছি। আশা করি এই সম্বন্ধে একটি সঠিক তথ্য উপহার দিতে সমর্থ হইব। যাহার ফলে উৎসুক মানব সন্তান সন্ততির জানিবার আগ্রহ প্রশমিত হইবে এবং বেলায়ত সম্বন্ধে অভিহিত হইবার সুযোগ পাইবে। যাহা আমাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বিশ্ব-ধর্ম কন্‌ফারেন্সে আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে।" তৎপরবর্তী বৎসর ২৩/১/৫৯ইং তাং একজন আমেরিকান সম্মানিত অতিথি রবার্ট ফাউলার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেনঃ–

I am extremely happy to have been a guest in the home of the religious leader and to view the activities of a great festival as is Taking place we are appreciative of your wonderful hospitality.

Sd. /Robert W. Fawler.
J.C.A Agriculture adviser
23.1.59

এহেন মুহূর্তে অনুসন্ধিৎসু লোকদের প্রশ্নাদির উত্তর দেওয়ার মত তাঁহার বেলায়তের ছোহবত বা সাহচর্য প্রাপ্ত বুজর্গানে দীনেরা যাঁহারা নির্ভরযোগ্য ছিলেন, তাঁহারা অনেকেই এই ধরাধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পরবর্তীদের মধ্যে যাহারা আছেন তাহাদের অনেকেই খেদমত ও ছোহবত হইতে বঞ্চিত বিধায়, তাঁহার বেলায়ত সম্বন্ধে অজ্ঞতার দরুণ মনগড়া কাজকর্ম করেন ও কথাবার্তা বলিয়া থাকেন।

কোরান পাকের বাণী ঃ–

"বহু পবিত্র লোকদের পরবর্তী এই রকম লোকও থাকে যাহারা নামাজ (জাহের ও বাতেন) পড়েনা বা তরক করে এবং কামনার বশবর্তী হইয়া অতি শীঘ্র নরকের নিম্নস্তরে পতিত হয়।" (১)

সমাজে উপরোক্ত লোকদের আধিক্যের দরুণ সমাজরূপ বিবর্তিত হইয়া এক বিকৃতরূপ ধারণ করা স্বাভাবিক। বিশ্ব বরেণ্য মনীষী মহাত্মা বার্নাড়'শকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই কেন?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন "আমি কোথায় যাইব, যাহাদিগকে লোকে মুসলমান বলে, মুসলমান ও ইসলাম সেইরূপ নহে। ইসলামের সত্যিকার ও মৌলিক সমাজ ব্যবস্থা থাকিলে আমি নিশ্চয় সেই সমাজে যাইতাম।"

পরবর্তীদের পরবর্তী বলিয়া দাবীদার কোন কোন লোকের অজ্ঞতাজনিত কথাবার্তা ও কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, যে কোন কারণে হউক না কেন, এই বেলায়তের এক বিকৃতরূপ জাহির করিতে তাহারা কর্মতৎপর। ইহার ফলে সত্যানুসন্ধিৎসু লোকেরা বিভ্রান্ত ও ধাঁধাঁয় পতিত হওয়া স্বাভাবিক। ইহা ছাড়া কিছু সংখ্যক ভবঘুরে লোক এই রকমও আছে, যাহারা নিজ অভ্যস্থ পাণদোষ, অকর্মন্যতা ও কর্মবিমুখতা প্রভৃতি দোষ ঢাকিবার গরজে নিজকে মাইজভাণ্ডারী বা আজমীরী বলিয়া জাহির ও দাবী করিয়া থাকে। কারণ এই দুই দরবারে বা তরীকায় সৎ উদ্দেশ্যে গান-বাজনা প্রচলন আছে। যদিও নির্দোষ গান-বাজনা কোন ধর্মে নিষেধ নাই, তবুও মৌলভী ছাহেবান সর্বপ্রকার গান-বাজনা মোটামুটিভাবে এক তরফা নিষেধ করিয়া আসিতেছেন। উপরে লিখিত লোকেরা তাহাদের পাণদোষ ও বদ অভ্যাসগুলি এই নামে ঢাকা দেওয়া সহজ মনে করিয়া নিজকে এইভাবে পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। অথচ তাহাদের এই দুই পবিত্র দরবারের সহিত পীরিমুরিদী সম্পর্ক ও সাহচর্য হয়তো নাও থাকিতে পারে। পক্ষান্তরে যাহারা ব্যবসায়ী পীর ওয়ায়েজ নছিহত করিয়া বা মাদ্রাসা মসজিদের নাম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে; তাহারা অবস্থা বুঝিয়া মজলিশ খুশীর জন্য বা ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে সামাজিক উস্কানীর গরজে দুই চারিটি মুখরোচক কথা বলিতে হয় বিধায় পাইকারীভাবে মাইজভাণ্ডার শরীফ ও আজমীর শরীফ সম্বন্ধে অপপ্রচার করেন।

ছুরা মরিয়ম ৫৯ আয়াত

سورة مريم اية ٥٩

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

কতেক এইরূপও আছে যাহারা তাহ্কীক বা প্রত্যক্ষ সত্য যাঁচাইয়ের অভাবে বাজে শুনা কথায় বিশ্বাস করিয়া ও শরীয়তি রীতি-নীতির সঙ্গে বে-মিল মনে করিয়া কুৎসা রটনায় অভ্যস্থ হইয়া পড়ে।

এহেন অবস্থায় তাহাদের ভুল ধারণা ও অপপ্রচার এবং অযথা বিরোধ ফ্যাছাদ দিন দিন দানা বাঁধিতে থাকিবে মনে করিয়া এবং মিশনারী আগন্তুক তত্ত্বজ্ঞান অন্বেষী ব্যক্তিদের প্রশ্নের সমাধান, তরীকত পন্থী ও বেলায়ত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু সুধীবর্গের জ্ঞাতার্থে; আমি হুজুরে আক্দাছ হজরত শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ছাহেবের অনুগ্রহ ও খেদমত ছোহবতের ফয়জ বরকত প্রাপ্ত এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের অধিকারী বংশধর তাঁহার একমাত্র পুত্র সন্তান মওলানা সৈয়দ ফয়জুল হক মরহুম শাহ্ ছাহেবের একমাত্র বিদ্যমান পুত্র এবং হজরত আক্দাছের সাজ্জাদানশীন বিধায় নৈতিক দিক্ দিয়া এই বেলায়তের স্বরূপ উদ্ঘাটন রূপ দুঃসাহসী কাজে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হইলাম।

তৃতীয় সংস্করণে এই গ্রন্থকে সাধারণের সহজবোধ করার মানসে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান মতে নানাস্থানে কিছু কিছু সংযোগ ও সম্প্রসারণ ক্রমে গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছি এবং জটিল রহস্যকে সম্ভব মত বোধগম্য করার প্রয়াস পাইয়াছি। অত্র গ্রন্থে যে সমস্ত কেতাব বা বিবৃতির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছি উহার কোন পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন না করিয়া মূল এবারত এবং ইহার অর্থ অবিকৃত রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আমি হেকায়তকারী মাত্র।

মানবের দৈহিক সুস্থতা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠুতা যেমন দরকারী ও মূল্যবান, মানসিক সুষ্ঠুতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সুষ্ঠুতাও তেমন নিতান্ত প্রয়োজন। যাহার অভাবে মানব দীন দুনিয়াতে বিশেষ করিয়া ধর্মীয় ক্ষেত্রে ধর্মান্ধ বা ধর্ম গোঁড়া হইতে বাধ্য হইয়া থাকে। সুস্থ মানসিকতা ও নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়া যাঁহারা এই তত্ত্ব অনুধাবন করিবার মানসে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করেন, তাঁহাদের করকমলে তরীকতের একজন নগন্য খাদেম হিসাবে সেবার নিদর্শন স্বরূপ এই গ্রন্থখানি উপস্থিত করিলাম। উপকৃত মনে করিলে নিজকে কৃতার্থ মনে করিব। আশা করি দোষ ত্রুটি নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন।

বিনীত-
গ্রন্থকার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

বেলায়তে মোত্‌লাকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছুন্নতে ওজমা

নবুয়ত ও বেলায়তঃ–

মহা মানব নিখিল ধরণীর মুক্তি তরণী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতাবা (সঃ) এঁর প্রতি পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে দুইটি সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত অর্পিত হইয়াছিল। একটি নবুয়ত, অপরটি বেলায়ত। তিনিই এই দুইটি নেয়ামতের মাধ্যমে সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ মর্যাদা অধিকার করিয়া আল্লাহতায়ালার একমাত্র প্রিয়তম মাহবুব নামে আখ্যায়িত ও মেরাজ মিলনে মুক্ত দীদার লাভ করিয়াছিলেন। নবীকুল শিরোমণি সৈয়দুল মোরছালীন খাতেমুন নবীঈন হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) নবুয়ত পরিসমাপ্তকারী সনদ দাতা খেতাব অর্জন করিয়াছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বেলায়তী ক্ষমতায় মুক্ত খোদা-মিলন পথ আবিষ্কার করিয়া স্রষ্টা ও সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য সফল ও পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যাহার বদৌলতে নবী, অলী, জ্বিন, মানব সকলেই তাঁহার উম্মতে শামিল হইতে খোদার দরবারে প্রার্থনা জানাইয়াছেন। তাঁহার এই নেয়ামতকে সুন্নতে ওজমা বলা হয়।

নবুয়ত ঃ–

নবুয়ত নবা শব্দ হইতে উৎপন্ন। যাহার অর্থ সংবাদ দান। নবিউন কর্তৃবাচক ইছম, ইহার অর্থ সংবাদক। খোদাতায়ালার আদেশ-নিষেধ সম্পর্কীত মধ্যস্থতায় নবুয়তকে শ্রেষ্ঠতর নৈকট্যপূর্ণ মানবতা বলা যাইতে পারে। নবুয়ত একটি বিশেষ গুণ। আল্লাহ যাঁহাকে পছন্দ করেন, তাঁহাকেই দিয়া থাকেন। ইহা সাধনা করিয়া অর্জন করা যায় না। নবী দুই প্রকার (১) মুরসল ঃ– যাঁহার প্রতি কেতাব অবতীর্ণ হইয়াছে। (২) গায়র মুরসলঃ– যাঁহার প্রতি কেতাব নাজেল হয় নাই এবং অগ্রবর্তী মুরসল্ নবীর অনুবর্তী। নবুয়ত দুই প্রকার ঃ-

(১) নবুয়তে আম্মাঃ- অর্থাৎ যাহা সার্বজনীন বিশ্ব-মানবতার প্রতি প্রেরিত।

(২) নবুয়তে খাচ্ছা ঃ- যাহা কোন বিশেষ কওম বা জাতির প্রতি প্রেরিত।

বেলায়ত ঃ-

বেলায়ত "অলা" শব্দ হইতে উৎপন্ন। অলা অর্থ নৈকট্য লাভ। প্রেম, মহব্বত সম্পর্ক। খোদাতায়ালার নিকট-সম্পর্ককে বেলায়ত বলে। বেলায়ত দুই প্রকার। বেলায়তে ঈমান ও বেলায়তে এহছান। বেলায়তে ঈমান শুধু মাত্র খোদার সম্পর্ককে বুঝায়, এই বেলায়ত সমস্ত মোমেনগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বেলায়তে এহছান খোদার নিকটতম রহস্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ক্ষমতাকে বলা হয়। শুধুমাত্র নবী ও অলীগনই ইহা প্রাপ্ত হন। নবী করিম (সঃ) এঁর সত্ত্বায় নবুয়ত ও বেলায়ত, দুইটিই পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাঁহার পর আর কোন নবী নাই এবং ইহার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু বেলায়তে এহছান আবহমানকাল পর্যন্ত জারি থাকিবে।

বেলায়তের প্রকার ভেদ ঃ-

বেলায়তকে অর্জন প্রণালী ভেদে চারি প্রকার বলা হয়। যেমন,

(১) বিল আছালত ঃ- অর্থাৎ মূলগত বা প্রকৃতিগত। ছুফীদের পরিভাষায় যাহাকে মাদরজাত বা জন্মগত বলা হয়। উহা বিনা রেয়াজত ও পরিশ্রমে খোদার নিকট হইতে নির্দ্ধারিতভাবে লাভ হইয়া থাকে এবং দাওরায়ে ছামাবী বা আছমানী গর্দেশ ও প্রাকৃতিক আবর্তন বিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এই বেলায়ত নির্দ্ধারিত সময়ে প্রদত্ত হয়। উহার অধিকারীকে আজলী বা মাদরজাত অলী বলে।

(২) বিল বেরাছত ঃ- অর্থাৎ রূহানী উত্তরাধিকারী রূপে প্রাপ্ত যাহাকে ছুফী পরিভাষায় বিল অলায়ত বলা হয়।

(৩) বিদ দারাছত ঃ- জাহেরী ও বাতেনী শিক্ষা দীক্ষা বা জ্ঞান অর্জনের দ্বারা যে এলমে লদুন্নী হাছেল হয়, তাহাকে বিদ্‌দারাছত বলে। যেমন কোরান মজিদে বর্ণিত হজরত মুছা (আঃ) হজরত খিজির (আঃ) হইতে জাহেরী শিক্ষার দ্বারা বাতেনী শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। গাউছে ছমদানী হজরত বড় পীর ছাহেব কেবলার বাণীঃ-

"জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আমি মহাপ্রভু হইতে কুতুব হইবার সৌভাগ্যতা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছি।" (১)

---

(১) قصيده غوث الثقلين

دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتّٰى صِرْتُ قُطْبًا * وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوْلَى الْمَوَالِيْ

(৪) বিল মালামাত ঃ– অর্থাৎ নফ্‌ছ বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যে বেলায়ত হাছেল হয়, ছুফী পরিভাষা মতে তাহাকে হছুলে মোখালেফাতে নফ্‌ছ বলা হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া উহাকে কষ্ট দিয়া নিজ আত্মার বশীভূত করিলে যে খোদায়ী শক্তি হাছেল হয় উহাকে বিল মালামাত বলা হয়। উক্তভাবে বেলায়ত অর্জনকারীকে মালামিয়া অলী বলা যায়। জেয়াউল কুলুব কেতাবের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় হাজী এমদাদুল্লাহ (রঃ) ইহাকে সাত্তারিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই মালামিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হজরত আবু ছালেহ হামদুল্লাহ কাচ্ছার। তিনি ২৭১ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। তাছাওফে ইসলাম ২২৩–২৩০ পৃঃদ্রষ্টব্য। অন্যান্য বুজুর্গানে দীনেরা কলন্দরী, তাইপুরী (১) প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন। কলন্দরী; হযরত বু-আলী কলন্দরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। হিন্দুস্থানের কলি শরীফ ও পানি পথ, উভয় জায়গায় তাঁহার মাজার পাক আছে। একই দিনে তিনি উভয়স্থানে দাফন হন। তিনি তৌহিদে আদ্‌য়্যান মজহাবের অনুসারী ছিলেন। যেই তৌহিদে আদ্‌য়্যান বা ধর্ম ঐক্য সম্বন্ধে তাছাওফে ইসলাম নামক কিতাবের ২৪৯–২৫০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে। সত্য কথা এই যে, যত রকমের ধর্ম আছে, অবস্থামতে বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ অভিন্ন। অভিব্যক্তিতে একটি অপরটির অনুরূপ না হইলেও ইহা বাহ্যিক, যাহার নাম ধর্ম, এই ধর্মবস্তু অভিন্ন ও এক। যেহেতু সমস্ত ধর্মের লক্ষ্যস্থল খোদা। যদিও বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন গোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট। ইহা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাশক্তি সম্ভূত। এই মতবাদের সঙ্গে হজরত মহিউদ্দিন ইবনে আরবী (রঃ), আ'মের ইবনুল ফারেছ (রঃ), হজরত জালালুদ্দিন রুমী (রঃ), হজরত আবদুল করিম জিলি (রঃ), হজরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) প্রভৃতিকে সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। তাইপুরী হজরত আবু এজিদ বোস্তামী (রঃ) এঁর সম্পর্কিত। ইনি ২৬১ হিজরী সনে ওফাত প্রাপ্ত হন।

বেলায়তের স্তর ভাগ ঃ–

স্তরের দিক দিয়া বেলায়ত তিন স্তরে বিভক্ত।

(১) বেলায়তে ছোগরা ঃ- যাহারা বেলায়তী ক্ষমতা লাভে সাধারণ মোমেনের উর্দ্ধে স্থান পাইয়াছেন।

(২) বেলায়তে ওছতা ঃ–

যাঁহারা বেলায়তী ক্ষমতায় ফেরেস্তার উর্দ্ধে মধ্যম মর্যাদা লাভ করিয়াছেন।

---

(১)

أينه باری صفحه ٦٧٦

طيفوريان منسوب حضرت ابی يزيد بسطامی (ر ح)

كيطرف هے كه طيفور نام ركهتے تهے-أنحضرت

مريد حضرت حبيب عجمی كے تهے-

(৩) বেলায়তে ওজমা বা কোবরা ঃ-

যাঁহারা বেলায়ত অর্জনে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত সৃষ্ট জগতে ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারে সক্ষম থাকেন। উক্ত বেলায়ত মর্যাদা প্রাপ্ত অলীকে বেলায়তে ওজমার অধিকারী বা শ্রেষ্ঠ অলী বলা হয়। এই বিবিধ স্তরের অলী উল্লাহ্‌দের মসরবকে কুতুবিয়ত (কর্ম কর্তৃত্ব) ও গাউছিয়ত (ত্রাণ কর্তৃত্ব) নামে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

গাউছিয়ত- বা ত্রাণকর্তৃত্বে সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন অলীকে গাউছুল আজম বলা হয়। তিনি বিল আছালত বা প্রকৃতিগত ও জন্মগতভাবে অলী হন এবং আল্লাহতায়ালার হুকুমে সৃষ্টির মঙ্গলময় ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হন।

কুতুবিয়ত- বা কর্ম কর্তৃত্বে সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন অলীকে কুতুবুল আক্‌তাব বলা হয়। তিনি আল্লাহতায়ালার হুকুমে সৃষ্টির শৃঙ্খলা বিধানের সর্বময় কর্মকর্তারূপে বিরাজমান থাকেন। (১)

মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এঁর দুইটি নামঃ- একটি আহমদ ও অপরটি মুহাম্মদ। আহমদ সৃষ্টির আদিতে গুপ্ত সূক্ষ্ম জগতে সৃষ্টি রহস্যের মূলাধার রূপে বিরাজমান ছিলেন। মুহাম্মদ (সঃ) বিশ্ব জগতে মঙ্গলময় ত্রাণকর্তা রূপে বিকাশ লাভ করেন। এই নামদ্বয়ের প্রভাবে সমস্ত নবী ও অলী, আহমদী ও মুহাম্মদী এই দুই মসরবে বিভক্ত।

গাউছিয়তের উৎস মুহাম্মদীয়ুল মসরব এবং কুতুবিয়তের উৎস আহমদিয়ুল মসরব।

উল্লেখযোগ্য যে হজরত আদম (আঃ) হইতে মুহাম্মদীয়ুল মসরব ও হজরত শীচ (আঃ) হইতে আহমদীয়ুল মসরব আরম্ভ হয়। হজরত রছুল আকরম (সঃ) এঁর দুইটি নামের মধ্যে বেলায়তী শানের সহিত সংশ্লিষ্ট নাম "আহমদ" আল্লাহ তায়ালার আদি সৃষ্টি।

হজরত মুছা (আঃ) কে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছিলেন "হে মুছা! তুমি বনি ইছরাইলকে বলিয়া দাও, যে কেহ আমার কাছে আসিবে যদি সেই ব্যক্তি "আহমদ" কে অস্বীকারকারী হয় তবে তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিব।"

---

(১) মতালেবে রসিদীয়া ২৬৮ পৃঃ

مطالب رشیدیه صفحه ٢٦٨

وقطب العالم وصاحب الزمان وقطب المدار نام اںك
شخص ست که کلید عرفان ست بالاصالة و اقطاب
که در اصل موصل الی الله اندیه نیابت قطب
الاقطاب باشند خواهد بدارد وخواهد سلب کند

হজরত মুছা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন "হে খোদা! আহমদ কে?" আল্লাহতায়ালা উত্তর করিলেন "আমার ইজ্জত ও জালালিয়তের কছম করিয়া বলিতেছি তিনি ছাড়া বেশী সম্মানিত আমার নিকট আর কেহ নাই। যাহার নাম আমার নামের পার্শ্বে আর্শ্বের উপর আছমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করার বিশ লাখ বৎসর পূর্বে লিখিয়া রাখিয়াছি!" (১)

দিওয়ানে নূরে মোহাম্মদীর ৬৭ পৃষ্ঠায় মওলানা রূমী (রঃ) এঁর মছনবী শরীফে উল্লেখ আছে–

এই জগতে আহমদের দ্বিতীয় জন্ম। তাঁহার নূরী জাতের মধ্যে শত শত কেয়ামত নিহিত। (২)

নবীয়ে ছালাছা ঃ–

হজরত ইব্রাহীম (আঃ) হজরত ঈছা (আঃ) ও হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এই তিনজন নবীর নবুয়তের অবস্থার প্রতি নজর করিলে তাঁহাদের মসরব সম্বন্ধে বুঝা যাইবে। যেমন ঃ-

নবুয়তে ইব্রাহীমী ঃ–

হজরত ইব্রাহীম (আঃ) মুহাম্মদীয়ুল মসরব নবী এবং তাঁহার বেলায়তী যোগ্যতাকে শহুদীয়া মসরব বা পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক পদ্ধতি বলা যায়। তিনি চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি দর্শন করিয়া বৃহত্তম শক্তির মালিক যে আল্লাহতায়ালা এই সত্য উপলব্ধি করেন এবং এইগুলি অনিত্য দেখিয়া চির সত্য আল্লাহতায়ালার সন্ধান লাভ করিতে সমর্থ হন। ইহা জ্ঞান-দর্শন-যুক্তির পর্যায়ভুক্ত, যাহার সম্পর্ক নবুয়তের সহিত ঘনিষ্টতর। এই পর্যায়ের মসরব বা রুচির মাধ্যমে যাহা অর্জিত হয় তাহাকে মুহাম্মদীয়ুল মসরব বলা হয়। হজরত আদম (আঃ) হজরত নূহ (আঃ) হজরত মূছা (আঃ) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নবীগণও এই পর্যায়ভুক্ত, এমন কি হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এঁর ধর্মকেও দীনে

---

(১)
জনাব মওলানা আশ্রাফ আলী থানবী রচিত নশরুত্তিব্ ফি-জিকরিল হাবীব নামক কেতাবের ৩১৫/৩১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

مثنوی شریف مولنا روم (رح) (২)

زاده ثانیست احمد در جهان * صد قیامت بود اندر او نهان

ইব্রাহীমী বলা হয়। নিষিদ্ধ খাদ্য সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়া হজ্জাতুল বেদায়ে অবতীর্ণ কোরআন পাকের ছুরা মায়েদার ৩য় আয়াতে বলিতেছেন। (১)

"অদ্যই ধর্মকে তোমাদের জন্য পূর্ণতা দান করিলাম। আমার নেয়ামত বা উপহারকে পূর্ণতা দিলাম এবং ইসলাম ধর্মে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। এহেন অবস্থায় পাপ কার্যানুরাগ বিহীন যে কেহ ক্ষুধায় অস্থির বে-কারার বা বাধ্য হয় তাহার জন্য খোদা দয়ার্দ্র ও ক্ষমাশীল।"

এই আয়াতে জ্ঞান দর্শন যুক্তি ভিত্তিক মুহাম্মদীয়ুল মসরব দীনে ইসলাম পূর্ণতা লাভ করিয়াছে বলিয়া সুসংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে; যাহাতে বুঝা যায় ন্যায়-নীতি, সাম্য, দয়া গুণ এই তিনটিকে ইসলাম মূলতঃপ্রাধান্যতা দান করিয়াছে। (২) মজমুয়া ফতোয়া–৩০ পৃষ্ঠা।

যেই জ্ঞান দর্শন যুক্তি সম্বলিত নীতির উপর রেছালত বা শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত তাহা হইল "এবাদাতে মোতনাফিয়া" ও "মায়ামেলাতে এ'তেবারিয়া" অর্থাৎ পাপকার্য বিরতকারী এবাদত ও পরস্পর স্বার্থ সম্পর্কিত কার্যকলাপ। ইহা রেছালত বা শরীয়তের প্রধান স্তম্ভ। শরীয়ত নাছুত বা দৃশ্যমান জগতের অবস্থার সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং এই স্তরের লোকদের জন্য অবতীর্ণ। যাহাকে শইউনাতে তৌহিদী এবং মায়ামেলাতে অজুদী বলে। উপরোক্ত আয়াতের শেষ ভাগে আছে ঃ-

"যদি কেহ বেকারার বা অস্থির বা বাধ্য হয় তাহার জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য নহে। যাহা অবস্থাভেদে ব্যবস্থার পরিপোষক বুঝা যায় এবং ইহা খোদার অনুগ্রহ ও ক্ষমার পর্যায়ভুক্ত।

---

(১)

سوره مابده

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا- فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ
غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ الرَّحِيْمٌ

(২) فما اضطر اليه فهو غير محرم عليه من الاكل والشرب مجموعه فتوى صفحه-٣٠ لمولانا عبد الحى(رح)

নবুয়তে ঈছায়ী ঃ-

হজরত ঈছা (আঃ) সূক্ষ্মজগত পর্যায়ভুক্ত আহ্‌মদীয়ুল-মসরব নবী। হজরত মরিয়মের (রঃ) সমীপে সূক্ষ্মদেহী হজরত জিব্রাইল (আঃ) এঁর মানব আকৃতিতে আবির্ভাব হজরত ঈছা (আঃ) এঁর জন্মের কারণ হয়। হজরত ঈছা (আঃ) আদেশ-নির্দেশ অপেক্ষা অধিকতর রহস্য প্রধান ছিলেন। তিনি সামাজিক দহরম-মহরম হইতে নিরিবিলি জীবন যাপন করিতে ভালবাসিতেন এবং প্রকাশ্য ক্রিয়াকলাপ হইতে অন্তরের ভালবাসাকেই প্রাধান্য প্রদান করিতেন।

একদা হজরত ঈছা (আঃ) উপাসনাকারী একটি দলের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?" উত্তর পাইলেন "আমরা এবাদত বন্দেগীকারী" অর্থাৎ সংসার বিরাগী। তিনি প্রশ্ন করিলেন "কাহার বন্দেগী এবাদত কর?" উত্তর পাইলেন "আমরা খোদার নরকাগ্নিকে ভয় করি এবং তাহা হইতে বাঁচিতে চেষ্টা করি। অতঃপর সামনে অগ্রসর হইলেন এবং একদল রাহেব বা পাদ্রীকে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তোমরা কাহার এবাদত করিতেছ?" উত্তর পাইলেন, "আমরা খোদার দর্শন আশায় আছি। বেহেস্ত বা স্বর্গকে নিজ আবাসে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছি, যাহা তাঁহার আউলীয়া বা সিদ্ধপুরুষ বন্ধুদের জন্য তৈয়ার করিয়াছেন।" হজরত ঈছা (আঃ) বলিলেন "খোদার উপর তোমাদের দাবী আছে, যাহা তোমরা চাহিতেছ, তাহা যেন আদায় করেন।" তৎপর সামনে গিয়া এইরূপ আর একদল সংসার বিরাগী লোকের দেখা পান। তাহারাও উপাসনায় রত আছেন। পূর্ববৎ প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাইলেন "আমরা খোদার প্রেমিক। কোনরূপ দোজখের ভয় বা বেহেস্তের আশায় তাঁহার এবাদত করিনা। আমরা কেবল তাঁহাকে ভালবাসি এবং তাঁহার শানে জালালের নিকট মাথা নত করি।" তখন হজরত ঈছা (আঃ) বলিলেন "তোমরা খোদার প্রকৃত বন্ধু, তোমাদের সঙ্গে থাকিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি"। (১) হজরত ঈছা (আঃ) এবং তাঁহার সংসার অনাসক্ত নির্বিলাসী খোদা অনুরক্ত সহচরদের সঙ্গে ইসলামী ছুফী সভ্যতার যথেষ্ট মিল আছে দেখা যায়। এই আহ্‌মদীয়ুল মসরব নবীদের মধ্যে হযরত শীচ (আঃ), হজরত ইদ্রীস (আঃ) ও হজরত ইসহাক (আঃ) প্রভৃতিকেও গন্য করা যায়। ইহা ইছমে বতুনে মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এঁর গুপ্ত নাম আহ্‌মদের সহিত সম্পর্কযুক্ত, যাহা প্রথম স্তরে আহমদ নামে বিকশিত ছিল। "নশরুত্তিব ফি জিকরিল হাবীব" নামক গ্রন্থে মওলানা আশ্রাফ আলী থানবী উক্ত কেতাবের ৩১৫/৩১৬ পৃষ্ঠাদিতে হাদীসে কুদছি মতে যাহা বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন। ছুফীদের পরিভাষায় ইহাকে অজুদিয়া বা আত্মদর্শন ভিত্তিক পদ্ধতি বলা হয়। সুতরাং দেখা যায় অজুদীয়া ত্বরীকত পন্থা আহ্‌মদীয়ুল মসরব নবুয়তের জ্বিল বা প্রতিচ্ছবি। যেইভাবে গাছ বীচিতে এবং বীচি গাছে তাহাদের গুণ গরিমা সমেত বিরাজমান থাকে।

---

১) তাছাওয়োফে ইসলাম (উর্দু) পৃঃ ৯২, ৯৩ ও ৯৪।

তাছাওয়োফে ইসলাম নামক কেতাবের ১৭পৃষ্ঠায় জনাব রঈছ আহমদ জাফরী "রূহানী জিন্দেগীর উৎকর্ষ" নামক প্রবন্ধে বর্ণনা দিতেছেন যে, যেই অনুভূতি মানুষের জীবনের বিভিন্ন অবস্থাকে নিজের নিকট ব্যক্ত করে তাহাকে রূহানী জিন্দেগী বলা হয়। জোহ্‌দ ও তাছাওয়োফ রূহানী জিন্দেগীর দর্পণ বিশেষ। যেমন ঃ- (১) মোজাহেদায়ে নফ্‌ছ বা নিজ প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করা। (২) অনুভূতির আড়াল উন্মুক্ত করা। (৩) কলবের ছাফাই বা অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা। (৪) শাহওয়াত ও হাওয়াছ অর্থাৎ কামভাব ও লালসা হইতে নিজ নফ্‌ছ প্রবৃত্তিকে বিশুদ্ধ করা, এই রকম সংসার সম্পর্কীয় সম্পর্ক পরিহার করা যাহা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে ভাঙ্গন আনে। এই রূহানী জিন্দেগী এমন এক জিন্দেগী, যাহার ধ্যান ধারণা মানুষকে চিনিতে বাধ্য করে–দুনিয়া কি বস্তু এবং দুনিয়া সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি?

এই রূহানী জিন্দেগীর পূর্ণতা মানবীয় সত্ত্বাকে স্রষ্টার অস্থিত্বের সঙ্গে মিলাইয়া দেয় এবং উর্দ্ধতম যে সত্যবস্তু আছে তাহার সহিত যোগাযোগ সৃষ্টি করিয়া দেয়। ইহা নিজ সম্বন্ধে অনুভূতি জাগ্রতকারী; যেই অনুভূতি সকল রকম সন্দেহের অতীত বা উর্দ্ধে।

জনাব গৌতম বুদ্ধের মতবাদ সম্পূর্ণ একমত না হইলেও তৌহিদে আদ্‌য়্যানের বা ছুফী মতবাদের সহিত বিরোধ সৃষ্টি করে না। ইহা তাঁহার উপদেশাবলী হইতে সম্যক অবগত হওয়া যায়।

জনাব গৌতম বুদ্ধের মতে আত্মোৎকর্ষ সাধনই ধর্মের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে দয়াবৃত্তির পরিচালনা আবশ্যক।

সুদৃষ্টি, সৎসংকল্প, সদবাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকা আহরণ, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি ও সম্যক সমাধি এই অষ্টবিধ উপায়ে মানব ধর্ম মার্গে অগ্রসর হইতে পারে। ইহাই বৌদ্ধ ধর্মের অষ্টশীল নামে খ্যাত।

জনাব গৌতম বুদ্ধ খৃষ্ট জন্মের ৫৫৬ বৎসর পূর্বে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলা বস্তুর রাজা শুদ্ধধনের ঔরসে তৎপত্নি মহামায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্য নাম সিদ্ধার্থ। তিনি প্রথমে আড়াল পণ্ডিতের নিকট হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; পরে রাজগৃহে গমন করিয়া এক গিরি গুহায় রূদ্রক নামক ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে উরুবিল্ব গ্রামে এবং তথা হইতে গয়ার নিকটবর্তী স্থানে এক বটবৃক্ষ তলে ছয় বৎসর কঠোর সাধনায় অতিবাহিত করেন। ভাগ্যবান সিদ্ধার্থ সাধনায় সিদ্ধ হইলেন। তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য দূরীভূত হইল। তিনি আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন। চিত্ত চাঞ্চল্যের সহিত কামনার নির্বাণ হইল। কামনার সহিত ইন্দ্রিয় প্রভাবের নির্বাণ হইল। সুখের নির্বাণ, দুঃখের নির্বাণ হইল। সিদ্ধার্থ নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। সিদ্ধার্থ যথার্থ সিদ্ধ হইয়া বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী হইলেন।

মওলানা রূমী বলেনঃ–

"স্রষ্টাকে ভুলিয়া যাওয়ার নামই দুনিয়া, সংসার সামগ্রী টাকা-পয়সা ও স্ত্রী-পুত্র দুনিয়া নহে।" (১)

নবুয়তে মুহাম্মদী ঃ–

নবুয়তে মুহাম্মদী (সঃ) অবস্থামতে কারণ সম্ভূত শরীয়তী আদেশ-নিষেধ মূলক ধর্ম এবং তরীকতী রহস্যমূলক অবস্থার সমাবেশের ফলে আজমীয়তের বা মহানত্বের শানে প্রতিষ্ঠিত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত। ইহা হজরত সোলায়মান (আঃ) এবং হজরত ইউসুফ (আঃ) এঁর জাতে পাকে প্রকাশিত ও বিকশিত ছিল। এই হিসাবে হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহ্‌মদ মোজতাবা (সঃ), একত্রিত ভাবে আহ্‌মদী ও মুহাম্মদী দুই নবুয়তী ধারার সমাবেশের ফলে মারাজাল বাহরাইন বা সন্ধিস্থল সাব্যস্ত হন। নবী করিম (সঃ) এঁর বাণী "লা' নবীয়া বায়াদী" সত্য। অর্থাৎ আমার পর আর নবী নাই। এই বাণীর মর্ম মতে তিনি খাতেমুন্নবীঈন।

"মারাজাল বাহ্‌রাইন" অর্থাৎ জাহের (নবুয়ত) ও বাতেনের (বেলায়তের) খোদায়ী বিকাশ ধারা সমূহের সঙ্গমস্থলই খিজরী মকাম বা মর্তবা। হজরত খিজির (আঃ) এই দাওরায়ে নবুয়তের বা যুগের "কুতুবে মশিয়তে এজদানী" অর্থাৎ খোদার ইচ্ছা শক্তির মঙ্গল ধারক। ইহাই নবুয়ত জামানার বেলায়তে ওজমার পূর্ণ বিকাশ। নবুয়ত ও বেলায়ত দুইটি বস্তু হইলেও বেলায়ত নবুয়তের স্তরে নবীর সত্ত্বাতে একত্রিত হয় এবং ভিন্নভাবে বিকশিত অবস্থাতে দৃশ্যতঃ নবীর শরীয়তী হুকুমের বাধ্য নাও থাকিতে পারে। যেহেতু ইহারা খোদার জাহেরা হুকুম অপেক্ষা খোদার ইচ্ছা শক্তিকে অধিক প্রাধান্য দান করেন ও ধর্মীয় হেকমত এবং মঙ্গল বুঝিয়া কাজ করেন এবং করিবার অধিকারীও হন। ইহা খোদার নিকট প্রিয়। কোরআন মজিদে বর্ণিত হজরত মুসা (আঃ) ও খিজির (আঃ) এঁর কাহিনীই ইহার প্রমাণ। ছামেরীর ঘটনাতে মছনবীর পরিভাষায় খোদার বাণীর মর্মমতে ঃ–

হজরত মূসা (আঃ) কে আল্লাহতায়ালা তুর পর্বতে বলিয়াছিলেন "তুমি মানবকে আমার সহিত মিলাইতে আসিয়াছ, না আমা হইতে দূরে সরাইতে আসিয়াছ ?" (২)

---

(১) مثنوی شریف

چیست دنیا از خدا غافل بودن * نه قماش ونقره وفرزند وزن

(২) মছনবী ঃ–

مثنوی شریف

تو برای وصل کردن آمدی * نه برای فصل کردن آمدی

অথচ ছামেরীর জজবাতী বা ভাব প্রবণ কথাবার্তা হজরত মূসা (আঃ) এঁর জ্ঞান ধর্মমতে আপত্তিকর ছিল। এইরূপ কোরআনে বর্ণিত হজরত খিজির (আঃ) এঁর ঘটনাবলী হজরত মূসা (আঃ) এঁর শরীয়ত মতে আপত্তিকর ও অবৈধ ছিল। কিন্তু শরীয়তী হুকুম অপেক্ষা এই স্থলেও হেকমত ও খোদার রহস্যময় ইচ্ছা শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং তদ্বারা হাকিকতে শরীয়তকেই পালন করা হয়। যাহা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবন আদর্শেও দেখা যায়।

নবী করিম (সঃ) এঁর বাণী ঃ– খোদার সঙ্গে আমার এমন এক সময় সম্পর্ক আছে যাহাতে নিকটতম ফেরেস্তা বা নবীয়ে মোরছালদেরও স্থান হয় না। (১) অর্থাৎ ইহা রছুল করিম (সঃ) এঁর বেলায়তে ওজমার স্তর বিশেষ। যেই স্তরে ফেরেস্তা বা নবুয়তী গুণেরও রছাই বা সক্ষমতা নাই। যথা মে'রাজ শরীফের ঘটনা। যাহা অন্য নবীদের বেলায় ঘটে নাই। সুতরাং দেখা যায় নবুয়তে ওজমা ও বেলায়তে ওজমা হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা ও আহমদ মোজতাবা (সঃ) এঁর ব্যক্তিত্বে বিকশিত ছিল।

এই বেলায়ত যাহা চিরন্তন সত্য, হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) এঁর এই ধরাধাম ত্যাগের পর অলীয়ে কামেলদের মাধ্যমে স্বাভাবিক ভাবেই প্রচলিত থাকে এবং সর্বপ্রকার বেলায়ত, বিশেষতঃ বেলায়ত বিল অরাছত ইমামুল আউলীয়া হজরত আলী (কঃ) এঁর ব্যক্তিত্বে কেন্দ্রীভূত হয়। হুজুরে আকরম (সঃ) ফরমাইয়াছেন– আমি যার মওলা (প্রেমাষ্পদ হই) আলী তা'র মওলা। আমি এইরূপ (মহান দুইটি) বস্তু তোমাদের মধ্যে রাখিয়া যাইতেছি যাহা তোমরা আকড়াইয়া ধরিলে আমার (তিরোধানের) পর তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না। (প্রথম) তোমাদের হস্তে কেতাবুল্লাহ এবং (দ্বিতীয়) আমার আহ্লে বায়ত (রসূলে করিম (সঃ), হজরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ)। (তিরমিজি, মেশকাত)। (২)

---

(১) হাদীস از گلستان سعدی

حدیث شریف

لِیْ مَعَ اللّٰہِ وَقْتٌ لَا یَسَعُنِیْ فِیْہِ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَّلَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ

(২) حدیث مشکل الاثار جلد ۲ صفحہ۳۰۷

مَنْ کُنْتُ مَوْلَاہُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاہُ۔ اِنِّیْ قَدْ تَرَکْتُ فِیْکُمْ مَا

اِنْ اَخَذْتُمْ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدِیْ کِتَابَ اللّٰہِ بِاَیْدِیْکُمْ وَاَھْلَ بَیْتِیْ

বেলায়তে মোত্‌লাকা

ইমামুল আউলীয়া হজরত আলীই (কঃ) নিজ দেহ প্রাণকে রসুলুল্লাহ্‌র দেহ ও প্রাণের বিনিময়ে হিজরতের সময় রসুলুল্লাহ্‌র বিছানায় তাঁহার চাদর মোবারক আপাদমস্তক ঢাকিয়া শুইয়া নিজ প্রাণ উৎসর্গ করতঃ প্রেম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। হজরত রসুলুল্লাহ্‌র আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তি যাহা নবুয়তে সুপ্ত ছিল তাহা হজরত আলী (কঃ) এঁর জাতে পাকে প্রস্ফুটিত হইল। তাঁহার বাণীর দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয়।

"আমি মহা প্রতাপশালীর নিয়ন্ত্রণে রাজী হইয়াছি আমার ভাগে এল্‌ম বা জ্ঞান এবং আমার বিপক্ষের ভাগে ধন ঐশ্বর্য পড়িয়াছে।" (১)

হজরত আলীর (কঃ) মধ্যে রসুল করিম (সঃ) এঁর অনন্ত গৌরবময় বেলায়তী অভিযানের দ্বার উন্মুক্ত হইল।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ–

"আমি এল্‌মের শহর বা হেকমতের ঘর এবং আলী ইহার দরজা।" (২)

উক্ত বেলায়তে ওজমা প্রকৃতিগত ধারায় প্রবাহিত হইয়া তাঁ'র মহিমান্বিত কেন্দ্র পীরানে পীর দস্তগীর হজরত আবদুল কাদের জীলানী (কঃ) এঁর ব্যক্তিত্বে স্থান লাভ করে। তাঁহার পবিত্র বাণী ঃ–

"আমি আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের ফলে কুতুব হইলাম" ইহার সাক্ষ্য বহন করে।

তাঁহার সময় হইতেই গাউছিয়ত, নবুয়ত ও বেলায়তের যুগল প্রতিনিধিত্ব করে। উক্ত গাউছিয়ত ও কুতুবিয়ত হুজুর করিম (সঃ) এঁর নবুয়তের যুগে তাঁহার সঙ্গেই ছিল এবং তাঁহার ভিতরেই কার্যকরী শক্তিরূপে বিরাজমান ছিল। বেলায়তের এই রূহানী শক্তি নবুয়ত হইতে স্বতন্ত্রভাবেও আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা গিয়াছে। যেমনঃ- কোরআন

---

(১) ديوان على (رضى الله تعالى عنه)

رَضِيْنَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِيْنَا * لَنَا الْعِلْمُ وَلِلْاَعْدَاءِ مَالُ

(২) حديث شريف

اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِىٌّ بَابُهَا وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِىٌّ بَابُهَا--مشكواة

পাকে বর্ণিত, হজরত সোলায়মান (আঃ) এঁর জামানায় বিলকিচকে সিংহাসনসহ লইয়া আসা। (১) আছহাবে কাহাফের ঘটনা এবং হজরত মূসা ও খিজির (আঃ) এঁর কাহিনী। দীর্ঘ সময়ের আবর্তন ও বিবর্তনের ফলে স্বাভাবিক ও গতানুগতিক ভাবেই মানুষ দীন ধর্ম হাল জজ্বা মাহ্বিয়ত এসতেগরাক বা খোদায়ী ভাব-বিভোরতা হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছিল এবং যাহারা দীনধর্মের প্রতি আসক্ত ছিল, তাহারাও নানারকম এখতেলাফ সম্বলিত মজহাবী ঝগড়া ও বাহ্যিক প্রচারণার দরুণ বেলায়তে ওজমা এবং ইহার উপকারীতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ পারিপার্শ্বিকতা একজন রূহানী শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতেছিল। এই সময় হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে মানুষের মনে তাজা প্রেরণা সৃষ্টি ও সংস্কার কার্য সাধনের মানসে সরদারে আউলীয়া কুতুবুল আক্তাব গাউছুল আজম পীরানে পীর দস্তগীরের আবির্ভাব ঘটে। (২)

কোরআন পাকে আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ- "ঈমানদারদের জন্য খোদা স্মরণকালে অন্তঃকরণ নম্র হওয়া এবং অবতীর্ণ সত্যবস্তু সকাশে বিনয়ী হওয়ার সময় কি নিকটতম নহে। এবং যাহারা ইতিপূর্বে কেতাব প্রাপ্তির পর বহুদিন অতিবাহিত হইয়াছে, তাহাদের অন্তঃকরণে মলিনতা ও কঠোরতা আসিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে বহু লোক ফাছেক অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মত না হওয়া কি দরকার নহে?" (৩)

---

(১) বরকিয়ার পুত্র আছেব, হজরত সোলায়মানের (আঃ) পরিষদ সদস্য।

(২) জন্ম ৪৭১ হিজরী মৃত্যু ৫৬১ হিজরী।

(৩) سورة الحديد ١٦ اية

اَلَمْ يَاْتِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ
وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ
قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ

"জানিয়া রাখ আল্লাহ্ মৃত্যুর পরে জমিনকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তোমাদের জ্ঞান অর্জনের জন্য ইহা একটি নিদর্শনমূলক বর্ণনা।" (১)

কালের আবর্তন বিবর্তনে জাতির উত্থান, পতন ও ঘুর্ণায়মান গ্রহ-নক্ষত্ররাজীর প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হওয়ার দরুণ সৃষ্টির ভাঙ্গা-গড়ার জন্য বিজ্ঞব্যক্তিগণ পাঁচ-ছয় শতাব্দীর একটি দায়েরা বা বৃত্ত স্বীকার করেন। ইতিহাস বেত্তাদের বাবা আখ্যাপ্রাপ্ত ইবনে খুলদুন তাঁহার বিখ্যাত 'মোকদ্দমায়' এবং মহামনিষী হজরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী (কঃ) তাঁহার ফছুছুল হেকম নামক বিখ্যাত কেতাবে ইহা স'প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ–

আসমান জমিনের সৃষ্টি ও দিবারাত্রের আবর্তন বিবর্তনে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বহু নিদর্শন বিরাজ রহিয়াছে। (২) দেখা যায় হজরত ঈছা (আঃ) এঁর প্রায় ছয়শত বৎসরের মধ্যে হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এঁর আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার পাঁচশত বৎসরের মধ্যে হজরত পীরানে পীর দস্তগীরের অভ্যুদয় হয়। এ'হেন অবস্থায় বেলায়তকেও এই রেছালতে এরশাদী বা কথাবার্তার দায়িত্ব বহন করিয়া সত্য প্রকাশ করিতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও খোদায়ী ইচ্ছাশক্তি বাধ্য করে।

হজরত পীরানে পীর দস্তগীর তাঁহার কছিদায়ে গাউছিয়ায় ফরমাইয়াছেন ঃ–

"সমস্ত অলী উল্লাহ্ আমার পদাঙ্ক অনুসারী। আমি পূর্ণচন্দ্র নবীর পদাঙ্ক অনুসারী। আমার সমকক্ষ অলীদের মধ্যে কেহ নাই, এলম এবং প্রভাব বিস্তারের বেলায়ও আমি অদ্বিতীয়। আমি জিলান নগরের অধিবাসী। মুহীউদ্দীন বা ধর্মকে পূণর্জীবন দাতা আমার

---

(১) اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ حديد - ١١ اية

(২) قران شريف

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ الاية سورة بقره ١٦٤

উপাধি। আমার প্রতীক বা ঝাণ্ডা উচ্চ পাহাড়ের চুড়ায় প্রতিষ্ঠিত।"(১)

এই দাবী দাওয়া পেশ করিতে নাছুত স্তরের লোকজন এবং অন্যান্য হেদায়তে তা'লীমী শিক্ষামূলক এবং এরশাদী স্তরের লোকদের জন্য তিনি এলহাম প্রাপ্ত যুক্তিসঙ্গত বেলায়তে ওজমার অধিকারী মোজাদ্দেদ ও সর্বশ্রেষ্ঠ অলীউল্লাহ।

ছুফী পরিভাষায় এইরূপ মহিমাময় ব্যক্তিত্বকে গাউছুল আজম বলা হয়। প্রথম গাউছুল আজম রূপে তিনি ইসলামী জগতের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করেন। যেহেতু তিনি আলমে লাহুত হইতে আলমে নাছুত পর্যন্ত খোদাতায়ালার সমস্ত জগতের খবর রাখেন এবং ত্রাণকর্তা গাউছুল আজমে এপ্তেতাহিয়া বা আরম্ভকারীর আসনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাকে সকলে চিনা ও বুঝা একান্ত দরকার এবং তাহা হইতে উপকার পাওয়ারও দরকার আছে। তাই নবুয়তের মত এই গাউছুল আ'জমিয়তের দাবীরও প্রয়োজন আছে এবং তাঁহার সংখ্যাতীত কেরামত প্রকাশেরও প্রয়োজন। তাহা না হইলে সাধারণ মানুষ তাঁহাকে চিনিতে বা বুঝিতে সক্ষম হইবেনা বিধায়, কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে হইতে পারিবে না। এই অবস্থায় বেলায়তে মোকাইয়্যাদা যুগে হজরত পীরানে পীর দস্তগীর ও বেলায়তে মোত্‌লাকা যুগে হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) কেই দাবীদার দেখা যায়। অন্য কোন বুজুর্গ এইরূপ সর্বাঙ্গীন রূহানী এল্‌মের বা গাউছে আ'জমিয়তের দাবী করিতে দেখা যায় নাই এবং এইরূপ সর্বস্তরে অসংখ্য কেরামতও প্রকাশ পায় নাই। ছুরায়ে বাকারার ২৩/২৪ আয়াত তুল্য এই স্তরেও বলা যাইতে পারে যে, অন্য দাবীদার যদি থাকে সামনে আন, অথচ পারিবে না। যদি এই দাবীযুক্ত বুজুর্গ বাণী দেখাইতে না পার খোদাকে ভয় কর। বুজুর্গের ব্যক্তিত্বের নামে মনগড়া প্রচার বন্ধ কর, যাহা পাপ। "যাহা তোমরা জান না উহা বলা আল্লাহতায়ালার নিকট নিশ্চয়ই মহাপাপ" এই খোদায়ী বাণী ধ্যান কর। (২) কোন অনুমান হাদিছ মর্মে পাপই মনে কর। সমাপ্তিতে পীরানে পীরের বাণী (৩)

---

(১)

قصيده غوثيه

وَكُلُّ وَلِيٍّ عَلٰى قَدَمٍ وَاِنِّىْ * عَلٰى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ

فَمِنْ فِىْ اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ مِثْلِىْ * وَمِنْ فِى الْعِلْمِ وَالتَّصْرِيْفِ حَالِ

كَبُرَ مُقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ (২)

(৩) الفتح الربانى-٤٠ صفحه

زهاب دينكم باربعة اشياء- الخ-

অর্থাৎঃ- যাহাতে এই চতুর্বিদ অবস্থার ফলে ধর্ম হারা না হও। অত্রগ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছায়রে রূহানী

মানব আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার প্রতি মানুষের গতিশীল হওয়াকে ছায়রে রূহানী বলে। ছায়রে রূহানী তিন প্রকারের ঃ–

১। ছায়র এলল্লাহ–অর্থাৎ খোদার দিকে বান্দার গতি।

২। ছায়র ফিল্লাহ–অর্থাৎ খোদার জাতে বিলীন হইয়া থাকা।

৩। ছায়র মা'য়াল্লাহ–অর্থাৎ খোদা সঙ্গ থাকা অবস্থায় সৃষ্টির মধ্যে বিভিন্নরূপে খোদায়ী শক্তি প্রসারণ করিতে ফয়জ শক্তি অর্জন করা।

এই ত্রিবিধ ছায়রে রূহানীতে শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ আউলিয়া। গাউছিয়ত ও কুতুবিয়তে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সম্পন্ন বুজুর্গানের মধ্যে এইরূপ ছায়রে রূহানী দেখা গেলেও যেই ব্যক্তি উভয় গুণের অধিকারী তাঁহাকে গাউছুল আ'জম বলা হয়। এই নিয়মেও হজরত পীরানে পীর দস্তগীর শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এবং হজরত মওলানা শাহ্- ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) মাইজভাণ্ডারীকে এই উভয় দরজার অধিকারী বলিয়া বুঝা যায়। সবচেয়ে বড় বস্তু হইল এই যে, তাঁহারা নিজেরাই গাউছে আজমিয়তের দাবী করিয়াছেন এবং অন্যরা গাউছুল আজম বলিলে তাঁহারা ইহার স্বীকৃতি দিয়াছেন। মওলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী তাঁহার রচিত গজলে 'সঙ্গে হাদী মতোয়ারা রঙ্গে গাউছে ধন" গানের কলিটি শুনাইলে হজরত বলিলেন," রঙ্গে হাদী মতোয়ারা সঙ্গে গাউছে ধন" বলুন। (রত্ন ভাণ্ডার ১ম খণ্ড ২০ নং শেয়ের) প্রত্যেক স্তরে তাঁহাদের অসংখ্য কেরামতাবলী ও অলৌকিকত্ব বিকাশ ও প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। এই সমস্ত কারণাদীতে দেখা যায় যে, জীব-জন্তু, জড়-অজড় এমনকি জ্বীনপরী ফেরেস্তা এবং প্রকৃতি পর্যন্ত তাঁহাদের প্রভাবমুক্ত নহে। সকলেই তাঁহাদিগকে মান্য করে এবং আনুগত্য প্রকাশ করে। (জীবনী ও কেরামত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম রহস্য সম্ভুত ধর্ম জগতে নবী রসূল পাঠাইবার চতুর্বিধ কারণের মধ্যে ধর্মীয় হেকমত বা বিজ্ঞান, শেষ এবং সুদূর প্রসারী। ইহা নিম্নলিখিত কোরআন পাকের আয়াত মতে প্রমাণিত।

"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা বিশ্ববাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। যখন তাহাদের

মধ্যে হইতে একজনকে রসুল নিযুক্ত করিয়াছেন। যিনি তাহাদের নিকট (১) খোদার নিদর্শন তুলিয়া ধরেন এবং তাহাদিগকে (২) চরিত্রবানরূপে গড়িয়া তোলেন এবং তাহাদিগকে (৩) কোরআন শিক্ষা দেন ও তাঁহার হেকমত (দেহতত্ত্ব) শিক্ষা দেন। যদিও ইতিপূর্বে তাহারা পরিষ্কারভাবে অন্ধকারে ছিল।" (১)

"শয়তান তোমাদিগকে অভাবের ভয় দেখাইয়া লজ্জাজনক কাজে লিপ্ত হইতে নির্দেশ দেয়। খোদা তোমাদিগকে ক্ষমা এবং আরো বেশী কিছু দিবার ওয়াদা দিতেছেন। আল্লাহ বিস্তর জ্ঞাত। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন হেকমত বা কৌশল শিক্ষা দেন। যাহাকে হেকমত শিক্ষা দিয়াছেন নিশ্চয় তাহাকে অনন্ত কুশল শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ অনন্ত গুণ গরিমার অধিকারী করিয়াছেন। রস-জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া কাটখোট্টা লোকেরা তাহাকে স্মরণ করিতে বা বুঝিতে সক্ষম নহে।" (২)

তাই যাঁহার উপর নবীর হেদায়তে-এরশাদী (ক) যাহা নবুয়তের কাজ এবং বেলায়তের হেকমতে তরগীবির (খ) ভার অর্পিত যাহা বেলায়তের কাজ অর্থাৎ যিনি গাউছুল আজম,

---

(১) ছুরা আল এমরান ১৬৪ আয়াত سورة ال عمران اية ١٦٤

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ
اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

(২) ছুরা বাকারা ২৬৮–২৬৯ سورة بقرة اية ٢٦٨/٢٦٩

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ
يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝
يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ
خَيْرًا كَثِيْرًا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

(ক) হেদায়তে এরশাদী–জ্ঞান উন্মেষমূলক কথাবার্তা।
(খ) হেকমতে তরগীবী–উৎসাহবর্দ্ধক হেদায়ত পদ্ধতি বা ধারা।

তাঁহার ব্যক্তিত্বে জজ্ব ছুলুক একত্রে প্রকাশ ও খোদায়ী কাজ পরিত্রাণকারীরূপে দাবী করার ও আবশ্যকীয় কথাবার্তা এবং কাজকর্ম প্রকাশের একান্ত দরকার। তাহা না হইলে মানবজাতি খোদার পরিচয় এবং বুজুর্গগণের ফয়জ, বরকত ও ভালাই বা মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হইবে; যাহা খোদার সোজা অনুগ্রহ এবং অনুগ্রহের শেষ পরিণাম বলিয়া কোরানে স্বীকৃত।

আউলিয়াগণকে কশ্ফ, এল্হাম, এল্মে-লদুন্নী, ফরাছত বা সুক্ষ্ম উপলব্ধি, বিজ্দান বা হালজজ্বা প্রভৃতি প্রকৃত খোদায়ী শক্তি দ্বারা শক্তিশালী করা হয়।

তফছিরে শায়খুল আকবর আল্লামা মুহীউদ্দীন ইবনে আরবীর ছুরা বাকারা ২য় ও ৩য় আয়াতের মর্মমতে বুঝা যায় যে, এই কোরআন পাক গায়ব বা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাসী মুত্তকীদিগকে হেদায়ত করে। গায়বের প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান দুই প্রকার ঃ–

(১) ঈমানে তকলিদী অর্থাৎ অন্য ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া বিশ্বাস করা।

(২) ঈমানে তাহ্কীকী অর্থাৎ অনুসন্ধান করিয়া দলিল প্রমাণমূলে বিশ্বাস স্থাপন করা।

এই তাহকীক বা অনুসন্ধান দুই প্রকার। প্রথম, এস্তেদ্লালী বা দলীল প্রমাণ ভিত্তিক, ইহা এলমুল একীনের পর্যায়ভুক্ত এবং দ্বিতীয়, কশ্ফ ভিত্তিক। কশ্ফ ভিত্তিক ঈমান আবার দুই প্রকার। যেমনঃ– (১) "মোশাহেদাতুল মোছাম্মা" অর্থাৎ যেই ব্যক্তি বা বস্তুর নাম বলা হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ দেখা; ইহাকে আ'ইনুল একীন বলা হয়। (২) শহুদে জাতী ইহা ঐ দৃষ্ট বস্তুকে ঘনিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা বুঝায়। ইহাকে হক্কুল একীন বলা হয়।

এই দুইটিই কলব বা অন্তঃকরণের অনুভূতি সম্পন্ন বস্তু বিধায় ঈমানে বিলগায়েব পর্যায়ে আসে না। অতএব তাঁহারা কশ্ফ দ্বারা যাহা জানেন বা বুঝেন তাহাইগ্রহণ করেন। তকলিদী অর্থাৎ দেখাদেখি বা শুনাশুনি দলিল তাহাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নাও হইতে পারে। (১)

---

(১) سورة البقرة اية ١/٢

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين

يومنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقنهم ينفقون

اى بما غاب عنهم الايمان التقليدى او

পরবর্তী পৃষ্ঠায়

বেলায়তে মোত্‌লাকা

এই এল্‌মে একীনী সম্বন্ধে ইমাম গাজ্জালীর (রঃ) মতামত তাছাওয়োফে ইসলাম কেতাবের ২৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, ঈমান এবং একীনের তিনটি শ্রেণীর মধ্যে কামেলদের ঈমান একীন বা বিশ্বাসে কোন হেজাব বা আড়াল থাকে না। যেমনঃ- যদি কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলে যে অমুক ঘরে আছে, তাহা বিশ্বাস করা যায়। যদি ঐ ব্যক্তির আওয়াজ শুনে তাহাও বিশ্বাসযোগ্য। যদি ঘরে ঢুকিয়া দেখে তাহাতে যেই বিশ্বাস হাছেল হয় তাহা হেজাব বা আড়াল ছাড়া এলমুল আইন বা আইনুল একীন। এই একীনকে অধিকতর পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করিলে হক্কুল একীন হাছেল হয়। উক্ত কেতাবের ২১২ পৃষ্ঠাতে দেখা যায় হজরত জুন্‌নুন মিসরীর (রঃ) অভিমতও এইরূপ, ইহার ফলে মিসরবাসী ফকীহদের সঙ্গে তাঁহার মতানৈক্য হইয়াছিল; যাহার ফলে তিনি মিসর হইতে বহিষ্কৃত হন।

আলিফ, লাম, মীম– (الم) এই সাঙ্কেতিক শব্দগুলির প্রতি নজর দিলেও উপরোক্ত সত্য ব্যক্ত হইয়া পড়ে। যথাঃ- "আলিফ" অর্থ আল্লাহ। দায়রা-ই-উলুহিয়াত বা উপাস্য চক্র; "আমি", হাকীকতে ইনছানী নিজ, (১)

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা হইতে আগত

او التحقيقى العلمى فان الايمان قسمان تقليدى
وتحقيقى والتحقيقى قسمان استد لالي وكشفى
وكلاهما اما واقف على حد العلم والغيب اما غير
واقف والاول هوالايقان المسمى علم اليقين والثانى
اما عينى وهو المشاهد ة المسمى عين اليقين واما
حقى وهو الشهود الذاتى المسمى حق اليقين
والقسمان الاخيران لا يدخلان تحت الايمان بالغيب-الخ

(১) জেয়াউল কুলুব 88 পৃঃ

ضياء القلوب صفحه ٤٤
عارف هستى حق رادر جميع احوال واوقات معاينه
كند هيچ شبي اورا حجاب نشود از رويت حق
ورويت حق مانع نكردد از رويت اشياء زيراكه
عارف بحقيقت انسانى خود كه الوهيت ست رسيده ست

বেলায়তে মোত্‌লাকা

পবিত্র হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে "মানুষ আমার রহস্য আমি মানুষের রহস্য।" (১)

ইনছান বা মানব "উনছুন" ধাতু হইতে উৎপন্ন, "উনছুন" অর্থ ভালবাসা। পবিত্র হাদীস শরীফে আছে "আমি গুপ্তই ছিলাম, যখন সৃষ্টি করিতে মনস্থ করিলাম তখন নিজকে পরিচিত করার বাসনা জাগ্রত হইল। সৃষ্টি করিলাম। প্রথম সৃষ্টি যাহা আমি প্রশংসা করিতেছি বলিতে নিজের প্রশংসায় ব্যক্ত হইল "নূরে মুহাম্মদী"। আরবী আহমদু শব্দ (২): ইহার অর্থ আমি প্রশংসা করিতেছি। ইহাতে খোদার গুণজ-নূরানী অবয়বতার হাকীকতে ইনছানী মানবসত্ত্বা বিকশিত হইল। (৩)

"লাম" অর্থ জিবরাইল। প্রথম অভিজ্ঞান–ইহা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টিকারী–অহীর বাহন শক্তি বা ফেরেস্তা।

"মীম" অর্থ বিশ্ব জগত কাণ্ডারী মুহাম্মদ (সঃ)।

নাছুত বা দৃশ্যমান জগতে যাহা খোদার প্রকাশ্য অনুগ্রহ "রহমতুল্লিল আলামীন"।

তফসীরে হাক্কানীর ২য় খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় যাহাকে ফয়জে মোজররাদ (৪) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার ফলে মুহাম্মদী ছুরতে সৃষ্ট আদি মানব, আল্লাহর খলীফা এবং ফেরেস্তাদের মসজুদ বা সজিদার অধিকারী। এই আদমের খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের অস্বীকারকারী অভিশপ্ত। এই মর্মে পূর্ণ মানবতা প্রাপ্ত ব্যক্তির খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের অস্বীকারকারীও অভিশপ্ত। অতএব বিশ্ব নিরাপত্তার খাতিরে ইনছানে কামেল মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এঁর আবশ্যকতা ও আনুগত্য অনস্বীকার্য।

---

(১) حديث أيينة بارى صفحه-١١٣

الانسان سري وانا سره

(২) احمد

(৩) منصور كے پرده ميں خدا بول رها هے
خود راز انا الخق كى صدا كهول رها هے
من تو شدم تو من شدى من تن شدم تو جان شدى
تاكس نكويد بعد ازين من ديكرم تو ديكرى

(৪) فيض مجرد

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যুগ পরিবর্তন

বেলায়তে মোকাইয়্যাদা

হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এঁর জীবিতাবস্থায় যে সুপ্ত ছুফী মতবাদ ছুন্নতে মোস্তফারূপে প্রচলিত ছিল, তাঁহার ওফাতের পর তাহা ছুফী মতবাদী অলীয়ে কামেলদের তরীকত পন্থাতে জারী ছিল। কিন্তু জাহেরা ওলামা ও ইসলামী হুকুমতের প্রভাবে মোকাইয়্যাদ বা শৃঙ্খলায়িত ছিল। সুতরাং ইহাকে বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মুহাম্মদীর যুগ বলা হয়।

বেলায়তে মোত্‌লাকা যুগের সূচনা–

ক্রমে যুগের পরিবর্তন ও পীরানে পীর দস্তগীর (কঃ) হইতে প্রায় ছয়শত বৎসরাধিক দীর্ঘ সময়ের দূরত্বের দরুণ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সহিত যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায় বিশ্ব ইসলামী ইমারতে পুনরায় ভাঙন ধরে এবং শরীয়তী ব্যবস্থা প্রাণহীন ও দুর্বল হইয়া পড়ে।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর বাংলাদেশে ইংরেজ হুকুমত প্রতিষ্ঠার ফলে মুহাম্মদী দীন রবির দ্বি-প্রহরে মানবকুল পুনরায় ধাঁধাঁয় পতিত হয় এবং আল্লাহতায়ালার তিরস্কারের যোগ্য হইয়া পড়ে। যেহেতু সামাজিক ও আচার ধর্মে রাষ্ট্রীয় সাহায্য হারা মোসলেম সমাজ-ব্যবস্থা দিন দিন অচল ও দুর্যোগের সম্মুখীন হইতে থাকে। এই প্রাণহীন দুর্বল শরীয়তী ব্যবস্থা যুগে নৈতিক ধর্ম প্রধান এক বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী যুগের আবশ্যকতা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। যেই বেলায়ত, বিধান ধর্ম ও রীতিনীতি বা রেওয়াজ হইতে খোদার ইচ্ছা শক্তিকে অধিকতর প্রাধান্য দেয়, সেই বেলায়তের অধিকারী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিই বেলায়তে মোকাইয়্যাদা যুগের খাতেম বা সমাপ্তকারী এবং বেলায়তে মোত্‌লাকা যুগের আরম্ভকারী, ধর্ম সাম্য "তৌহীদে আদ্‌য়্যানের সমর্থক।

তাই হজরত শায়খুল আকবর আল্লামা মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী এই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিকে খাতেমুল অলদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বেলায়তে মোত্‌লাকা

কোরান পাকের ছু'রায়ে "অদ্দোহার" ৪র্থ আয়াতে বর্ণিত আছে "তোমার শেষ প্রথম হইতে উত্তম।" (১) ইহা দীর্ঘ বেলায়ত যুগের সুসংবাদ।

কুতুবে জমান হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী ছফীউল্লাহ ছাহেবের এল্‌হামী উক্তি "মিঞা চিন! কি চিন! ছয়শত বৎসরের মধ্যে এইরূপ অলীউল্লাহ পৃথিবীতে আসেন নাই।" হজরত আক্‌দাছের মরতবা সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ঘোষণা বটে। এই উক্তি "খ্যাতনামা জনগণের মন্তব্য" শিরোনামায় বিস্তারিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ হিন্দুদের নিকট কল্কি অবতার বা শেষ ত্রাণকর্তা ইত্যাদির সুসংবাদ আছে। সুতরাং এই যুগকে বেলায়তে মোত্‌লাকা বা মুক্ত ছুফীবাদের যুগ বলা যাইতে পারে।

বেলায়তে মোত্‌লাকা

নবুয়ত আল্লাহপাক প্রদত্ত দায়িত্বপূর্ণ মহিমান্বিত পদবীর নাম। ইহা স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বেলায়ত অসীম। "অলীউন" আল্লাহতায়ালার একটি নামও বটে। তাহার অর্থ অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুতরাং খোদা যেমন নিত্য, খোদার গুণ গরিমাও নিত্য ও অবিনশ্বর। সেইরূপ বেলায়তও নিত্য ও অবিনশ্বর, প্রকৃতপক্ষে বেলায়তই নবুয়তের প্রাণ।

কোরআন পাকে "খোদা ঈমানদারদের মুরুব্বি।" (২)

"খোদা (মুমিনদের) প্রশংসিত বন্ধু।" (৩) ইত্যাদি বর্ণনা আছে। অথচ নবী ও রসুল বলিয়া খোদার কোন নাম উল্লেখ নাই; কিন্তু "অলীউন" বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

---

(১) سورة الضحى اية ٤

وللاخرة خير لك من الاولى ٤

(২) والله ولى المؤمنين

(৩) والله ولى حميد

হজরত শায়খুল আকবর আল্লামা মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী বলেন ঃ– (ক) খাতেমুল আউলীয়া রসুল করিম (সঃ) এঁর উত্তরাধিকারী অলী হন। যিনি মূল (খোদা) হইতে সবকিছু লইয়া থাকেন। তিনি বেলায়তের সমস্ত মোকাম ও মর্যাদার নিরীক্ষণকারী হন। (পুরাতন বাধা গড়া নীতিযুক্ত বেলায়ত যুগের পরিণতিকারী) তিনি রসুল করিম (সঃ) এঁর সমস্ত রূপের মধ্যে একটি সর্বোত্তম রূপ। রসুল করিম (সঃ) জমায়াতের ইমাম হন এবং শাফায়াতের দরজার উন্মোচনকারী হিসাবে আদম সন্তানের সর্দার হন। সর্দারী এক বিশেষ অবস্থায় খোদার নামাবলীতে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগামী দেখা যায়। যেহেতু ইছমে "রহমান" বালা মুছিবতের সময় বদলা গ্রহণকারীর (খোদার) নিকট (শৃঙ্খলা রক্ষার্থে) সুপারিশ করিবে না। ফছুছুল হেকম ৯৩ পৃঃ (১) একটি উদাহরণঃ–

চোরের ধর্ম চুরি করা। ইহার ফল স্বরূপ ধরা পড়িয়া বিচারের সম্মুখীন হইতে হয়। বিচারাদালত অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী আইনের ধারামতে চোরের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। বিচারক নিজে কোনরূপ দয়া বা অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে পারেন না। যেহেতু চোর নিজকৃত অপরাধের মাত্রা দ্বারা নিজেই তাহার শাস্তির মাত্রা নিরূপণ করিতেছে। সুতরাং একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, এখানে চুরির কর্তা অর্থাৎ চোর বিচারাদালতে তাহার নিজকর্ম ফলের নিয়ন্তা এবং বিচারাদালতের উপর প্রভাবশালী। বিচারক, বিচারবেলায় তাঁহার দয়াগুণ কাজে লাগাইতে পারেন না। উপরন্তু বিচার প্রার্থীর নিকট সুপারিশও করিতে পারেন না।

---

(১) ফছুছুল হেকম

ترجمه فصوص الحكم صفحه-٩٣

خاتم الاولياء ولى وارث هين جو اصل سے لينے
والے هين اور تمام مراتب
كے مشاهده كرنے والے هين وخاتم الولايت رسول
الله صلى الله عليه وسلم كے منجمله اور صورتون
كے ايك بهتر صورت هين اور أنحضرت صلى الله
عليه وسلم جماعت كے امام هين اور شفاعت كے
دروازه كهولنے مين أنحضرت صلى الله عليه وسلم
فرزند آدم كے سردار هين پس سرداری كو ايك
حالت خاص مين أسماء الهية پر مقدم هين كيونكه
رحمن اهل بلاء مين منتقم كے نزديك شفاعت نه كريكا

বেলায়তে মোত্‌লাকা

(খ) ফছুছুল হেকমে আরো বর্ণিত আছে ঃ–

ইছমে "আল্লাহ" খোদার সমস্ত নামাবলীকে সামিল করে। এই নাম উপাস্য হিসাবে নিজের বিভিন্ন মজহার বা বিকাশস্থলে বিকশিত এবং আল্লাহ নিজের জাত ও মর্তবা হিসাবে সমস্ত নামাবলী হইতে অগ্রগণ্য (১)

অতএব এই আল্লাহ শব্দ যেই নামে বিকাশ পায় সেই নামও খোদার অন্যান্য নামাবলীর বিকাশস্থল সমূহ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন। যেমন, "আল্লাহ" শব্দ আহমদ উল্লাহ নামের মধ্যে ব্যক্ত হইতেছে।

(গ) ফছুছুল হেকমে আরো লিপিবদ্ধ আছে ঃ-

নিশ্চিত শ্রেষ্ঠত্ব ঐ ব্যক্তির জন্যে যিনি বর্তমান, আগত ও বিগত সমস্ত দরজার অবস্থাকে বেষ্টনকারী বলিয়া সাব্যস্ত হন এবং কামালিয়তের সমস্ত ছিফত বা গুণের অধিকারী হন। যদিও তাঁহার ঐ ছিফত ও গুণাবলী প্রচলিতভাবে মানব বুদ্ধির নিকট এবং শরীয়তের নিয়ম হিসাবে ভাল বা মন্দ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই কমালে মোহিত্‌ বা সর্বব্যপ্ত কামালিয়াত নিশ্চিতভাবে "আল্লাহ" শব্দ বিশিষ্ট অলীউল্লাহের জন্য সাব্যস্ত। (২)

---

(১) ফছুছুল হেকম ৮ম অধ্যায় ভূমিকা ৫৯ পৃঃ

ترجمه فصوص الحكم صفحه ٥٩

اسم الله تمام اسمون كو شامل هے اور وهى اسماء
مين باعتبار مرتبه الهية اور اپنے ذات اور مرتبه
كے دوسرے أسماء پر مقدم هے پس اسم الله كا
مظهر بهى دوسرے اسماء كے مظاهر پر مقدم هوگا

(২) ফক্কে ইদ্রিস ৪র্থ অধ্যায়ে ১১১ পৃঃ

ترجمة فصوص الحكم صفحه ١١١

بنفسه عالى وه هے جسكو ايسا كمال هو كه وه
اسكے سبب سے تمام امور وجودى اور نسبتين
عدمى كو محيط هو اور كوى صفت اسكے كمال سے
فوت نهو جاوے خواه وه صفات عرفا اور عقلا اور
شرعا اچهے هون يا برے پس يه كمال محيط خاص
كر لفظ الله كے مسمى كو هے

(ঘ) ফছুছুল হেকমে ৯১ পৃষ্ঠায় আছে–

খাতেমুল আউলীয়ার দৃষ্টিকোণের পার্থক্য ঃ-

"আম্বিয়া ও রসূলগণ যাহা কিছু দেখেন, তাহা খাতেমুর রসূলের দৃষ্টিকোণ দিয়া দেখেন এবং যাহা কিছু কোন অলীউল্লাহ দেখেন তাহা খাতেমুল আউলীয়ার আলো বা দৃষ্টিকোণ দিয়া দেখেন। এমনকি রসূলও দেখিয়া থাকেন যেহেতু নবুয়তে তশরীয়ী বা বিধানগত ধর্ম ও তাঁহার রেছালত নূতন ধর্মের প্রাদুর্ভাবে এক সময়ে ছুটিয়া যায়। কিন্তু বেলায়ত কোন সময় ছুটিতে পারে না, বন্ধও হয় না। যেহেতু ইহা খোদার সঙ্গে অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক যুক্ত" (১)

আল্লামা মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী (কঃ) এঁর ফছুছুল হেকমের ৯২ পৃষ্ঠায় ২য় অধ্যায়ে বর্ণনা আছে ঃ–

খাতেমুল বেলায়ত বা খাতেমুল আউলীয়া ইসলামরূপ দেওয়ালের শেষ গাথুনী বা শেষ ইটা, নবুয়ত ইসলামরূপ দেওয়ালের প্রথম গাথুনী বা ইটা। যেহেতু নবুয়ত আহকামী আদেশ নিষেধ মূলক হজরত জিব্রাইল (আঃ) এঁর মধ্যস্থতায় প্রাপ্ত অহী। ইহা খনি হইতে প্রাপ্ত চাঁদির ইটের সহিত তুল্য। কিন্তু বেলায়ত খাতেমুল আউলীয়া কর্তৃক নিজ হাতে ঐ খনি হইতে প্রাপ্ত শক্তি; যেই খনি হইতে হজরত জিব্রাইল (আঃ) অহী আনিতেন। তাই ইহা সোনালী ইটের সহিত তুল্য। এই অহী ও এল্‌হাম বিশিষ্ট নবুয়ত ও বেলায়ত ইট দ্বারা ইসলামী ইমারত নামক ঘর নির্মাণ পরিসমাপ্ত।(২)

---

(১) ফছুছুল হেকম ফচ্ছে শীচি ৯১ পৃঃ

ترجمة فصوص الحكم صفحه ٩١

جو كچه كه انبياء يا رسول ديكهتے هين تو خاتم
رسل هى كے مشكوة سے ديكهتے هين اور كوى ولى
بهى كسى چيز كو نهين ديكهتا هے مكر خاتم
الاولياء كے مشكوة سے ديكهتا هے يهانتك كه رسول
بهى جب كسى چيز كو ديكهتے هين تو خاتم
الاولياء كے مشكوة سے ديكهتے هين كيونكه رسالت
اور نبوت يعنى نبوت تشريع اور اسكے رسالت يه
دونون منقطع هو جاتے هين اور ولايت كبهى
منقطع نهين هوتى هے

(২)

ترجمة فصوص الحكم صفحه ٩٢

خاتم الاولياء نبوت كے ديوار مين دو اينت كے جكه
خالى پاتے هين ايك اينت سونے كى اور دوسرے
اينت چاندى كى بس دو اينت كے بغير ديوار كو
ناقص پاتے هين

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিশ্ব অলী গাউছুল আজম হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর আবির্ভাবের পূর্বাভাষ–

পীরানে পীর দস্তগীর হজরত শায়খ আবদুল কাদের জীলানী (কঃ) গাউছুল আজম এপ্তেতাহীয়া (আরম্ভকারী) মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মদীর ওফাতের পর দীর্ঘ পাঁচ শতাধিক বৎসর সময়ের দুরত্বের দরুণ এবং ইসলামী হুকুমতের পতন ও বৃটিশ হুকুমতের পত্তনের ফলে একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যুগ সংস্কারক অলীউল্লাহের আবশ্যকতা প্রকট হইয়া উঠে।

এই যুগ সংস্কারক বিশ্ব অলীর শুভ আবির্ভাব সম্বন্ধে এলমে মা'আরেফ অর্থাৎ পরিচিতি জ্ঞান সম্বন্ধে

হজরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী সুপ্রসিদ্ধ ফছুছুল হেকম নামক কেতাবের ফচ্ছে শীচের শেষ ভাগে বর্ণনা করিয়াছেন। (১)

"মানব জাতির মধ্যে হজরত শীচ (আঃ) এঁর অনুসারী ও তাঁহার ভেদাভেদের ধারক ও বাহক এক ছেলে ভূমিষ্ট হইবেন। ইহার পরে এইরূপ মর্যাদা সম্পন্ন কোন ছেলে জন্মগ্রহণ করিবেন না। তিনিই খাতেমুল অলদ হইবেন।"
(উক্ত রূপ মর্যাদা সম্পন্ন সর্বশেষ সন্তান) ফচ্ছে শীচী ৯৭ পৃঃ

হজরত শায়খে আকবরের পরিভাষায় অলদ ঐ ব্যক্তিকে বলে, যেই ব্যক্তি পিতার গুপ্ত রহস্যের হামেল বা বাহক। "আল অলদু চিররুণ লেআবিহে" (ফচ্ছেশীচী ৯৫ পৃঃ) যেই ব্যক্তি পিতার চিন্তাধারাকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ফলপ্রসু করে তাহাকেও অলদ বলে। (ফচ্ছে নূহী ৩য় অধ্যায় ১০১ পৃঃ) যে সন্তানে নিজ চিন্তাধারা ফলপ্রসু নহে তাহাকে অলদ বলা হয়না। "লা এয়ালেদুনা ইল্লা ফাজেরান অকফ্ফারা" (কোরআন) অর্থাৎ তাহাদের চিন্তাধারা হজরত নূহ (আঃ) এঁর চিন্তা ধারার ফলপ্রসু নহে বরং বেহায়াপনা

---

(১)
ترجمه فصوص الحكم صفحه ٩٧

اس نوع انسان مین شیث علیه السلام کے قدم بقدم
ایك لڑکا پیدا هوگا اور انکے اسرار کا وهی حامل
هوگا اور اسکے بعد اس نوع انسانی مین پهر لڑکا
نه هوگا اور وهی لڑکا خاتم الاولاد هوگا

ও কুফরী। (ফচ্ছে নূহী ৩য় অধ্যায় ১০৫ পৃঃ) কেনানের চিন্তাধারা হজরত নূহ (আঃ) এঁর ফলপ্রসু নহে বলিয়া তাহাকে আহ্ল বা অলদ বলিয়া কোরআন স্বীকার করে নাই। বরং "লায়ছা মিন আহলেকা" অর্থাৎ তোমার আহ্ল বা অলদ নহে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

হজরত সোলেমান ফারছী (রঃ) পারস্যের অধিবাসী হইলেও রসূলে করিম (সঃ) তাঁহাকে আহ্ল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাই হজরত নূহ (আঃ) কোরআনের পরিভাষায় বলিয়াছেন "লাতাজার আলাল আরদে মিনাল কাফেরিনা দইয়ারা" অর্থাৎ জগতের অধিবাসী হিসাবে অস্বীকারকারী ও খারাপ কার্যে উৎসাহ দানকারী মিথ্যুককে রাখিও না। যেহেতু তাহাদের "নজরে ফিকরী" বা চিন্তাধারা ভাল কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না এবং কামেলের নজরে ফিকরীর ফলপ্রসু নহে।

সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গির ধারক ও বাহককে "অলদ" বা আহ্ল বলে এবং বিপরীত কার্যকারীকে আহ্ল বা অলদ বলা যায় না। এই হিসাবে খাতেমুল অলীই খাতেমুল আওলাদ বা অলদ বলিয়া প্রতিপণ্ন হয়। যেহেতু তজকেরাই শায়্খে আকবর (কঃ) এঁর ২১ পৃষ্ঠায় ফতুহাতে মক্কীর ৭৩ অধ্যায়তে বলেন, রসুলুল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ বেরাছতী বা উত্তরাধিকারীত্ব হইল খাতেমুল বেলায়ত; এই খতম বা শেষ দুই প্রকার।

প্রথম হজরত ঈসা (আঃ) এক নম্বর বা শ্রেষ্ঠ। যেহেতু তিনি রেছালত ও বেলায়তের যুক্ত অধিকারী। ইনি সমস্ত বেলায়তের খাতেম এবং কেয়ামতের শেষ নিদর্শন। শেষ জমানাতে তিনি ব্যক্ত হইবেন।

খাতেমুল অলীর দর্শন ঃ--

"দ্বিতীয় বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মদীর খাতেম। ইনি বংশগত ও দেশগত হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইয়া ব্যক্ত হইবেন। ৫৯৫ হিজরী সনে আমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার শরীরস্থ মোহরে বেলায়তের চিহ্ন তিনি আমাকে দেখান। তাঁহার খোদায়ী রহস্যপূর্ণবাণী সাধারণ লোকেরা স্বীকার করিবেনা। যদিও তাঁহার খাতেমে বেলায়তের চিহ্ন সাধারণ লোকের চক্ষুর অন্তরালে তথাপি আমার জমানাতেও তিনি বিদ্যমান আছেন।"

এই হিসাবে খাতেমুল আউলীয়া ঐ সময় হইতে আউলীয়া যেই সময় হজরত আদম (আঃ) পানি ও মাটির সহিত সংমিশ্রিত ছিলেন। (ফছুছ ৯৩ পৃঃ) (১)

"খাতেমুল আউলীয়া রসুলুল্লাহ্র অলীয়ে ওয়ারেছ হন। খাতেমুল আউলীয়া রসুলুল্লাহ্র বিভিন্ন রূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রূপ।" ফছুছ ৯৩ পৃঃ। বুজুর্গী হিসাবে উনিই

---

(১)
فصوص صفحہ ۹۲
اسی طرح خاتم الاولیاء اسیوقت ولی تھے جب ادم
علیہ السلام پانی اور مٹی مین تھے

শ্রেষ্ঠ যিনি "নিছবতাইনে আ'দমী" অর্থাৎ আগত বিগত জমানার অবস্থার বেষ্টনকারী হন। কামালিয়তের বা বুজুর্গীর কোন প্রশংসা তাঁহার বুজুর্গিতে বাদ পড়েনা, যদিও তাঁহার এই গুণাবলী বহির্দৃষ্টিতে বা বিচার বুদ্ধিতে অথবা শরআ মতে ভাল বা মন্দ। এই সর্ববেষ্টনকারী বেলায়ত "আল্লাহ" নাম বিশিষ্ট নামধারী অলীউল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট। (ফছুছ ১১১ পৃঃ)

বেলায়তে খিজরী হিসাবে তিনি ফরদুল আফরাদ "জামে উত্‌তনজিহ্ ওয়াত্তশবীহ্" অর্থাৎ সূক্ষত্ব ও স্থূলত্বের সমাবেশকারী। (মতালেবে রশীদী ২৬৮ পৃঃ) ইহার উপরে বেলায়তের কোন দরজা নাই। খাতেমুল আউলীয়া ইসলামী ইমারত বা দেওয়ালের শেষ ইট বা গাথুনী, যাহার দ্বারা ইসলামী ইমারত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে। (ফছুছ ৯২ পৃঃ)

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, **এই খাতেমে বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মুহাম্মদীই খাতেমুল অলদ বা আওলাদ**। যেহেতু এই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে সর্বোচ্চ বেলায়ত মর্যাদা বা যোগ্যতা সমাবেশিত বা ব্যক্ত হওয়ার ফলে এই "এস্তেহকাকে অজুদী" বা ব্যক্তিত্ব, ব্যক্ত হওয়ার জন্য আর কিছু অবশিষ্ট নাই। কাজেই তিনিই খাতেমুল অলদ বা শেষ আওলাদ।

"এই ছেলের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার এক বোন জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার জন্ম চীন প্রান্তে হইবে। তাঁহার ভাষা সেই নগরের ভাষা হইবে। অতঃপর নর-নারীর মধ্যে বন্ধ্যারোগ সংক্রামিত হইবে। জন্ম প্রজনন ব্যতীতই বিবাহের আধিক্য হইবে। মানবজাতিকে তিনি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাইবেন কিন্তু সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যাইবে না। তাঁহার ও সেই যুগের মোমেনদের তিরোধানের পর মানব স্বভাব চতুষ্পদ জন্তুর স্বভাবে পরিণত হইবে। হালাল, হারাম পরিচয় করিবে না। ধর্ম ও বিবেচনা হইতে দূরে সরিয়া প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির নির্দেশে কাম স্পৃহা চরিতার্থ করিতে মশগুল থাকিবে।" (১)

---

(১) ফছুছ ফচ্ছে শীচ ৯৩ পৃঃ

ترجمة فصوص الحكم فص شيثى صفحه ٩٣

اور اوسکی ولادت چین مین هوکی اور اوسکی
زبان اس شهر کی زبان هوکی اور اسکے بعد مرض
بانجه مردون اور عورتون مین سرایت کریگا اور
بغیر توالد اور تناسل کے نکاح کی بڑی کثرت
هوکی وه لڑکا انکو خدا کی طرف بلاوے کا لیکن
کوی قبول نکریگا اور جب الله اسکو اور اس
زمانه کے مومنون کو لے لیگا تو باقی لوگ مثل
چار پاے اور بهایم کے ره جاوینگے نه حلال کو حلال
جانینگے نه حرام کو حرام سمجهینگے

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী হজরত আক্‌দাছের (কঃ) প্রতিই প্রযোজ্য হয়। কারণ ঃ–

(১) হজরত ইবনে আরবীর বর্ণনামতে হজরত শীচ (আঃ) আহ্‌মদীয়ুল মশরব নবী, হজরতে আক্‌দাছও আহমদীয়ুল মশরব অলী ছিলেন। যাহা নবীয়ে ছালাছা নিবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

(২) তাঁহার পূর্বে তাঁহার এক বোনের জন্ম হয়।

(৩) তাঁহার ভাষা স্থানীয় ভাষা ছিল।

(৪) তাঁহার যুগে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচলিত হয়।

(৫) তিনি মানবজাতিকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে আল্লাহপাকের সুষ্ঠু, সরল, সহজ তরীকত ও রূহানীয়তের দিকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

(৬) জগদ্বাসী হজরত আক্‌দাছের আহ্বানে ব্যাপক ও সন্তোষজনক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে ও সাড়া দিতে সক্ষম হয় নাই।

(৭) তাঁহার পর জগদ্বাসী ব্যাপকভাবে ধর্ম ও বিবেক রহিত হইয়া প্রাণী জগতের অনুরূপ জীবন যাপন করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছে না। বরং ধর্ম বিবর্জিত জীবনধারা, নীতি হিসাবে গ্রহণ করিতেছে; যাহা ন্যায়নীতি, সাম্য ও দয়া বহির্ভূত।

(৮) চট্টগ্রামকে চীন প্রান্ত বলা হইয়াছে। ইহা এই কারণে যে হজরত ইবনে আরবীর (রঃ) যুগে এই অঞ্চল চীনা বংশধরদের শাসনাধীন ছিল। ইহার বিস্তারিত বিবরণ জন্মভূমির পরিচয়ে পাওয়া যাইবে।

(৯) হজরত আক্‌দাছ, বিভিন্ন ধর্মের নৈতিক ক্ষেত্রে/বা নৈতিকতায় যে কোন পার্থক্য নাই তাহা সম্যক অবগত ছিলেন বিধায়, কোন ধর্মের আচার ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই। তাঁহার সমসাময়িক সকল সম্প্রদায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাঁহার গুণমুগ্ধ এবং শ্রেষ্ঠত্বের সমর্থক ছিলেন। (জীবনী ও কেরামত দ্রষ্টব্য) ইহা তাঁহার মোজাদ্দেদিয়ত বা ধর্মক্ষেত্রে নূতনত্ব দান বুঝায়।

মতালেবে রশীদী কেতাবের ২৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত "ফরদুল আফরাদ" ব্যক্তিই বেলায়তে মুহাম্মদীর সূক্ষ্মত্ব ও স্থূলত্বের সমাবেশকারী। নিজ শ্রেণীর মধ্যে তিনি হাতের মধ্যাঙ্গুলি স্বরূপ উচ্চ বিকশিত ছিলেন।

এই সমস্ত কারণে তাঁহাকে চারি প্রকারে খাতেমে বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মুহাম্মদী বলা যায়।

(১) খাতেমুল অলী খাতেমুন্নবীর পবিত্র ধর্মের অনুগত বিধায়, তিনি পুত্র সন্তান রাখিয়া যান নাই যাহা রসুলুল্লাহ্'র অনুরূপ।

(২) হজরত শীচ (আঃ) এঁর "নজরে ফিকরী" বা জ্ঞান জ্যোতির ধারক বাহক হিসাবেও তিনি খাতেম। হজরত শীচ (আঃ) এঁর জন্ম যেমন এক অসাধারণ জন্ম, তাঁহার নীতির ধারক বাহক বেলায়তে মোত্‌লাকাও এক নবযুগের সূচনা করে। ধর্মে নৈতিকতা পতনের যুগ যাহা ১১৪৩ হিজরী হজরত আবদুল গণী তবলুছি (রঃ) এঁর ওফাতের পরে ১২৪৪ হিজরী সালে হজরত অলীকুল শিরোমণি ছুফী সম্রাট গাউছুল আজম জনাব শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর আবির্ভাব যুগে নৈতিক ধর্মের পুনর্জীবন

সম্ভব হইয়াছে; ছল চাতুরি, কৃত্তিমতা বিদূরণে তাঁহার বিশ্ব ত্রাণ কর্তৃত্ব গাউছিয়তের প্রভাবে সহজতম পন্থায়।

(৩) সকল ধর্মের সূক্ষ্মত্ব ও স্থূলত্বের সমাবেশকারী এবং সমসাময়িক সকলের নিকট সম্মানিত ও প্রশংসিত হিসাবে বেলায়তে মোহাম্মদীর সম্পূর্ণ অধিকারীই "ফরদুল আফরাদ।"

(৪) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধর্ম বা কর্মপন্থার বেষ্টনকারী হিসাবে তিনি বেলায়তে মোহিত্ বা বেলায়তে মোত্লাকার মালিক; যাহাকে নিছ্বতাইনে আ'দমী বলে।

অতএব তাঁহার পবিত্র অস্তিত্বে বা অজুদে পাকে উক্ত শ্রেষ্ঠতম ফজিলতে রব্বানী বা বেলায়ত সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ায় উহা অন্যত্র পুনঃ বিকশিত হওয়া সম্ভব নহে। কারণ ইহার এস্তেহকাকে অজুদী বা বিকাশ যোগ্যতা এইখানে প্রস্ফুটিত ও পরিসমাপ্ত। সুতরাং তিনিই খাতেম বা বেলায়তে মোকাইয়্যাদার পরিণতিকারী এবং বেলায়তে মোত্লাকার অধিকারী যুগ প্রবর্তক অলিউল্লাহ। তিনি বিশ্ব ধর্মসাম্যের বিপ্লবাত্মক কর্মপন্থা "সপ্ত পদ্ধতি"র দাবীদার বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্বের "আখের" শেষ গাউছুল আজম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জন্মভূমির পরিচয়–

হজরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরবীর (কঃ) ভবিষ্যদ্বাণী মতে এই বিশ্ব অলীর জন্মস্থান ইতিহাস ও ভূগোলের বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় যে, ইহা চীন প্রান্তে বৌদ্ধ জাতির আবাস স্থানে–পার্বত্য চট্টগ্রাম সংলগ্ন সমতল চট্টগ্রামের মধ্যস্থলে এবং হিন্দু জাতির তীর্থস্থান সীতাকুণ্ডের পূর্বে অবস্থিত মেরুরেখার সংলগ্ন পূর্বে সাম্যদর্শী হজরতের জন্ম হয়। এই জেলাকে ইবনে বতুতার দেয়া নাম "সবুজ শহর", আরব ব্যবসায়ীর বর্ণিত "চত্বল", (আহমজাতীয়) বৌদ্ধ পাহাড়ীদের কথিত "চাতংগং", উর্দু কবির লিখিত "চাটগাম", হিন্দুদের "চট্টলা", মোসলেম বাংলায় প্রচলিত চট্টগ্রাম এবং ইংরেজদের বর্ণিত চিটাগাং। তাঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, পুরাকালে তিব্বতীয় বর্মান নামধারী চীনা বংশীয় লোকেরা এখানে বাস করিত। ইহারা ব্রহ্মপুত্র নদের তীর বাহিয়া এই চট্টগ্রামে আসে। লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, অবসরপ্রাপ্ত সাব-রেজিষ্ট্রার মওলানা মাহবুবুল আলম ছাহেব কর্তৃক লিখিত চট্টগ্রামের ইতিহাস "পুরানা আমল" নামক গ্রন্থের ৪র্থ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এই চট্টগ্রামের গণ-প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহারা আহরণ মত্ত ও ঐচ্ছিক চিত্ত সম্পন্ন। যে জাতি বা সভ্যতার মধ্যে ইহারা যাহা ভাল বলিয়া পছন্দ করে; তাহা নিজ সভ্যতা ও আচার পদ্ধতির সহিত অজ্ঞাতসারে মিশাইয়া নিজ সভ্যতার অঙ্গ করিয়া লয়। ইহার দ্বার বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার জন্য মুক্ত। ইহা সাধু ও অলীউল্লাহ্দের লীলাক্ষেত্র এবং দয়াময় প্রভুর অন্যতম লীলা নিকেতন। ইহার ভাষা বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্ট। ইহার ভৌগলিক প্রকৃতি বিশ্ব ভৌগলিক প্রকৃতির অনুরূপ। ইহার অধিবাসীগণ সাধারণতঃ ছুফী সভ্যতা প্রিয়। আহম গোষ্ঠীর শাসকদের শাসনামলের নমুনার একটি তাম্রমুদ্রা আমি চট্টগ্রাম মোহ্ছেনীয়া মাদ্রাসায় পড়িবার সময় ১৯১১ ইংরেজী সনে মোহ্ছেনীয়া মাদ্রাসার পাহাড়ে অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় প্রাপ্ত হই। উহা চন্দনপুরাস্থিত দারোগা বাড়ীর মওলানা আবদুচ্ছালাম বি, এ ছাহেবের মারফত চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কলেজের পালি ভাষার প্রফেসার মহোদয়ের নিকট পাঠাইয়া দিই; তিনি এই মুদ্রাটি আহমজাতীয় শাসকদের বলিয়া মন্তব্য করেন। স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে প্রফেসার বাবু মুদ্রাটি কলিকাতা যাদুঘরে পাঠাইয়া দেন। চট্টগ্রামের পাহাড়ীয়া জাতিরা যে তাহাদের পরবর্তী, ইহা তাহাদের দেহের গঠন, বর্ণ ও আকৃতি হইতেও প্রমাণিত হয়। তাহারা নেহায়েত সরলচিত্ত ও অহিংস ধর্মে দীক্ষিত।

বেলায়তে মোত্‌লাকা

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পর দশম শতাব্দীতে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ ও মেঘনার পূর্বতীর হইতে মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত সমুদ্র তীরবর্তী ভূ-ভাগে "বুদ্ধের মোকাম" নামক এক প্রকার অদ্ভূত মসজিদ গড়িয়া উঠিতে থাকে। এই মসজিদগুলিকে বৌদ্ধ চীনা ও মুসলমানেরা সমভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। (১)

খৃষ্টীয় ৩৭৭ সনে বুদ্ধ ধর্মাবলম্বী সমুদ্র গুপ্তের আমলে বাংলাদেশে হিন্দু সভ্যতা বিস্তার লাভ করিতে থাকে। ১০৯৭ সন হইতে ১১৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন দক্ষিণ বাংলার সমুদ্র তীরবর্তী এলাকাগুলি দখল করিয়া শাসন করিতে থাকেন। যাহার ফলে এই বাংলা দেশেও হিন্দু সভ্যতা বিস্তার লাভ করিতে থাকে। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে বখতেয়ার খিলজির বাংলা জয়ের ফলে উহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে বাধ্য হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হইলে ধর্মীয় প্রভাব বিহীন এক ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পত্তন দেখা যায় এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের শেষ হইতে ধর্মীয় রাষ্ট্রের পুনঃ উত্থানের সম্ভাবনাটুকু বিনষ্ট হইয়া পড়ে।

ইহাতে ধর্মীয় শাসক ও রাষ্ট্রীয় শাসনের মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যায়। ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থার অভাবে ইসলামী শরীয়ত প্রভাব ক্রমশঃ শিথিল ইহয়া পড়ে।

নব যুগের সূচনা ঃ–

নূতন হুকুমত ধর্মীয় রীতিনীতি প্রভাব শূন্য হওয়ায় এক নব যুগের সূচনা হয়। ১৮২৬ ইংরেজীতে হজরত গাউছুল আজম জনাব মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় "দীনে মতীনের" বা পবিত্র ধর্মের হেফাজতকারী অলীউল্লাহরূপে হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) জন্ম স্বাভাবিক। ঐতিহাসিক হিসাবে এই যুগ বেলায়তে মোত্‌লাকার যুগ বলিয়া প্রমাণিত হয়। তখন উত্তর পূর্ব চট্টগ্রামের উপর পাহাড়ীয়া শাসকদের প্রভাব বিদ্যমান দেখা যায়।

হজরত ইবনে আরবীর পরিচয় ঃ–

হজরত শায়খুল আকবর আল্লামা মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী ইউরোপস্থ স্পেন বা আন্দালস দেশে খৃষ্টীয় সন ১১৬৬ ও ৫৬০ হিজরী সনের রমজান মাসের ২৭ তারিখ রোজ সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হজরত পীরানে পীর দস্তগীর (কঃ) এঁর বিশেষ অনুগ্রহ ও ফয়জ প্রাপ্ত সুবিখ্যাত আলেম ও কামেল অলীউল্লাহ্ ছিলেন। হজরত পীরানে পীর (কঃ) স্বয়ং নিজের নামীয় উপাধি মুহীউদ্দীন তাঁহার নামের সহিত দিয়া তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাকে নিজের সন্তান বলিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার রচিত আরবী ভাষায় অনেক মুল্যবানগ্রন্থ ও তফছীর আছে। ৬৩৭ হিজরীতে তিনি হজরত রসূল করিম (সঃ) কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ফছুছূল হেকম নামক কেতাবটি লিখেন। অতঃপর খৃষ্টীয়

---

(১) আবদুচ্ছত্তার এম, এ, প্রণীত নূতন ইতিহাস ৮৮ পৃঃ, ১৯৫৭ইং ঢাকা ২৪৪ নবাবপুর হইতে মুদ্রিত। বিভিন্ন ইতিহাস মতে ১২শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চীনা সভ্যতার প্রভাব দৃষ্ট হয়।

১২৪০–৪১ সন ও হিজরী ৬৩৮ সনে তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন।

এই সময় বাংলাদেশে তুর্কী-আফগান সুলতানাতের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। সমুদ্র তীরবর্তী সীতাকুণ্ডের পশ্চিম ও দক্ষিণে চট্টগ্রাম-হাটহাজারী পর্যন্ত মুসলিম নৃপতিদের প্রভাব বিস্তৃতির প্রমাণ সাপেক্ষে শেরশাহের নির্মিত রাস্তা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, নছরত বাদশাহ্‌র দীঘি ইত্যাদি প্রামাণ্য বস্তু। চট্টগ্রাম ফটিকছড়ি সংলগ্ন পার্বত্য চট্টগ্রামে–এখনও দুইটি পাহাড়ী রাজ্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমলে আমরা দেখিতে পাই, ১২২৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রবংশীয় দেবগণ চট্টগ্রামে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল এবং ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে তাহারা ভূমি দান করিতেছেন ইত্যাদি। শায়খুল আকবর আল্লামা মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী (কঃ) এঁর ভবিষ্যদ্বাণী উক্ত সমসাময়িক দেখা যায়।

পাহাড়ীয়া শাসকদের স্মারক চিহ্ন সমূহঃ–

সীতাকুণ্ডের পূর্ব দিকস্থ অঞ্চল, যাহা ফটিকছড়ি নামে অভিহিত, উহা যে এক সময়ে জলাভূমি ছিল এবং পাহাড়ী মগ-চাকমারা যে তথায় প্রভাবশালী ছিল তাহা তথাকার মগ-পুকুর, মগ-ভিটা, মালুমের টিলা ও দমদমা ইত্যাদি নাম হইতে বুঝা যায়। ফটিকছড়ি থানার নদ-নদীর নাম সমূহ হইতেও পাহাড়ীদের প্রভাবের সংকেত পাওয়া যায়। যেমনঃ- লেলাং, ধুরং, হালদা ইত্যাদি। এই থানার ফটিকছড়ি নামে নামাকরণও একটি পাহাড়ী ছড়ার নামানুসারে হইয়াছে। এই সমস্ত পাহাড়ী ছড়ার প্রভাবে এই জলাভূমি ক্রমে আবাদী অঞ্চলে পরিণত হয়। পাহাড়ী রাজন্য বর্গের শাসনামলের অস্তিত্ব মঘীসন, জমিদারী সেরেস্তাতে এখনও বিদ্যমান আছে। ইহাতে বুঝা যায়, অত্র এলাকা তাহাদের প্রভাবে পরিচালিত ছিল।

"চাতং" অর্থ শান্তি "গং" অর্থ সেরা বা মাথা।

অতএব "চাতংগং" নামের অর্থ শান্তির সেরা বা মাথা। পাহাড়ী চীনেরা চট্টগ্রাম আসিয়া দক্ষিণমুখী গতিশীল যাযাবরদিগকে নানারূপ মনোহর দৃশ্য দেখাইয়া শান্তি প্রদান করিত। এই জন্য এই অঞ্চলের নাম তাহারা পাহাড়ী ভাষায় চাতং গং বলিত। (১)

তুর্কীস্তানের চীনা বংশোদ্ভব বাদশাহ বা নৃপতিদিগকে "খাকান" উপাধিধারী দেখা যায়। যেমন, "খাকানে চীন" "খাকান ইবনে খাকান" ইত্যাদি। তুর্কীর শেষ খলিফা সোলতান আবদুল হামীদ খানের নামে "খোৎবা" পড়ারও রেওয়াজ ছিল। যাহা ইবনে নবাতা খোৎবায় দেখা যায়। যেহেতু তুর্কীস্তানীরাও চীনা মঙ্গোলিয়ানের একটি শাখা। এই হিসাবে হজরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরবীর ভবিষ্যদ্বাণীতে এই স্থানকে চীন প্রান্ত বলিয়া উল্লেখ করা সঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহা তিনি "কশ্‌ফ" বা অর্ন্তচক্ষু দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন।

এই জেলা এক কালে বদর পীরের চাটগাম এবং মোসলেম শাসকদের আমলে

---

(১) মমফ্রুতলী গ্রামের পাহাড়ী এলাকার স্কুল শিক্ষক ও হেড ম্যান বাবু ছাদক কুমার দোভাষী হইতে "চাতং গং" শব্দের অর্থ অবগত হই।

ইসলামাবাদ নামে অভিহিত হয়। এই জেলার ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যতাপূর্ণ। এখানে পাহাড়-পর্বত, প্রান্তর দ্বীপ, উপদ্বীপ, সমতল ভূমি ইত্যাদির সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয়। ইহা আধ্যাত্মিক দিক দিয়া পীর বুজুর্গ ও সাধু সন্ন্যাসীদের লীলা নিকেতন মনে হয়। এই মহাপুরুষের শুভাগমন প্রতীক্ষায় নগর প্রকৃতি বিশিষ্ট সমাবেশে রূপসজ্জায় যেন সজ্জিত। সাধনার তীর্থভূমি এই চট্টগ্রামের দিকে বিভিন্ন সময়ে সাধককুল শুভাগমন করিয়াছেন। এই স্থানের দাতা দয়ালু রূপ দেখিলে মনে হয়, তাহার অনন্ত অনাবিল খোদা-প্রেম বিতরণের নিপুণ পদ্ধতি-প্রতিভা স্বভাব সিদ্ধ ও দেশ প্রকৃতির সঙ্গে যেন প্রকৃতিস্থ।

এই দেশের অসংখ্য জল উৎস বা ঝরণা সমূহ ভুধর হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রবাহমান জল ধারা তৃষ্ণাতুরদের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। সম্পদপূর্ণ পাহাড় পর্বত তাহাদের অনন্ত সম্পদ নদীরূপী বাহু বিস্তার করিয়া বিলাইয়া দিতেছে এবং দেশবাসীর ঘর-বাড়ী প্রাচুর্যে ভরিয়া দিতেছে। কোরআন মজিদের বর্ণনা মতেঃ–

"তোমাদের আকাঙ্খিত ও বাঞ্ছিত বস্তু, যাহার জন্য তোমরা ফরিয়াদ করিয়া থাক; তাহা এই ধরণীতেই সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।" (১)

ইহার সত্যতার প্রতীক স্বরূপ পর্যটক ও দর্শকের চক্ষু ও মন-প্রাণ উৎফুল্লতায় ও স্নিগ্ধতায় ভরিয়া উঠে; যখন সুজলা সুফলা, শস্যশ্যামলা গিরিকুন্তলা নদী মেঘলা চট্টলাকে সবুজ মুকুট পরিহিত অবস্থায় সন্দর্শন করে, তখন মানব হৃদয় খোদার অসীম দানের কৃতজ্ঞতায় শোকরিয়া আদায় করিয়া কোরআন পাকের পরিভাষায় বলিতে থাকে ঃ–

"নিশ্চয় তুমি ইহা অনর্থক সৃষ্টি কর নাই।" (২) ইহার পিছনে কোন অজানা রহস্যের বিকাশ আছে। কালে হইলও তাহাই।

হজরত যেই থানায় জন্ম গ্রহণ করিলেন উহার নাম ফটিকছড়ি। ফটিক, স্ফটিক শব্দের অপভ্রংশ। স্ফটিক শব্দের অর্থ স্বচ্ছ। ছড়ি অর্থ প্রবাহী অর্থাৎ স্বচ্ছ প্রবাহী। কোরআন পাকে বেহেস্তের পানির নাহারকেও "ছালছাবিল জান জাবিল" অর্থাৎ স্বচ্ছ প্রবাহী হজমী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই ছড়াগুলির উৎপত্তি দেশের নাতি উচ্চ পাহাড় হইতে মায়ের স্তনের মত উত্থিত, উৎক্ষিপ্ত, স্নিগ্ধ, পবিত্র ও হজমী প্রকৃতি বিশিষ্ট ঝরণা রূপে।

এই দেশের বর্ষা প্রকৃতি, প্রেমের উন্মাদনায় উদ্বেলিত হইয়া পাহাড়ী ছড়াগুলিকে মাতাল বেশে ভাসাইয়া দিয়া দেশের আনাচে-কানাচে, পতিত ও গলিত আবর্জনাকে ধুইয়া মুছিয়া দেশকে পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বহন করিয়া

---

(১) مَا تَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَمَا تَدَّعُوْنَ

(২) مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا

আনে পাহাড়ী সম্পদরূপী "পলি" যাহা ধাইয়া চলিয়াছে অহমস্ফীত সাগরের অহঙ্কারকে খর্ব করিয়া ইহার হাস্তিকে মাথা উঁচু করা হাস্তির সামনে অবনত করিতে ও তলাইয়া দিতে। এই আঁকা-বাঁকা বাহু বিস্তারকারী নদীগুলির কাতর প্রার্থনায় মুগ্ধ হইয়া বিক্ষুব্ধ জলরাশি সমতল ভূমিকে দিয়া যায় উর্বরা পলিমাটি ও কচি কচি মাছ, যাহা ডোবা, পুকুর, খাল-বিল প্রভৃতিতে সঞ্চিত থাকে।

বর্ষার শেষে দেশবাসীকে এই উর্বরা পলিমাটি হাসিতে আটখানা হইয়া মৌন ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া বলে– দশগুণ, দশগুণ "আশরো আমছালেহা।" (১)

হে দেশের প্রাণ-কৃষক বৃন্দ! নিয়া যাও তোমাদের জন্য দশমিক গুণে রক্ষিত আ'জর বা কর্মফল।

কৃষকেরা নিজেদের কর্মফল স্বরূপ উৎপাদিত ফসল আহরণ করিয়া যখন দেখে যে, প্রতি ধানের শীষ বা ছড়াতে ২৪০টির উপর ধানের ফলন হইয়াছে, তখন মোহিত চিত্তে বলিয়া থাকে ঃ–

এমন দেশটি কোথাও
খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের সেরা এই দেশ
আমার জন্মভূমি।

"যদি বেহেস্ত জগতে থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাই, ইহাই।" (২) এই স্বর্গতুল্য চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত মাইজভাণ্ডার গ্রামে হজরত গাউছুল আজম জন্মগ্রহণ করেন। মাইজভাণ্ডার অর্থ মধ্য ভাণ্ডার বা আগার। ইহা মগরাজাদের বিরুদ্ধে অভিযানকারী মোসলেম সৈনিকদের মধ্যে রসদ প্রভৃতি সরবরাহের মধ্য কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালে এই মাইজভাণ্ডার রূহানী প্রাণশক্তির কেন্দ্ররূপে বিকাশ পাইয়াছে এবং ধর্ম বৈষম্যের ঝগড়া হইতে দূরে অবস্থিত, "জম্‌য়া'ন" অর্থাৎ ধর্মের মূল নীতিতে সমাবেশকারী বা "তৌহীদে আদ্‌য়্যান" বেলায়তের ঝাণ্ডা বরদার অলীউল্লাহ্‌'র জন্মভূমি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। যাহা কোলাহল বিবর্জিত ছায়াঘেরা পাখী ডাকা বাগান তুল্য এক নিভৃত শান্তিময় পল্লী। ইহা ধর্মের মর্মবাদ ও কর্মবাদ প্রকৃতির সমাবেশকারী সমন্বয় সাধক অলীউল্লাহ্‌র আবাসভূমি নামে অভিহিত। এই স্থান, মঙ্গলকামী মানব প্রকৃতির নৈতিক সমাবেশ কেন্দ্র বা ভাণ্ডার।

عَشَرُ اَمْثَالِهَا (১)

(২)

اگر فردوس بر روے زمین ست * همین ست همین ست همین ست

বেলায়তে মোত্‌লাকা

বিশ্ব অলীর জন্ম ঃ–

উক্ত ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানে ইংরেজী সন ১৮২৬, বাংলা সন ১২৩৩, হিজরী সন ১২৪৪ এবং ১১৮৮ মঘী ১লা মাঘ রোজ বুধবার বেলা অপরাহ্ন জোহরের সময় আল্লাহতায়ালার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে হজরত আহমদ উল্লাহ্ নামে এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জন্ম হয়। ইনিই প্রকৃতির লীলা নিকেতন চট্টলার অতুলনীয় কৃতি সন্তান; যিনি আখেরী যুগ প্রবর্তক অলীউল্লাহ্।

"ধর্ম দিবার" প্রথম অর্দ্ধেক যাহা নবুয়ত প্রভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল; উহা পুর্ণ হওয়ার পর বেলায়ত যুগের শেষ অর্দ্ধকালের প্রথম ভাগে বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদীর অধিকারী সাব্যস্তে হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) বিকাশ লাভ করেন। অতএব তিনি এই জমানার যুগ– আউলীয়া বা মোজাদ্দেদ এবং ফরদুল আফরাদ আউলীয়া হন।

হজরত ইবনে আরবীর পরিভাষা মতে দেখা যায় তিনি খাতেমে বেলায়তে মোকাইয়্যাদা এবং মোত্‌লাকা যুগের আরম্ভকারী। তাঁহাকে খাতেমুল অলদও বলিয়াছেন।

নামের গুরুত্ব ঃ–

তাঁহার নাম রসুল করিমের (সঃ) "আহ্‌মদ" নামের সাদৃশ্য এবং আল্লাহ্‌র জাতী নাম ইছমে আ'জম "আল্লাহ্" শব্দ সংযুক্ত আহমদ উল্লাহ্। ইহাও দেখা যায় তাঁহার পিতার নাম মতিউল্লাহ, রসূল করিম (সঃ) এঁর পিতা আবদুল্লার নামের অর্থের সহিত সঙ্গতি সম্পন্ন। তাঁহার মাতার নাম খায়েরুন্নিছা বিবি। ইহা হজরত ফাতেমা খায়েরুন্নিছার (রঃ) নামের উপাধি বিশিষ্টা। তাঁহার ওফাতের পূর্বে তাঁহার একমাত্র পুত্র মওলানা সৈয়দ ফয়জুল হক ছাহেব, মওলানা সৈয়দ মীর হাছান ও সৈয়দ মওলানা দেলাওর হোসাইন নামক দুই পুত্র সন্তান রাখিয়া ধরাধাম ত্যাগ করেন। ইহা রসূলুল্লাহ (সঃ) এঁর মত পুত্র সন্তান না রাখিয়া যাওয়ার প্রতীক। হজরতের ওফাতের সময় তাঁহার একমাত্র তনয়া সৈয়দা আনোয়ারুন্নেছা, হজরত ফাতেমা খায়েরুন্নেছা সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকেন।

তাঁহার ওফাতের তারিখ ২৭শে জিলকদ্, রসূল করিম (সঃ) এঁর মে'রাজ শরীফের তারিখ ২৭শে রজব এবং পবিত্র কোরআন শরীফ অবতীর্ণের তারিখ ২৭শে রমজান।

হজরত ইমাম হাছানের (রঃ) ওফাতের তারিখ এবং তাঁহার প্রথম পৌত্র মীর হাছানের ওফাতের তারিখ ৯ই মহরমে সংঘটিত হওয়ায় ঘটনার সামঞ্জস্যতা দৃষ্ট হয়।

কোরআন পাকে বর্ণিত "গারে হেরার" অন্ধকার রাত্রে পবিত্র কোরআন পাক অবতীর্ণের সঙ্গে রূহ বা পবিত্র আত্মার অবতরণ ২৭শে রমজান, ২৭শে রজব মে'রাজ শরীফের ঘটনা ও ২৭শে জিলকদ্ হজরত গাউছুল আজম আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর ওফাত বা দেহ ত্যাগ ঘটনা উক্ত চন্দ্র মাসিক তিথিসমূহের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ।

বংশ পরিচয় ঃ–

বিশ্ব অলী হজরত শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) বিশ্ব নবী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের পবিত্র বংশ সম্ভূত। মদীনা শরীফ হইতে তাঁহারা বংশ পরম্পরায় বাগদাদ-দিল্লী হইয়া বাংলার তৎকালীন রাজধানী গৌড় নগরে উপস্থিত হন। গৌড় নগরের মহামারীর সময় খৃষ্টীয়

বেলায়তে মোত্‌লাকা

১৫৭৫ সনে কাজী সৈয়দ হামীদ উদ্দীন গৌড়ী চট্টগ্রামের পটিয়া থানায় বসতি স্থাপন করেন। তথা হইতে সৈয়দ আবদুল-কাদের নামে তাঁহার এক পুত্র ফটিকছড়ি থানার আজিম নগর গ্রামে এমামতি কার্যোপলক্ষে উপস্থিত হন। তাঁহার পুত্র সৈয়দ আতাউল্লাহ্ এবং তৎপুত্র সৈয়দ তৈয়ব উল্লাহ। সৈয়দ তৈয়ব উল্লাহর তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র জনাব সৈয়দ মতিউল্লাহ মাইজভাণ্ডার গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তিনি একজন মুত্তকী আলেম ছিলেন। তাঁহারই পবিত্র ঔরসে বিশ্ব অলী গাউছুল আজম হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম সৈয়দা খায়েরুন্নেছা বেগম।

শিক্ষা দীক্ষা ঃ–

হজরতের বাল্যকালীন শিক্ষা তাঁহার গ্রাম্য মক্তবে শুরু হয়। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত আজিমপুর গ্রামের জনাব মওলানা মুহাম্মদ শফি ছাহেবের নিকট। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ছাহেবে কশ্‌ফ আলেম ছিলেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি ১২৬০ হিজরী সনে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করিতে গমন করেন। তথায় ১২৬৮ হিজরী সনে কোরআন, হাদীছ, তফছীর, ফেকাহ প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতার সহিত শেষ পরীক্ষায় পাশ করেন।

মাদ্রাসা আলীয়ায় অধ্যয়নকালে তিনি ছুফী নূর মুহাম্মদ ছাহেবের বাসায় অবস্থান করিতেন। ছুফী নূর মুহাম্মদ ছাহেব একজন মোজাহেদ আলেম ছিলেন।

হজরত কেবলা ১২৬৯ হিজরী সনে যশোহর জেলার কাজী পদে নিয়োজিত হন। উক্ত পদে ইস্তফা দেওয়ার পর তিনি কলিকাতা মাটিয়া বুরুজে মুন্‌সী বুআলী ছাহেবের মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজ করেন। সেই সময় সুপ্রসিদ্ধ বাগদাদ বাসী হজরত পীরানে পীর দস্তগীর গাউছুল আজম মুহীউদ্দীন সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এঁর বংশধর ও উক্ত তরীকার খেলাফত প্রাপ্ত সোলতানুল হিন্দ গাউছে কাওনাইন শায়খ সৈয়দ আবু শাহমা মুহাম্মদ ছালেহ আল কাদেরী লাহুরীর নিকট হইতে তিনি বিলবেরাছত গাউছিয়তের ফয়জ ও খেলাফত হাছেল করেন। পরে তিনি তাঁহার পীরে তরীকতের বড় ভাই হজরত শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার আলী পাকবাজ (চির কুমার) মোহাজেরে মদনী লাহুরী হইতে এত্তেহাদী কুতুবিয়তের ফয়জ হাছেল করেন। তিনি হজরতের পীরে তফাইয়োজ্। হজরত কামেলে মোকাম্মেল বা পূর্ণ মানবতা অর্জন এবং অন্যকে মানবতা বা খোদায়ী ফজিলত দানকারী বলিয়া সাব্যস্ত হন। তিনি বিল আছালত বা স্বভাব সিদ্ধ জন্মগত অলীউল্লাহ ছিলেন। বিল বেরাছত–তিনি পীরে কামেলের খেদমত ছোহবত এবং খেলাফত হাছেলে বেলায়ত প্রাপ্ত হন। তিনি জাহেরী-বাতেনী শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা ফয়জে এত্তেহাদী ও এলমে লদুন্নি হাছেল দ্বারা বিদ দারাছাত বেলায়ত মরতবা প্রাপ্ত হন। বিল মালামাত, তিনি মোখালেফাতে নফ্‌ছ বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে মোজাহেদা ও মোশাহেদার কঠোর সাধনার ফলে প্রাপ্ত হইয়া বেলায়তের চতুর্বিধ দরজার সর্বোচ্চ মোকামের মালামিয়া মসরব, বিশ্ব অলী সাব্যস্ত হন। হজরত ছাহেব কেবলা ৭৯ (উনাশি) বৎসর বয়সে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী মোতাবেক ২৭শে জিলকদ্

বেলায়তে মোত্‌লাকা

১০ই মাঘ রোজ সোমবার দিবাগত রাত্রি এক ঘটিকার সময় ওফাত প্রাপ্ত হন।

খ্যাতনামা জনগণের মন্তব্য ঃ–

তাঁহার সমসাময়িক সুধীবৃন্দ ও পরবর্তী খ্যাতনামা লোকেরা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া ও নানাভাবে তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারে তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নোদৃত বিষয়াদির প্রতি অবলোকন করিলে তাঁহাকে জানার ও বুঝার ব্যাপারে অনেক সাহায্য হইবে বলিয়া আশা করি ঃ–

কলিকাতা নিবাসী শামসুল ওলামা মওলানা জুলফিকার আলী ছাহেব চট্টগ্রাম মোহছেনীয়া মাদ্রাসার ভূতপূর্ব সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শামসুল ওলামা কামালুদ্দীন আহ্‌মদ এম. এ (লন্ডন) ছাহেবের পিতা হন। তিনি হজরতের ওফাতের পর তাঁহার শানে পাথর ফলকে খোদিত যে একখানা হস্তলিপি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা হজরতের মাজার শরীফের দরজার উপরিভাগে "মেহরাবে" লাগানো আছে। তাহাতে ফারসী ভাষায় লিখা আছে ঃ–

"গাউছে মাইজভাণ্ডারের নিশ্বাসের বরকতে পূর্বদেশবাসীরা আল্লাহ পন্থী ও ছাহেবে হাল্ জজ্‌বার অধিকারী হন, অর্থাৎ দেহ ও প্রাণের সহিত খোদা-প্রেম পরিব্যাপ্ত মানব প্রকৃতি জজ্‌বহাল অবস্থা প্রাপ্ত হন। তাঁহার মাজারে পাকের বরকতে যে তা'ছির, মাটিস্থ বুজুর্গানের এই দেশীয় কবরের মধ্যে জালালী ও উজ্জ্বলতা বা রওনক আনিয়া দিয়াছে।

সর্দারে আউলীয়া হজরত আহ্‌মদ উল্লাহ যাঁহার ছিফত বা উপাধি গাউছুল আজম, তাঁহার ওফাত তারিখ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া জুলফিকার এক প্রকার প্রাণস্পর্শী বাণী শুনিল।

বিশ আর সাত ছিল জিলকদ্ চাঁদের রাতে।
তেরশত তেইশ শতাব্দী হয় হিজরী সন মতে ॥

শেষ পর্যন্ত খোদার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ পূর্ণভাবে তাঁহার পবিত্র আত্মার উপর বর্ষিত হউক। বেছালের তারিখ সম্বন্ধে প্রশ্নের জওয়াবে এল্‌কা।" (১)

---

(১) পাথর ফলকের নকল

كتبه شمس العلماء مولنا ذوالفقار على رح

ازدم فيض غوث ميجبهنرار * شرقيان سالك اند وصاحب حال

تربتش را زهے اثر كه فزود * در مزارات رونق واجلال

ذوالفقار اين شنيد ازان سروش * چونش از سال نقل كرد سوال

احمد الله شاه سرور درويش * غوث اعظم صفت شدش چون وصال

بست وهفت شب ذيقعده بود * بست وسه سيزده صد صال

بر روانش روان دما دم باد * رحم ورضوان حق تمام وكمال

٢٧ شب ذيقعده سنه ١٣٢٣ هجريه قدسيه

বেলায়তে মোত্‌লাকা

মোফাচ্ছের-এ-কোরআন (কোরআন শরীফের বাংলা অনুবাদকারী) ফরহাদাবাদ ইউনিয়নের অন্তর্গত ধলই নিবাসী ভূতপূর্ব সাবরেজিষ্ট্রার ও লব্ধ প্রতিষ্টিত সাহিত্যিক মওলানা আয়ুব আলী ছাহেবের ৭/১/২৮ইং তারিখের লিখিত "হজরত গাউছুল আজম শাহ্ আহমদ উল্লাহ ছাহেব চট্টগ্রাম" নামক কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

হ–হয়েছে উজ্জ্বল ধরা কিরণে তোমার।
জ–জয়কেতু উড়ে তব আকাশে আবার ॥
র–রহিবে তোমার নাম এই নশ্বর ভবে।
ত–তপন বিমান দেশে যতদিন রবে ॥
গ–গগনে উঠিয়া কভু যদিও মিহির।
উ–উজ্জ্বলিত করে ধরা বিনাশে তিমির ॥
ছ–ছলবল পূর্ণ কিন্তু বিশাল সংসার।
ল–লভিয়াছে নিত্য জ্যোতিঃ প্রভাবে তোমার ॥
আ–আশা-সবে মানুষের ফুল্ল ইন্দি বর।
জ–জয়গান করে তব কত মধুকর ॥
ম–মধুকর মধু লোভে করয় গুঞ্জন।
সা–সাধুগণ সাথে গায় তোমার গায়ন ॥
হ–হজ্জব্রত নিরাপদ নগরে যেমন।
মা–মাঘদশে তব দ্বারে মহা সম্মিলন ॥
আ–"আহাদ ছমদ" নাম ছুরা এখলাছে।
হা–হাসী হাসী পশে মীম আহাদে হরষে ॥
ম–মনোভিষ্ট হল পূর্ণ মীমের তখন।
দ–দরশনে আহ্‌মদ আহাদ গোপন ॥
উ–উজ্জ্বলিত হৃদাগার তাঁহার নিশ্চয়।
ল–লয় যেবা বিভুনাম নিত্য মধুময় ॥
লা–লাহুত সাগরে মগ্ন ক্রমে সেই জন।
হ–হর্ষ মনে রবি শশী করয় দর্শন ॥
সা–সাধনা কামনা ফলে পুরে মনোরথ।
হে–হেরেছ "নজমসূরা" "শমস" অবিরত ॥
ব–বশীভূত ষড় রিপু করিবে যখন।
অন্বেষণে সখা সনে তোমার মিলন ॥
চ–চয়ন করেছি ফুল স্বর্গীয় কাননে।
টলমল পরিমল আশ্চর্য দর্শনে ॥
ট–টলিবে মুনির মন হেরী নব হার।
গ–গগনের মাঝে যথা নক্ষত্র প্রচার ॥
রা–রাত্রে শুধু তারা রাজি হয় বিভাসিত।
ম–মম মালা দিবা নিশি রবে উজ্জ্বলিত ॥

আয়ুব আলী, চট্টগ্রাম।

বেলায়তে মোত্‌লাকা

নদীমপুর নিবাসী এক্সাইজ ইন্সপেক্টর মওলানা মুহাম্মদ ইউনুচ মিঞা ও নানুপুর নিবাসী মওলানা সৈয়দ আবু তাহের মিঞা, কলিকাতা আলীয়া মদ্রাসার অবসর প্রাপ্ত মোদাররেছ কুতুবে জমান হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী ছফীউল্লাহ ছাহেবের খেদমতে হাজির হইলে তিনি তাহাদের বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করায় তাহারা চট্টগ্রাম বলার উত্তরে শাহ্ ছাহেব বলিয়াছিলেন, "হজরত শাহ্ আহমদ উল্লাহ (কঃ) কে চিন?" তাহারা উত্তরে বলিলেন "হুজুর চিনি।" তখন তিনি জজ্‌বার হালতে বলিতে লাগিলেন, "মিঞা চিন! কিরূপ চিন? ছয়শত বৎসরের মধ্যে এইরূপ অলীউল্লাহ পৃথিবীতে আসেন নাই।"

হিসাব করিলে দেখা যায়, হজরত পীরানে পীর শাহে বগদাদী (কঃ) এবং গরীবে নেওয়াজ হজরত সোলতানুল হিন্দ শাহে আজমিরী (কঃ) ছাহেবদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া যেন ছয়শত বৎসর বলিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। যাহা বেলায়তে ওজমার দায়রার দূরত্বের পরিপোষক।

মওলানা আবদুল গণী (রঃ) চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ফটিকছড়ি থানার কাঞ্চনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন তত্ত্বজ্ঞানী আলেমে কামেল অলীউল্লাহ ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা তাঁহাকে "বাহরুল উলুম" বা জ্ঞান সাগর বলিয়া অভিহিত করিতেন। তিনি হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) ফয়জ প্রাপ্ত খলিফাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) শান ও তরীকা সম্বন্ধে আরবী, ফার্শী, উর্দু ও বাংলায় তত্ত্বমূলক বহু অমূল্য গ্রন্থরাজি লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে জ্ঞান দর্পন, প্রেম দর্পন, আত্মপাঠ, আত্মপরিচয়, গুলশনে উশ্‌শাক, আয়েনায়ে বারী, মোশাহেদায়ে মকবুলীয়া, (ফয়ুজাতে গাউছিয়া) পন্দনামা দেওয়ানে ছুফী, দেওয়ানে মকবুল, মজাকে এশ্‌ক, তনকীহুল মফহুম ও শরহে কুল্লিয়াতে খাকানী ইত্যাদি। তাঁহার লিখিত আয়েনায়ে বারী গ্রন্থের ১৪০ পৃঃ হইতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাওয়াল্লোদে গাউছিয়ার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। (১)

---

(১)

ابينة بارى صفحه-١٤٠

افتاب عرش عز واعتلاء پيدا هوے
صورت انسان مين سر خدا پيدا هوے
ارزو مين جنكے تهے چرخ برين وعرش وفرش
اج وه شاه كل باغ منا پيدا هوے
انبياء مين فخر جنكا كرتے تهے احمد رسول
اج هى وه زبده اهل صفا پيدا هوے

"মহাপ্রভুর আসন রবি উদিত হইয়াছে, মানবাকারে খোদার গোপন রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে। ত্রিভুবন যাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় ছিল; আজ সেই আশার ফুলরাজ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। যাঁহাকে নিয়া নবী-বর আহমদ মোস্তফা (সঃ) গৌরব করিতেন, আজ সেই গৌরব, ছুফীদের সারতত্ত্ব খনি জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন।"

আয়েনায়ে বারী কেতাবের ১৩৮ পৃষ্ঠায় আছে ঃ–

"অলীদের শিরোমণি খোদার গাউছ ভবে পদার্পণ করিয়াছেন। জগদ্বাসীর প্রাণপ্রিয়, ছুফীদের লক্ষ্যস্থল এমাম ভবে তশরীফ আনিয়াছেন। তাঁহাকে শত ধন্যবাদ, তাঁহার উপর শত শান্তিপূর্ণ দরূদ বর্ষিত হউক। দুই জগত যাঁহার কদম মোবারকের পাদুকা বিশেষ, জগতে শ্রেষ্ঠত্বের বাদশাহের শুভাগমন হইয়াছে; যাঁহার ফয়জের বরকতে বা অনুগ্রহের শুভদৃষ্টি মাত্র মানুষের বাসনা সিদ্ধ হয়। এই পৃথিবীতে সেই বাসনা সিদ্ধ মহা পুরুষের আগমন হইয়াছে।" (১)

উক্ত গ্রন্থের ১৩৬ পৃষ্ঠায় আছে ঃ–

"হে আমাদের ত্রাণকর্তা! বরকত তোমার নিকট নিহিত। আমরা তোমার দিকে অগ্রগামী এবং আগুয়ান হইয়াছি। সদাসর্বদা তোমার প্রতি আল্লাহতায়ালার পূর্ণ শান্তি আসিতে থাকুক।

হে মহান খোদার শ্রেষ্ঠবন্ধু! হে দয়ালু দাতার স্বীকৃত সখা! বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য তোমার প্রতি আমাদের সালাম বর্ষিত হউক। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তা এবং খোদার সম্মানিত কুতুব। তুমিই সর্ব মর্যাদায় একচ্ছত্র ও অদ্বিতীয়।

---

(১) آیینة باری صفحه ۱۳۸

صد مرحبا صلے علی غوث خدا پیدا هوے
جان جهان وقبله اهل صفا پیدا هوے
صد مرحبا خو رشید عرش اعتلا. پیدا هوے
عالم مین اب تو جلوه شان خدا پیدا هوے
دونون جهان پاے مبارك كاهے جنكی كفش اب
عالم مین وه سلطان ملك اعتلاء پیدا هوے
فیض نظر سے جنكی هوتی هے روا حاجات خلق
اب عالم دنیا مین وه حاجت روا پیدا هوے

"হে সম্মানিত অতিথি। তোমার শুভাগমন কামনা করিতেছি। শীঘ্র তাহা প্রতিপালিত হউক।" (১)

সুপ্রসিদ্ধ অলীয়ে কামেল ও হজরত আক্‌দাছের শুভ সাহচর্য ও ফয়জ প্রাপ্ত আল্লামা আবদুল গণী কাঞ্চনপুরী (রঃ) এঁর লিখিত আয়েনায়ে বারী কেতাবের ১৫১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে যে,-

"হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী এবং রেছালত প্রাপ্ত নবীদের বাদশাহ ছিলেন। সেইরূপ হজরত গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী সৈয়দ মওলানা আহমদ উল্লাহ(কঃ)ও বেলায়তে মোকাইয়্যাদা যুগের খাতেম বা পরিণতিকারী। তিনি আউলীয়াদের বাদশাহ এবং দোজাহানের গাউছুল আজম বা পরিত্রাণকর্তা এবং হজরত রসূলে খোদা (সঃ) এঁর বেলায়তের ওয়ারেছ বা উত্তরাধিকারী হন।" (২)

চট্টগ্রামের অন্তর্গত হাটহাজারী থানার ফরহাদাবাদ গ্রাম নিবাসী অলীয়ে কামেল মওলানা আমিনুল হক (রঃ) ছাহেব তাঁহার আরবী ভাষায় লিখিত "তাওজিহাতুল বহিয়া" নামক কেতাবের ১ম ও ২য় পৃষ্ঠায় হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) পরিচয়

---

(১) اینه باری صفحه ١٣٦

غوثنا الفوز لديك* نحن مقبل اليك
فصلوة الله عليك* بالتواتر والتوالى
يا حبيب الله العالى* يا خليل ذى النوالى
فسلامنا عليك* فى الحال والمال
انت غوث الاعظم* انت قطب الافخم
انت فرد الله الاكرم *خير مقدم نعال

(২) اینه باری صفحه١:١

حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم
الانبيا. اور سلطان المرسلين هين يه ولى بنى
اوليا. كرام رحمهم الله تعالى مين خاتم الاوليا.
اور سلطان الاوليا. اور غوث الثقلين اور وارث
خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم هين

দিতে গিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দাংশের অনুবাদ এখানে সন্নিবেশিত হইল।

"আমার মোরশেদে মোয়াজ্জাম শায়খে মোকার্‌রাম, যিনি সমস্ত কামালিয়াত ও ফজিলতে রব্বানীর সমাবেশকারী এবং ফয়জ বা আধ্যাত্মিক অনুগ্রহের কেন্দ্র: যাহার প্রভাব, অলৌকিক ঘটনাবলী ও কেরামত সমূহের মধ্যস্থতায় সর্বময় ব্যাপ্ত, তাঁহার অন্তর্নিহিত স্বরূপ পবিত্র "তুর" পর্বত সদৃশ্য চেহারাতে বা মুখমণ্ডলে প্রস্ফুটিত। তাঁহার মেজাজ শরীফ বা ভাবভঙ্গী নূর বিশেষ। তাঁহার গুণাবলী হইতে দোষ বিবর্জিততার ফয়জ বিকীর্ণ হয়। তাঁহার আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী বা কশ্‌ফ রসুল করিম (সঃ) এঁর মে'রাজ কালে আল্লাহতায়ালার সাক্ষাৎ দর্শনে অবগত বস্তু। তাঁহার মোশাহেদা বা দর্শন সমূহ রসুল করিম (সঃ) এঁর মে'রাজী ছায়রের পরিদৃষ্ট রহস্যাবলীর চাক্ষুস জ্ঞান। তাঁহার গুণাবলী আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী হইতে অর্জিত। তিনি আল্লাহতায়ালার দেশসমূহে গাউছুল আজম রূপে নিয়োজিত" ইত্যাদি। (উক্ত গাউছুল আজমের অনুগ্রহের ছায়ায় আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে স্থান দান করুন)।

উক্ত মওলানা আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রঃ) ছাহেব একজন জবরদস্ত মহান কামেল আলেম ও ইস্‌লামী বিধান শাস্ত্র বিশারদ মুফ্‌তী ছিলেন। তাঁহার ফতোয়া সুদূর মিশর দেশে 'জামেউল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেমগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল।

মওলানা সৈয়দ আবদুল হামীদ বাগদাদী ছাহেব "হেরম শরীফ" বা কাবা শরীফের বারান্দায় আরববাসীদিগকে তাঁহার পরিচয় দিতে গিয়া তাঁহার ডান হাত ধরিয়া বলিয়াছিলেন, "এই সরু হাতগুলি হাঁড়ের নহে; হীরার বলা যাইতে পারে। তাঁহার লিখার মধ্যে হীরার ধার আছে। বাংলা মুলুকে এইরূপ লায়েক আলেম আমি দেখি নাই। যদিও কোন কোন মছায়ালাতে আমি তাঁহার সহিত একমত নহি।"

হজরত কেব্‌লা তাঁহার শানে বলিয়াছিলেনঃ– "আমার আমিন মিঞাকে আমার ছয়টি কেতাব হইতে একটি দিয়াছি।" জনাব মওলানা আমিনুল হক ছাহেব লিখিত "তোহফাতুল আখ্‌ইয়ার" নামক কেতাবের ফতোয়াতে গাউছুল আজম জনাব হজরত কেব্‌লা স্বয়ং দস্তখত করিয়াছিলেন এবং আল্লাহতায়ালার মকবুলিয়তের জন্য মোনাজাত করিয়া দোয়া করিয়াছিলেন। তাঁহার কলব মোবারক সদা সর্বদা খোদার জিকিরে জাকের বা জারি থাকিত। যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাহারা নিশ্চয় অবগত আছেন, তিনি নেহায়ত সাদাসিদা প্রকৃতির দীনদার কামেল মোত্তকী আলেম ছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত কেতাবগুলি লিখিয়া গিয়াছেন।

১। শাওয়াহেদুল এবতালাত ফি তরাদিদে মা-ফি রাফেউল্ এশকালাত।
২। দাফেউশ্ শোবহাত ফি জওয়াজিল এস্তেজারে আলত্তায়াত।
৩। তোহফাতুল আখ্‌ইয়ার।
৪। তওজিহাতুল বহিয়া।
৫। রাফেউল গশাবী।
৬। গায়তুত তাহ্‌কীক ফি মা ইয়তায়াল্লাকু বিহি তালাকুত্ তায়ালীক।
৭। মেরা'তুল ফান্নে ফি শর্‌হে মোল্লা হাসান।

বেলায়তে মোত্‌লাকা

আলহাজ্ব মওলানা ছৈয়দ আজিজুল হক আল্‌ কাদেরী ছাহেব (শেরে বাংলা) চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত হাটহাজারী থানার অধিবাসী হন। তিনি তৎকালীন মশরেকী পাকিস্তানের আহলে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের আমীর। হজরতের শানে ফার্শী ভাষায় লেখা তাঁহার "নজরে আকিদত" শীর্ষক কছিদার নকল, অনুবাদ সহ নিম্নে প্রদত্ত হইল। (১)

"হজরত শাহ্‌ আহমদ উল্লাহ কাদেরী, যিনি ভুখণ্ডের পূর্বাঞ্চলে বিকশিত কুতুবুল আক্‌তাব। তিনি মাইজভাণ্ডার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত গাউছুল আজম নামধারী বাদশাহ্‌। তিনি নবীর আহমদী মসরব উম্মতগণের চেরাগে হেদায়ত বা আলোক বর্তিকা। হোমা পাখীর মত তাঁহার অনুগ্রহ ছায়া দুর্ভাগাকে ভাগ্যবানে পরিণত করে। জগদ্বাসীর জন্য তিনি লাল গন্ধক বা স্পর্শমণি সদৃশ্য। রসূলুল্লাহ (সঃ) এঁর নিকট বেলায়তে ওজমা বা শ্রেষ্ঠ বেলায়তের দুইটি সম্মান প্রতীক বা তাজ ছিল।" যাহা বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মুহাম্মদী ও বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী বলিয়া বুঝা যায়।

এই সম্মান প্রতীক বা তাজ দুইটির মধ্যে একটি হজরত শাহ্‌ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর মস্তক মোবারকে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত। যেই কারণে তিনি পূর্বাঞ্চলে আবির্ভূত গাউছুল আজম বলিয়া খ্যাত, সেই কারণে তাঁহার রওজা মোবারক মানব-

---

(১) نظر عقیدت منجانب عاشق رسول الحاج امام شیر بنگاله حضرت مولنا سید عزیز الحق القادری (رح) صاحب امیر اهلسنت والجماعت مشرقی پاکستان چاٹگام شریف

حضرت شاه احمد الله قادری * قطب الاقطاب بلاد مشرقی

غوث الاعظم از شاه مجبر زی * ان چراغ امتان احمدی

سایه او چون همان سایه بدان * بود او کبریت احمر در جهان

[illegible] * [illegible]

زین سبب او غوث الاعظم در بلاد مشرقی * فیضیاب روضه اش جن وپری وادمی

تاج دیگر بر سر ان شاه جیلانی نهاد * زان سبب بر گردن هر اولیا پائش نهاد

در شب معراج محبوب خدا بر گردنش * پانهاده رفت بر عرش برین از رفرفش

اندر ان ادم کفت محبوب خدا از معجز سان * تو محی الدین هستی تحفه خدمت بدان

نام ناظم گر تو خواهی شیر بنگاله بدان * ای خدا محفوظ دارش ازشرور دشمنان

দানবের জন্য খোদায়ী বরকত হাছেলের উৎসে পরিণত হইয়াছে। দ্বিতীয় তাজ বা সম্মান প্রতীক, জিলান নগরের বাদশা হজরত শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানীর (কঃ) মস্তক মোবারকে প্রতিষ্ঠিত, যেই কারণে সমস্ত আউলীয়াদের গর্দানে তাঁহার পা-মোবারক প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সমস্ত আউলীয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য।

মে'রাজ রাত্রে খোদার পেয়ারা নবী রফ্‌রফ্ বা তাঁহার বেলায়তে ওজমার প্রভাবে (যাহা পীরানে পীর দস্তগীরের (কঃ) জন্য রক্ষিত ছিল) বা গর্দানে পা রাখিয়া উর্দ্ধে "আরশ" মোবারকে পৌছিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই সময় নবী করিম (সঃ) মোজেজা বা অলৌকিক বাণীতে বলিয়াছিলেন, তুমিই "মুহিউদ্দীন" দীনে মুহাম্মদীকে জীবন দাতা। এই উপাধি তোমার বেলায়তী খেদমত বা আনুগত্যের পুরস্কার।

এই কবিতা লেখকের নাম যদি কেহ জানিতে চাহেন, শেরে বাংলা বলিয়া জানিবেন। হে খোদা! তুমি তাঁহাকে শত্রুর অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিও।

গাউছুল আজম হজরত শাহ্ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) এঁর জন্য আমার মুখের হাজার হাজার (মারহাবা) প্রশংসা গীতি ধ্বনিত হউক। যিনি পূর্বাঞ্চলে আবির্ভূত কুতুব বলিয়া জগতে খ্যাত। পৃথিবীর প্রান্তসমূহ যাঁহার ফয়জ বরকতে পরিপূর্ণ। তাঁহার অলৌকিকত্ব গণনার বহির্ভূত। বহু অখ্যাত ব্যক্তি তাঁহার ফয়জ বরকতে বা আধ্যাত্মিক প্রভাবে পূর্ণ মানবতা প্রাপ্ত। মাইজভাণ্ডার শরীফে তাঁহার শান্তিময় অবস্থান। আজিজুল হক মন প্রাণে তাঁহার জন্য উৎসর্গিত।

হে মহান প্রভু! গাউছুল আজমের উছিলাতে তাঁহার আজিজকে-গাউছুল আজমে বিলীন করিয়া দাও। (১)

---

(১) نظر عقیدت منجانب عاشق رسول الحاج امام شیر
بنکاله مولنا سید محمد عزیز الحق صاحب (القادری رح)
صدر جمعیت علماء مشرقی پاکستان.چانکام شریف

هزاران مرحبا ورد زبانم * برای احمد الله غوث الاعظم
بقطب مشرق مشهور عالم * از و پر فیض شد اطراف عالم
کراماتش بروز حد شمارست * بسا ناقص زفیضش پر کمال ست
بمیجبهنزار شده ارام کاهش * عزیز الحق بجان ودل فدایش
خداوندا بحق غوث الاعظم * عزیزش را بکردان غوث الاعظم

বেলায়তে মোত্লাকা

আমাদের দিশারী, রক্ষক, পাকিস্তানের মহান সম্রাট, হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর প্রতি হাজার হাজার ধন্যবাদ, প্রশংসা গীতি ধ্বনিত হউক।

শাহেন শাহে মদীনার পক্ষ হইতে এই উপাধি ঘোষণা করা হইয়াছে। অলীগণের মুখেও এই ধ্বনির উচ্চবাণী শুনিতে পাই। তাঁহার প্রশংসা ও উচ্চমান, হীন আজিজের জ্ঞানের বাহিরে। যাহার আলোকে সমগ্র বাংলা আলোকিত হইয়াছে।

হে বারে খোদা! তাঁহাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আমার এই দোয়া বিশ্বনবী মোস্তফার (সঃ) উছিলায় কবুল কর।

এই কবিতার লিখককে যদি জানিতে চাও, শেরে বাংলা বলিয়া জান। তিনি অলীগণের মোনকেরদের প্রাণঘাতি বিষতুল্য।" (১)

হজরত গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর কামালিয়ত জহুরের সময়–একজন লোকের আনিত হাদিয়া একটি বড় গোল তরমুজ,

---

(১) نذر عقیدت بحضرت غوث الاعظم قطب الاقطاب
حضرت مولانا شاه سید احمد الله القادری
میجبهنزاری باشنده چاٹگام شریف
منجانب غازی ملت امام اهلسنت سید المناظرین
سلطان الواعظین حضرت الحاج علامه شاه سید
محمد عزیزالحق (شیربنگاله) القادری (رح)
صدر جمعیت علماء مشرقی پاکستان وبانی جامعه
عزیزیه ودودیه سنیه هاٹهزاری چاٹگام شریف
بنگله دیش

بهر آن سلطان پاکستان هزاران مرحبا ✻ خواجه ما احمد الله غوث الاعظم مرحبا
از شهنشاه مدینه این خطابش آمده ✻ از زبان اولیاء مژده چنان مسموع شدد
وصف اورا کی تواند این عزیز ناتمام ✻ از وجودش ملك بنگاله شدد روشن تمام
یا الهی جنت الفردوس اورا کن عطا ✻ این دعا مقبول گردان از طفیلے مصطفےٰ
نام ناظم گر تو خواهی شیر بنگاله بدان ✻ منکران اولیاء راسم قاتل بیگمان

তাঁহার বাল্যকালের ওস্তাদ আজিমপুর নিবাসী জনাব মওলানা মুহাম্মদ শফী (রঃ) ছাহেবের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। জনাব মওলানা ছাহেব, তাঁহার কথা হজরত কেব্‌লার এখনও স্মরণ আছে দেখিয়া যারপর নাই সুখী হইলেন এবং তরমুজটি হাতে লইয়া আল্লাহতায়ালার নিকট দোওয়া করিলেন, তাঁহার কথা যেমন হজরত স্মরণ রাখিয়াছিলেন; গোলাকার তরমুজের মত পৃথিবীর লোকেরাও যেন তাঁহার কথা চিরকাল স্মরণ করে। উক্ত বর্ণনাটি মওলানা মুহাম্মদ শফী ছাহেবের দৌহিত্র, ছিলোনীয়া নিবাসী মওলানা আহমদুর রহমান ছাহেব, হাইদচইক্ষ্যা নিবাসী হাফেজ মুহাম্মদ দৌলত খাঁ ছাহেবের নিকট বর্ণনা করেন।

নদওয়াতুল মোয়াল্লেফিনের ৪র্থ রচনা "আলহাদী" নামক গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় হাটহাজারীর মওলানা নজির আহমদ ছাহেব লিখিয়াছেন, চট্টগ্রামের অন্তর্গত মাইজভাণ্ডার গ্রামের হজরত শাহ্ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব হাটহাজারী মদ্রাসা স্থাপিত হওয়ার বহুদিন পূর্বে অত্র মদ্রাসার স্থান মাপিয়া, মদ্রাসার স্থান নির্দেশ ও মদ্রাসা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। (১)

হজরতের "বেলায়তে মুহিত" বা সর্ববেষ্টনকারী বেলায়তের পরিচয় ঃ–

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ জুনির বাপের মসজিদের প্রতিষ্ঠাতার বংশধর আবদুর রহমান তেলওয়ালা পীং আবদুল আজিজ নামক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, একদা দিল্লী নগরীর রাস্তার ধারে একজন ভিক্ষুকের মত লোককে দেখিয়া এক আনা পয়সা হাতে লইয়া পাশ কাটাইতেই উক্ত লোকটি বলিয়াছিল "আমার পয়সা এক আনা আমাকে দাও।" পয়সা এক আনা দেওয়ার পর বলিল "দেখত আমার নিকট কত পয়সা হইয়াছে!" লোকটি গুনিয়া বলিলেন, "এক পয়সা কম দশ আনা" পুণরায় লোকটি বলিলেন "আবার গুনিয়া দেখ" পরে গুনিয়া দেখিলেন দশ আনা। উক্ত ফকির পরে বলিলেন "তোমার সার্টের জেবে একখানা আটআনি আছে তাহা আমাকে দাও এবং আমার এখান থেকে আটআনা তুমি নাও। পয়সা আমার বোঝা হইয়াছে।" পরে বলিলেন "আমার হাত এবং পায়ে ব্যাথা হইয়াছে একটু দাবিয়া দাও।" তিনি তাহাই করিলেন। ফকির আবার বলিলেন "এক আনার নানরুটি এবং এক আনার চনার ডাইল আনিয়া আমাকে খাওয়াও।" তিনি তাহাও করিলেন। পরক্ষণে বলিলেন "তুমি টাকা পাঠাইয়াছ, তাহার রসিদ কলিকাতায় গিয়া পাইবে। চিন্তার কিছুই নাই। তোমার স্ত্রী তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের খতনায় গিয়াছে, খুশিতে আছেন, ভাল আছেন। আমাকে উঠাইয়া দাও, তুমি তোমার পথে চলিয়া যাও।" উঠাইয়া দেওয়ার পরে দেখেন যে, তিনি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন।

অনেক দিন পরের কথা। বর্ণনাকারী বোম্বাই গিয়াছেন, ষ্টীমার ঘাটে পূর্ব বর্ণিত

---

(১) মওলানা নজির আহমদ ফাজেলে জামেয়া ইস্‌লামিয়া সুরাট, বোম্বাই, নাজেমে নদওয়াতুল মোয়াল্লেফিন, হাটহাজারী চট্টগ্রাম ১৯৫৪ইং।

লোকটিকে লাঠি ভর দিয়া রাস্তায় চলিতে দেখিয়া তাহার সামনে গিয়া দাঁড়ান। সামনে দাঁড়াইতেই লোকটি বলিলেন, "তুমি আমাকে চিন? আমিতো তোমাকে চিনিনা। খাজা বাবা তোমাকে কি বলিয়াছেন?" তিনি উত্তরে বলিলেন "আমি আপনাকে চিনি। আমি বাঙ্গালীর ছেলে খাজা বাবা আরবীতে কি বলিয়াছেন আমি বুঝি নাই।" তখন ফকির বলিলেন "দেখ রসুনের কোষ অনেক হইলেও জড় এক। ইহা বলেন নাই?" বলিলাম, হ্যাঁ বলিয়াছেন। পুণরায় বলিলেন, সেই জড় ভাণ্ডারে। তুমি সেখানে চলিয়া যাও।" বর্ণনাকারী আরো বলেন যে, তিনি জনাব মতিউর রহমান শাহ্ ছাহেবের পিছনেও অনেক ঘুরাফিরা করিয়াছেন। শাহ্ ছাহেব বলিতেন, "তুমি বিনাজুরি যাও। তোমার জন্য ভাতের পাতিল রাখিয়াছেন। আমার কাছে আসিও না।"

ফটিকছড়ি থানার হাইদচকিয়া নিবাসী মৃত আমিনুর রহমান মাতবর ছাহেবের পুত্র প্রখ্যাত হাফেজ দৌলত খাঁ ছাহেব বর্ণনা করেন ঃ-

আমাদের পার্শ্ববর্তী আজিমপুর গ্রাম নিবাসী মুন্সী আনোয়ার আলীর পুত্র মুন্সী আবদুচছোবহানের মুখে শুনিয়াছি তাহার এক ভাই ও এক ভগ্নি একই সময়ে সান্নিপাতিক জ্বরে আক্রান্ত হয়। ঐ সময় তাহার পিতা তাহাকে মাইজভাণ্ডার ফকির মওলানা ছাহেবের নিকট পাঠান। তিনি মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে আসিয়া হজরত ছাহেব কেব্‌লাকে দায়েরা শরীফে শুইয়া থাকা অবস্থায় দেখিতে পান। কিছু বলার সুযোগ না পাইয়া মুন্সী ছাহেব বসিয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পর হজরত খাদেমকে হুকুম করিলেন, "আজিমপুরের ছেলেটিকে বোলাও।" তিনি সামনে হাজির হইলে আদেশ করিলেন, "এক লোটা পানি আন।" পানি আনিলে উহা তিনি সামনের গাছের গোড়াতে ঢালিয়া দিলেন এবং পরপর আরো দুই লোটা পানি আনাইয়া একলোটা গাছের গোড়ায় দিলেন অপর লোটা দিয়া তিনি অজু করিলেন এবং তাহাকে বাড়ী চলিয়া যাইতে বলিলেন। তিনি বাড়ী গিয়া জানিতে পারেন যে, তাহার মাতা ছাহেবানী পুকুরে গিয়াছিলেন, আসিয়া দেখেন যে রোগী দুইজনের বিছানা পত্র ভিজিয়া গিয়াছে। পার্শ্ববর্তী গৃহের শত্রুভাবাপণ্ন একজন মেয়েকে সন্দেহ করিয়া তিনি তাহার উদ্দেশ্যে ভৎর্সনা বাক্য প্রয়োগ করিলে উক্ত মেয়েটি কসম করিয়া বলে যে, সে ইহা করে নাই। রোগীদের নিকট জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলে যে, পানি কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা তাহারাও জানে না। তবে তাহাদের গায়ে পানি লাগার পর হইতে তাহারা আরাম অনুভব করিতেছে। তাহাদের ক্ষুধা পাইয়াছে। আবদুচছোবহান ছাহেব দরবার শরীফ হইতে ফিরিয়া যাওয়ার পর সমস্ত কিছু শুনিয়া বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ইহা হজরত ছাহেবের "তছর্রোফাত" ছাড়া আর কিছুই নহে।

মওলানা সৈয়দ আবদুল করিম মদনীর (রহঃ) রায় ঃ-

নালাপাড়া নিজ বাসার অধিবাসী অবসর প্রাপ্ত রেলওয়ে অফিসার শেখ মোছলেহুদ্দীন ছাহেব বর্ণনা করেন ঃ-

একদা উপরোক্ত সৈয়দ ছাহেব বলেন, "শেখ মোছলেহুদ্দিন! আরব রাজ্য ছাড়া আমি বহুদেশে-ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ছায়র করিয়াছি। চট্টগ্রাম আমার শেষ ছায়র। মাইজভাণ্ডারের

মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ছাহেবের মত জবরদস্ত অলীউল্লাহ আমি কোথাও পাই নাই।"

মওলানা হাফেজ সৈয়দ শিরিকুটি ছাহেবের রায় ঃ–

চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লাস্থ খান সাহেব মওলানা আবদুল হালিমের সুযোগ্য পুত্র এডভোকেট মুহাম্মদ মাহমুদ জালাল সাহেব বর্ণনা করেন ঃ–

মওলানা শিরিকুটি ছাহেবের একজন মুরীদ, মওলানা ছাহেবকে বলেন! "মাইজভাণ্ডারী ছিলছিলার মুরীদেরা গান-বাদ্য সহকারে মজলিস করে, ভাব বিভোর নৃত্য করে, এই বিষয়ে আপনি কি বলেন?" উত্তরে তিনি বলেন, "দেখ, তিনি এই জমানার বাদশা আউলীয়া। হুকুমত তাঁহারই। ইহার আমি কি বলিতে পারি?"

জনাব শিরিকুটি ছাহেবের অপর মুরিদ–আমির হোসেন, পীং–আজগর আলী, সাং–আবুরকান্দি, জিলা–কুমিল্লা (D.S.B) চট্টগ্রামে পুলিশের চাকুরী করে। তিনি বর্ণনা করেন ঃ–

জনাব পীর ছাহেব বলিতেন, মাইজভাণ্ডারে দুইটি লাইন আছে। উত্তরের দিকে যাইওনা। দক্ষিণের হিস্সায় যাইতে পার। তবে তোমার পক্ষে না যাওয়াই ভাল। ফলে এতদিন আসি নাই। বিগত ১৫/২/১৯৬৯ইং তারিখে আমাকে আসিতে নির্দেশ দেন। পরে ৫/৩/৬৯ইং তারিখে আহ্বান পাই। বলেন ঃ– "আস আমার আওলাদ আছে।" তাই অদ্য ৬/৩/১৯৬৯ইং তারিখে আপনার সঙ্গে দেখা এবং হুজুরের জেয়ারত উদ্দেশ্যে আসিলাম।

মওলানা আবদুল হক মরিয়ম-নগরী ছাহেব বর্ণনা করেন ঃ–

চট্টগ্রাম জামে মসজিদের ভূতপূর্ব ইমাম ও চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদ্রাসার ভূতপূর্ব মোদাররেছ, মোহাদ্দেছ মওলানা ছফিউর রহমান ছাহেবের জামাতা, জনাব মওলানা আবদুল হক মরিয়ম নগরী ছাহেবকে "মাইজভাণ্ডারী"বলিয়া ঠাট্টা করায় মওলানা ছফিউর রহমান ছাহেব অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার জামাতাকে তিরস্কার করেন। জামাতাকে ইহাও বলিয়া দেন যে, মাইজভাণ্ডার দরবার সম্বন্ধে যেন ভবিষ্যতে কিছু না বলেন। কারণ উক্ত দরবারের শান খুব বড়, ইহা তাহাদের বোধগম্য হইবে না।

১৯৫৬ ইংরেজীর ৫ই এপ্রিল তারিখে উর্দু শায়ের তোফায়েল আহমদ "নইয়র" ছাহেব, হজরত কেব্‌লার বাগের মুখে লোটা নিক্ষেপে ভক্ত উদ্ধার শীর্ষক ঘটনাটি কেন্দ্র করিয়া যে উর্দু কবিতাটি রচনা করেন এবং আমাকে শুনাইয়া কপি হাওলা করেন, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

শায়ের নইয়র ছাহেবের উর্দু কবিতার সারমর্ম ঃ–

"আমি ওয়ালীয়ে ভাণ্ডারের এই রকম একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলাম; যাহা তাঁহার একজন ফানাফিশ্‌শায়খ মুরীদকে লইয়া সংঘটিত। সে নেহায়ত দরিদ্র ছিল। একদা তাহার মনে জাগিল, সে কাঠ কাটিয়া উহার বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা তাহার মোরশেদের জন্য কিছু দুধ লইয়া যাইবে। ঘটনাচক্রে লাকড়ি কাটিতে পাহাড়ে গেলে তথায় এক ব্যাঘ্র

তাহাকে আক্রমণে উদ্যত দেখিয়া সে হজরত গাউছুল আজম নাম উচ্চারণ করিয়া ফরিয়াদ করার সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে একটি লোটা আসিয়া বাঘের মুখে পতিত হয় এবং বাঘ পলাইয়া যায়। হজরত কেব্‌লা ঠিক সেই সময় নিজ বাড়ীতে পুকুর পাড়ে অজু করিতেছিলেন। লোকটি উক্ত লোটাটি লইয়া দরবার শরীফে আসিয়া ঘটনা শুনাইলে হজরত হাসিয়া বলিয়াছিলেন।

"যে কেহ আমার সাহায্য প্রার্থনা করিবে তাহাকে আমি উন্মুক্ত সাহায্য করিব। আমার সরকারের এই প্রকৃতি হাসর তক্ জারী থাকিবে।" (১)

---

(১) নইয়র ছাহেবের উর্দু কবিতা ঃ-

واقعہ شیر - منظوم

از طفیل احمد نیر(رح) رنکونی

یون رقم هے اك کرشمه والی بهنزار کا

واقعه هے اك مرید با صفا کردار کا

اك مرید انکا تها بالکل مفلس وبیکس غریب

وه لکڑ هارے کا پیشه کر رها تها بد نصیب

هوتی جاتی تهی فنا فی الشیخ کی منزل قریب

اتفاقا پیش آیا واقعه بهی کیا عجیب

دمبدم اسکو ستانے لگ کی یاد حبیب

دل مین پیدا شوق تها جو پیر کے دیدار کا

یون رقم هے اك کرشمه والی بهنزار کا

کهر مین اُس بیکس کے دو وقت کا کهانا نه تها

ترك شوق دید کرتا پهر بهی وه ایسا نه تها

انتهای غم کا پیکر صورت دیوانا تها

پیر کے خدمت کے لابق کوی نزرانه نه تها

زر نه تها دولت نه تهی سامان شاهانه نه تها

چل پڑا کهر سے وه لیکر نام اس کرتار کا

یون رقم هے اك کرشمه والی بهنزار کا

نا مناسب راسته وه کو هسارون کے در از

পরবর্তী পৃষ্ঠায়

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা হইতে আগত

اونچی نیچی کھابیان وہ دشت وجنکل وہ جہاز
جا رہا تنہا والہانہ مستانہ وار
الامان وہ کوہ کا دامن وہی رنک پہاڑ
وای قسمت کی خرابی وای قسمت کی بکاڑ
ایک بھیانک سلسمان تھا وادی پر خار کا
یون رقم ہے ایک کرشمہ والی بھنڑار کا
کا تکر جنکل سے اس مرد خدا نے لکڑیان
باندھکر ایک بوجہ لادا ہوکیا اخر روان
سوچھتا جاتا تھا دل ہی دل مین وہ اشفتہ جان
بیچکر ان لکڑیون کو جو رقم ملجاے یان
مول لونگا دودہ اور اقا کو دونکا ارمغان
اللہ اللہ یہ کلیجہ مومن نادار کا
یون رقم ہے اک کرشمہ والی بھنڑار کا
پس وہ اپنی دھن مین تھا اخلاص کا پیکر روان
دفعۃ اک شیر نر آیا تڑف کرنا کھان
ہوش اسکے کم ہوے پس دیکھتے ہی یہ سمان
تھا قریب اسپر وہ حملہ کردے بڑھکر بیکمان
غوث الاعظم المدد کھکرپکارا جب وہان
اسرا اسکو ملا فورا شہ بھنڑار کا
یون رقم ہے اک کرشمہ والی بھنڈارکا
دوسری جانب کا سنے حال اب تو ہوبہو
غوث الاعظم کر رہے تھے اس کھڑی بینہے وضو
تھے مرید با صفا کھیر ے ہوے وان چار سو
یک بیک حضرت نے پھینکا افتابہ سوے جو
سب کے سب تھے دم بخود کرتے نہ تھے کچھ کفتکو
کیا پتہ کیا راز تھا اس حامل اسرار کا

পরবর্তী পৃষ্ঠায়

বেলায়তে মোত্‌লাকা

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) সমসাময়িক "বুজুর্গানে দীনে মতীন"দের মধ্যে জৈনপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ আউলীয়া, মওলানা কেরামত আলী সাহেবের বংশধর মওলানা হাফেজ আহমদ ছাহেব ও মওলানা শাহাবুদ্দীন ছাহেব তাঁহার খেদমত শরীফে হাজির হইয়া ফয়জ হাছেল করিয়াছেন। তাঁহারা হজরত সম্বন্ধে উচ্চ মন্তব্য করিয়াছেন। এইরূপ প্রসিদ্ধ গাজীপুরী শাহ্ ছাহেব ও মোহাজেরে মক্কী "ছাহেবে দলায়েল" হজরত সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা হুজুরের জীবনীতে লিপিবদ্ধ আছে।

হিন্দু সাধকদের মধ্যে তৈলঙ্গ স্বামী (১) ও নয়াপাড়া মৌজার তারাচরণ সাধু প্রমুখ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা তাঁহার বেলায়তের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে উচ্চস্তরের মন্তব্য করেন।

এই দেশের বড় বড় আলেম ফাজেল্‌রা কিরূপ তাঁহার গুণ-মুগ্ধ ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাহা তাঁহার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা হইতে আগত

یوں رقم ہے اک کرشمہ والی بہنڑار کا
اب ادھر کا حال سنئے وہ مرید با صفا
المدد یا غوث الاعظم کہکے وہ سنبھلا ذرا
چاہتا تہا شیر اسپر حملہ کردے بر ملا
دفعۃ ایک افتابہ اسکے مستک پر پڑا
دیکہتے ہی دیکہتے وہ شیر ٹہنڑا ہوگیا
ہوگیا اعجاز ظاہر اس شہ دیندار کا
یوں رقم ہے اک کرشمہ والی بہنزار کا
اس مرید با صفا نے افتابہ لے لیا
اور سوے منزل مقصود فورا اچل دیا
اور پہونچکر کہا سنایا اس نے سارا ما جرا
مسکرا کر بول اٹہے غوث الاعظم با صفا
جو مدد ما نگے کا مجسے دونگا اسکو بر ملا
حشر تک شیوہ رہیگا یہ میرے سرکار کا
یوں رقم ہے ایک کرشمہ والی بہنزار کا

(১) কাশীর সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধ মহাপুরুষ। পিতৃদত্ত নাম তৈলঙ্গধর। ইনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তিনি "মহাবাক্য রত্নাবলী" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

তাঁহার ভক্ত অনুরক্তদের রচিত গান গজল প্রভৃতিতে তাহাদের ভক্তি– শ্রদ্ধা ও মনোভাব পরিব্যাপ্ত ও ব্যক্ত আছে।

মওলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী, মওলানা আবদুল গণী কাঞ্চনপুরী, মওলানা আমিনুল হক হারবাঙ্গিরী, মওলানা কাজী আছাদ আলী, জনাব আমিরুজ্জমান শাহ্ পটিয়া– চট্টগ্রাম, মওলানা ছৈয়দ মোছাহেব উদ্দীন শাহ্পুরী, মওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী, কবি আবদুল হাকীম ও ফজলুর রহমান চৌধুরী– চট্টগ্রাম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পরে কবিয়াল বাবু রমেশশীলও উল্লেখযোগ্য।

এইরূপ বিভিন্ন এলাকার জনগণ ছাড়াও স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন সমাজেরও স্বতঃস্ফুর্ত ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; যেমনঃ- নাজিরহাট জামেয়া মিল্লিয়া "আহ্মদিয়া" সিনিয়ার মদ্রাসা তাঁহার পবিত্র নামের স্মৃতি বহন করিতেছে। নানুপুর, গাউছিয়া সিনিয়ার মদ্রাসাও তাঁহার গাউছিয়তের ফজিলতের সাক্ষী স্বরূপ বর্তমানে আছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম জনাব মওলানা তোফাইল আহ্মদ ছাহেবের পিতা মরহুম জনাব মওলানা ওবাইদুর রহমান ছাহেব। তিনি হজরতের মুরীদ ও কামেল খলীফা ছিলেন। স্থানীয় চাড়ালিয়া হাটস্থ "মাইজভাণ্ডার আহমদিয়া" হাইস্কুলটিও হজরতের পবিত্র নামের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। ভাণ্ডার শরীফ আহমদিয়া (ম্যানেজ্ড) প্রাইমারী স্কুলটি তাঁহার নামে প্রতিষ্ঠিত। এই এলাকার চার পাঁচটি ইউনিয়ন ও সদর চট্টগ্রামের সহিত সংযোগ রক্ষাকারী সি, এন্ড, বি, রাস্তার সঙ্গে যুক্ত "শাহ্ আহ্মদুল্লাহ" নামক ডি, বি, রাস্তাটিও তাঁহার পবিত্র নামের স্মৃতির বাহক দেখা যায়। ইহার ফলে এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি পশ্চিমে নাজিরহাট রেলওয়ে ষ্টেশন, চট্টগ্রাম সদর বা রামগড় রোড এবং পূর্বে ইছাপুর সদর রোড দ্বারা উত্তরে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং দক্ষিণে কাপ্তাই রাস্তার বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে জরুরী যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেছে।

হজরতের পবিত্র স্মৃতিসমূহ সন্দর্শন ও ইহার অনস্বীকার্য উপকারীতায় স্থানীয় গুণ-মুগ্ধ জনগণ তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অহরহ নিবেদন করিতেছে।

হজরত কেব্লা কাবা "ছায়রে মা'আল্লার" অধিকারী মজজুবে ছালেক ছিলেন। তিনি রসূল করিম (সঃ) এঁর মত জনগণের সঙ্গে মেলামেশা করিতে সমর্থ ছিলেন। হজরত মঙ্গল-ইচ্ছুক ও ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন গাউছুল আজম ছিলেন। তাই তিনি তাঁহার নিকট আগত লোকের নাম পরিচয় ও ঠিকানা জানিয়া তাহার ফরিয়াদের বা-কিছু বলার অধিকার দিতেন এবং তিনি নিজ মঙ্গলকামী ইচ্ছা শক্তিকে উর্দ্ধশক্তি জগতে উত্থিত করার সঙ্গে সঙ্গে ফরিয়াদকারীর মনোবাসনা পূর্ণ হইয়া যাইত। ইহাকে সাধারণ লোকের পরিভাষায় দোওয়া এবং ছুফী পরিভাষায় তছার্রোফ বলা হয়। যাহা সংঘটিত হইতে অবগতি, মঙ্গলকামী ইচ্ছা ও কাজ করার রূহানী শক্তির একত্র সমাবেশ একান্ত দরকার।

এই কারণে হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ভিন্ন জাতিরা তাঁহাকে অন্তর্যামী ফকীর মওলানা এবং মুসলমানেরা গাউছুল আজম বলিয়া অভিহিত করেন।

তাঁহার উপরোক্ত ফজিলতাদির কারণে মাইজভাণ্ডার গ্রামখানি মাইজভাণ্ডার শরীফ নামে আখ্যায়িত হইয়া তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। যেহেতু জনগণ মনে করে

খোদার ইচ্ছা শক্তিতে তাঁহার দরবার শরীফ, ভক্ত জনগণের মনোবাসনা পূরণের ভাণ্ডারে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, তিনি বিশিষ্ট জনগণের অন্তর বিজয়ী এবং সূক্ষ্ম জগতের বৈশিষ্টাদির অধিকারী।

হাফেজ সিরাজীর (রঃ) পরিভাষায় বলিতে হয়, হে বারে খোদা! ইহা কেমন সুস্বাদু তেলচট্ আকর্ষি শরাবখানা, যাহার দরজা হাজত মকছুদ পূরণের "কেব্‌লা" ও দোওয়ার মেহরাবে পরিণত দেখিতেছি। (১)

---

(১) دیوان حافظ رحمة الله علیه

کیست در دی کش این میکده یا رب که درش
قبله حاجت و محراب دعا می بینم

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বেলায়তে মোকাইয়্যাদা যুগ বিকাশ ঃ–

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা চিরাচরিত প্রথানুযায়ী প্রতি যুগে নবী-অলীযোগে যুগ সংস্কার করতঃ খোদা পরিচিতির পথ সহজ ও সুগম করিয়াছেন।

নবুয়ত যুগের পর নানা বিবর্তনের মধ্যে মুহাম্মদী দীনে মতীনের অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য ধর্মে যখন পার্থিব এখ্‌তেলাফ বা মতানৈক্য দানা বাঁধিয়া ইসলামী জগত বিভ্রান্ত ও নানা বাঁধার সম্মুখীন হইতেছিল, তখন আল্লাহতায়ালা "মুহীউদ্দীন" অর্থাৎ ধর্মকে পুনরুজ্জীবিতকারী উপাধিধারী হজরত পীরানে পীর দস্তগীর গাউছুল আজম হজরত শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) কে (১) যুগোপযোগী ধর্ম সংস্কারক রূপে বেলায়তে ওজমার অধিপতি করিয়া প্রথম গাউছুল আজম ও কুতুবুল আক্‌তাব রূপে পাঠান। ইহা নবুয়ত সমাপ্তির প্রায় পাঁচশত বৎসর পর ধর্ম মত-বিরোধ যুগের প্রথম দাওরা বা বৃত্ত।

এতদিন শরীয়ত প্রাধান্য শাসনতন্ত্র পরিচালিত থাকায় তিনি শরীয়তে ইসলামী মোকাইয়্যাদা মতে তরীকত পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিল আছালত গাউছুল আজম এফতেতাহীয়া বা আরম্ভকারী ও বিদ দারাছাত কুতুবুল আক্‌তাব মোকাইয়্যাদায়ে মুহাম্মদী শরীয়ত শাসনাধীন ছিলেন।

সেই সময়ে সোলতানুল হিন্দ হজরত গরীবে নাওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন চিস্তি (কঃ) কে কুতুবুল আক্‌তাব বিল আছালত এবং তাঁহারই মধ্যস্থতায় গাউছিয়াত ফয়জ প্রাপ্ত হইয়া বিল বেরাছাত গাউছিয়তের অধিকারী ও আজমিয়তের শানে মোতাজাল্লা বা বিকশিত দেখা যায়। (ওফাত ৬৩৩ হিজরী)

হজরত গাউছুল আজম মুহীউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এঁর ফয়জ প্রাপ্ত ও তাঁহার প্রভাবে পরিচালিত আরো অনেক "উলিল আযম" অলী দেখা যায়; যাঁহারা সকলেই শাসন ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণে শরীয়তে ইসলামী মোকাইয়্যাদায়ে মুহাম্মদী মতে তরীকত ব্যবস্থা ও হেদায়ত কার্য পরিচালনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বেলায়তে মোত্‌লাকা যুগ পরিবর্তিত ঃ–

ইহার পর পুনঃ ছয় শতাধিক বৎসর সময়ের ব্যবধান ও ইসলামী হুকুমতের অবসানের ফলে ইসলামী ধর্ম জগতে নানা এখ্‌তেলাফ বা মতানৈক্য দেখা দেয়। তখন পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা তাঁহার বাতেনী শাসন পদ্ধতির প্রথানুযায়ী সমুচিত হেদায়ত ও উপযুক্ত শক্তিশালী তরীকতের প্রভাবে জগদ্বাসীকে অন্ধকার হইতে

---

(১) হজরত পীরানে পীর দস্তগীরের জন্ম ৪৭১ হিজরী ওফাত ৫৬১ হিজরী।

বেলায়তে মোত্‌লাকা

সহজতমভাবে উদ্ধার মানসে, বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মুহাম্মদীকে "বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী" রূপে পরিবর্তিত করেন; যাহা বেলায়তের বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন বাধাহীন বিকাশ ও সর্ববেষ্টনকারী বেলায়ত শক্তি। ইহা বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদকে নীতিগতভাবে একই দৃষ্টিতে দেখে। কারণঃ– ইহা মনে করে যে বিভিন্ন মতবাদের "মত ও পথ" বিভিন্ন হইলেও প্রত্যেকের গন্তব্যস্থল এক। এই বেলায়ত শক্তি ধর্মজগতের ও সমাজ জীবনের আবর্তন-বিবর্তনমূলক শ্রেষ্ঠতম স্বাভাবিক ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া বিশিষ্ট যুগ। যাহাকে বিশ্ব বেলায়ত বা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠাতা শক্তি, সনাতন ইসলাম বলা যায়।

এই বেলায়ত, জজ্‌ব ও ছুলুকের সংমিশ্রণে ইহার অধিকারীকে নবী করিম (সঃ) এঁর পূর্ণ নবুয়ত ও বেলায়তের যুগলরূপ বিকাশ দান করিতে সমর্থ হয় এবং হাদীয়ে মাহদীরূপে হজরত ঈছা (আঃ) এঁর বেলায়তী স্বরূপকে একত্রে সমাবেশ করিতে সক্ষম। মওলানা রূমী (রঃ) বলেনঃ–

"হে পথের সন্ধানী! তোমরা জানিয়া রাখ তিনিই প্রকৃত হেদায়ত প্রাপ্ত ও হেদায়তকারী, যাহার নজর বা দৃষ্টি, দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত বস্তুতে একই সমান।" (১)

হজরত গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) মধ্যে মধ্যে বলিতেনঃ–

"তুমি আমার সামনে থাকিয়াও যদি স্মরণ বিচ্যুত থাক (তাহা হইলে) তুমি এয়ামন দেশে এবং এয়ামন দেশে থাকিয়াও যদি আমার স্মরণ বিচ্যুত না হও, তুমি আমার সামনে।" (২)

বেলায়তে মোত্‌লাকা যে তৌহীদে আদ্‌য়্যানের বা ধর্ম ঐক্যের সমর্থক তাহার প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কোরআন পাকের আয়াতসমূহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। (৩)

---

(১) مثنوی شریف

هادی ومهدی وی ست ای راه جو ❊ هم نهان وهم نشسته پیشرو

(২) حضرت اقدس قدس سره الباری کا مقوله شریف

اگر پیش منی در بمنی گربے منی ❊ کردر بمنی پیش منی کربا منی

(৩) سورة البقرة ٦٢ اية

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ

اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ

"যাহারা খোদা বিশ্বাসী এবং যাহারা ইহুদী নাছারা (খৃষ্টান) বা ছাবেয়ীন, যেই হউক না কেন, যদি তাহারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য করে তাহার পুরস্কার আল্লাহতায়ালার নিকট রক্ষিত আছে। তাহাদের কোন ভয়ভীতি এবং অনুতাপ নাই।" (ছুরা বাকারা ৬২ আয়াত)

মানব জাতির উপর আল্লাহতায়ালা যে আমানত অর্পণ করিয়াছেন তাহা মায়ারেফাত ও তৌহীদই, সুতরাং ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে প্রত্যেকেই এই তৌহীদ ও মায়ারেফাতের আমানতের বোঝা বহনকারী। যদি আদায় না করে আল্লাহতায়ালার আমানতের খেয়ানত হইবে। যেমন ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ– (১)

ধর্মসাম্য-বা-তৌহীদে আদ্‌য়্যানের নিকট যে সর্বধর্মের নৈতিক লক্ষ্যবস্তু এক এবং কোন ধর্ম যে ইহার নিকট হেয় নহে ইহার পোষকতায় নিম্ন আয়াতটি দেওয়া হইল।

"তোমরা কি খোদার কোন কেতাবকে বিশ্বাস এবং কোন কেতাবকে অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্যে এই রকম যাহারা করে বা কর তাহারা সংসারে অপদস্থ এবং কেয়ামতের দিন কঠোর আজাবের দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে। আল্লাহ নিশ্চয় তোমরা যাহা করিতেছ তাহার সম্বন্ধে অবগত আছেন।" (২) (ছুরা বাকারা ৮৫ আয়াত)

---

(১) فى احياء العلوم والدين صفحه ١٢ من الجزء الثالث

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ

فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ وَتِلْكَ الْأَمَانَةُ هِيَ الْمَعْرِفَةُ وَالتَّوْحِيْدِ

(২) سورة البقرة ٨٥ اية

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ - فَمَا

جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ

الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلٰى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ٥

বেলায়তে মোত্‌লাকা

"যাহারা বলে বেহেস্তে নাছারা ও ইহুদী ছাড়া অন্য কেহ যাইতে পারিবে না; ইহা তাহাদের মনগড়া কথা।

বল হে মুহাম্মদ (সঃ)। তোমরা যদি সত্য হও, তোমাদের সামনে প্রমাণ উপস্থিত কর।" (বাকারা ১১১) (১)

"বরং ইহাই সত্য; যে কেহ আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তীত এবং সৎকার্যানুরাগী হয়; তাহার জন্য তাহার খোদার নিকট পুরস্কার নিহিত। তাহাদের জন্য কোন ভয়ভীতি নাই এবং তাহারা তিক্ততাও অনুভব করিবে না।" (বাকারা ১১২) (২)

অতএব বুঝা যায়, ইহুদীদের মত যাহারা মনে করে বেহেস্ত কেবল তাহাদের জন্য তাহারাও এই হুকুমের অন্তর্গত।

উপরোক্ত আয়াত সমূহের পোষকতায় "ঈমানে মোজ্‌মলের" মর্মার্থ দেওয়া গেল।

"আমি বিশ্বাস করি খোদা বিদ্যমান আছেন। খোদার ফেরেশ্‌তা (কর্মকর্তার সূক্ষ্মশক্তি) ও কেতাব সত্য। সমস্ত নবী বা প্রেরিত পুরুষগণের প্রতি বিশ্বাস রাখি। আমি নবী বা প্রেরিত পুরুষগণের মধ্যে কোন তারতম্য বা ভিন্নমত পোষণ করিনা।"

এই ঈমানে মোজ্‌মলের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া মওলানা রূমী (রঃ) বলেন, পাকা ঘরের খটরকে তোপ দাগিয়া বিলীন করিয়া দাও, দেখিবে পূর্বে খটরে সূর্যের পতিত আলো খটর সমূহের অনুপাতে বিভিন্নরূপে দেখা গেলেও খটর ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ফলে সূর্যের আলো সমানভাবে পতিত হইয়াছে। সূর্যের আলোতে কোন প্রকারের তারতম্য দৃষ্ট হইতেছে না।

তদ্রূপ নবীদের বিভিন্ন ধর্মীয় বিধানগত পার্থক্য যুগোপযোগী এবং তাহাদের

---

(১) سورة بقرة-١١١-١١٢

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ
تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

(২) بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ
رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

ব্যক্তিত্বের প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য হইলেও মূলে নৈতিক ধর্মে ও উদ্দেশ্যে তাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কেবল কর্ম পদ্ধতির পার্থক্য দৃষ্ট হয় মাত্র।

সূরায়ে আনকবুত শেষ আয়াত (৬৯) মতে বুঝা যায়, যাহারা উপাস্যকে বুঝিতে ও জানিতে চেষ্টা করে এবং সৎকার্যানুরাগী হয়, খোদাতায়ালা তাহাদিগকে নিশ্চিত "হেদায়ত" সৎপথ প্রদর্শন করিবে। খোদা সৎকার্যকারীদেরই সঙ্গী (১)

ছুরায়ে আহকাফ ১৩ আয়াত

যাহারা বলে আল্লাহ আমাদের পালন কর্তা এবং ইহাতে আস্থাশীল থাকে, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং কোনরূপ তিক্ততাও ভোগ করিবে না। (২)

বেলায়তে মোত্‌লাকার অধিকারী আউলীয়াগণ বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত শরআনুযায়ী এলমে তাহকীকী ও এলমে কশ্‌ফী অনুযায়ী স্বীয় অধিকার বলে কাজ করেন। অলীয়ে কামেলের কাজ খোদার ইচ্ছাশক্তি ও হেকমত অনুযায়ী হইয়া থাকে। যেহেতু "শাইওনাতে তৌহীদী" এবং "এয়েতেবারাতে অজুদীর" নাম শরীয়ত। যাহাকে এবাদাতে মোতনাফিয়া এবং মায়ামেলাতে এয়েতেবারীয়া এবং এলমে তৌহীদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। (আয়েনায়ে বারী ৭০৭/৭০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ইহা রছুমে শরআর অনুরূপ না হইলেও আছলে শরআর বিরোধী নহে। বরং নবী রসূল পাঠাইবার হেকমতের পর্যায়ভুক্ত কারণ সমূহের শেষ কারণ। (ছুরা আল্ এমরান ১৬৪ আয়াত) অত্র গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ফছুছুল হেকম ফচ্ছে ইদ্রিচী (আঃ) ১১১ পৃঃ, অত্রগ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ এবং ফচ্ছে ওজাইরী (আঃ) ১৭৭ পৃঃদ্রষ্টব্য। অলীয়ে কামেলের কাজ খোদার ইচ্ছাশক্তি ও হেকমত অনুযায়ী হয়। যথা ফছুছুল হেকমের ফচ্ছে ওজাইরী (আঃ) ১৭৭ পৃষ্ঠা।

---

(১) سورة عنكبوت ٦٩ اية

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

(২) سورة احقاف ١٣ اية

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

বেলায়তে মোত্‌লাকা

"তুমি যখন নবীকে মকামে শরআর বাহিরের কথা বলিতে শুন তখন মনে কর ইহা তাঁহার খোদা পরিচিতি ও অলী হওয়ার ফলে বলিতেছেন এবং এই কারণে তাঁহার আলেমে আরেফ ও অলীউল্লাহ হওয়ার মর্তবা ছাহেবে শরীয়ত ও নবী হওয়ার মর্তবা হইতে অগ্রবর্তী।" (১)

কারণ আলেম তিন প্রকার (১) "আলেম বিল্লাহ লা-বে আমরিল্লাহ" (২) "আলেম বে আমরিল্লাহ লা-বিল্লাহ" (৩) আলেম বিল্লাহ অ বেআমরিল্লাহ।"

১ম ব্যক্তি খোদার জ্ঞান রাখেন বটে খোদার হুকুমের খবর রাখেন না। তাই যাহারা মজ্‌জুবে মাহাজ তাহারা শরআর তকলীফ মুক্ত, যেহেতু ভাব বিভোরতার ফলে তাহার বাহ্যিক জ্ঞান লুপ্ত। দ্বিতীয়টি শরাহ–শরীয়ত, বিধি–ব্যবস্থা বিদ্যা অবগত, খোদার পরিচয়হীন, শুধু সংসার ধর্মী। তাই মওলানা রূমী বলেন–যদি তুমি খোদার সঙ্গে মিথ্যা দুনিয়ার মোহ, লোভকে কামনা কর তাহা পাগলামী ও অসম্ভব। (২)

তৃতীয় স্তরের আলেমই শ্রেষ্ঠ আলেম, নায়েবে নবী। ইনি খোদা জ্ঞানবান এবং আহকামেরও খবর রাখেন, যথা হজরত খিজির (আঃ)।

উক্ত বেলায়তে মোত্‌লাকার অধিকারী এই তৃতীয় স্তরের অলীউল্লাহ, বিশ্ববাসী সকল ধর্মাবলম্বীকে কাহারও আচার ধর্মে বাধা না দিয়াও নৈতিক ক্ষেত্রে একত্রিত করিতে সমর্থ। কারণ বেলায়তে মোত্‌লাকা কোন প্রকার ধর্মীয় বিরোধকে সমর্থন

---

(১) فصوص صفحه ۱۷۷

اور جب تم نبی کو ایسا کلام کرتے دیکھو جو حد تشریع سے باهر هے تو وه عارف اور ولی هونے کي جهت سے هے اور اسیواسطے انکا عالم اور ولی هونے کا مرتبه رسالت یا صاحب شریعت یا نبی هونیکے مرتبه سے بڑها هوا هے اور جب تم کسی اهل الله کو کهتے سنو یا کسی اهل الله سے تمهارے طرف منقول هو که وه کهتا هے که ولایت نبوت سے اعلی هے–پس اسکے کهنے والے بهی نبی مراد هوتی هے جو مین نے بیان کی

(২) مثنوی

کرخدا خواهی وهم دنیاے دون * این محالست ومحالست وجنون

করে না। বরং ইহা রোষ বিবর্জিত এবং গন্তব্য পথের মূল উদ্দেশ্য অনুসারেই বিচার করিয়া থাকে।

উপরোক্ত বিষয়াদির পোষকতায় ১৩৭২ বাংলার ২৭শে চৈত্র তারিখে চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীতে প্রকাশিত তিনজন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

বিচারপতি কর্ণেলিয়াসের বার কাউন্সিলে প্রেরিত বাণী ঃ–

"পাকিস্তানের জনসাধারণ আইনের ন্যায় নীতি এবং ইহার প্রয়োগ বিধি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল রহিয়াছেন। ধর্ম বিশ্বাস হইতেই তাহাদের এই শিক্ষা লাভ। জনসাধারণ যদি শরীয়তের বিধি ও ন্যায়নীতির প্রতি সচেতন থাকে তাহা হইলে নৈতিকতার দিক দিয়া তাহারা অন্যায় কার্য হইতে বিরত থাকিবে।"

কেন্দ্রীয় আইন উজির ছৈয়দ জাফর ছাহেব বলেন ঃ–

"মানুষের সমাজ যেহেতু পরিবর্তনশীল, সমাজ বিকাশের প্রয়োজনীয়তার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আইনেরও সংযোজন ও রদবদল প্রভৃতি নিয়মিতভাবে হওয়া প্রয়োজন।" ইমাম শাফী (রঃ) এঁর অভিমত। (১)

মক্কাস্থ ভোজ সভায় বাদশাহ ফয়ছল বলেন ঃ–

"ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম জ্ঞানের ধর্ম। ইসলাম প্রগতির ধর্ম। এমন কোন ভাল মতবাদ নাই; যাহা ইসলামে নিহিত নহে; এমন কোন খারাপ কাজ নাই যাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নির্দেশ ইসলামে নাই।"

বেলায়তে মোত্‌লাকা শরীয়তের বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিলেও হাকীকত বা ইহার উদ্দেশ্যস্থলের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে।

যেমন ঃ–

কোন পাহাড়ী ব্যক্তি যাহার নিকট নবীর দাওয়াত বা আহ্বান পৌছার সুযোগ হয় নাই, তাহার জন্য শুধু এক স্রষ্টা আছে। এইটুকু বিশ্বাসই নাজাতের জন্য যথেষ্ট। কোন নবীর উপর ঈমান আনা এবং ধর্মের অন্যান্য নির্দেশাদির জন্য তাহাকে দায়ী করা হইবে না; এই কথা সর্ববাদী সম্মত।

এই যুগে স্তূপাকার বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, বৈজ্ঞানিক ভাবধারা, যুক্তির বেড়াজাল; নাস্তিকতা ও বস্তুবাদের মনোরম সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে কেহ যদি সঠিক ধর্মের ডাক হৃদয়ঙ্গম করিয়া বাছিয়া লইতে সক্ষম না হয়, তাহাকে কি উক্ত পাহাড়ীয়া ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত করিয়া শুধু তওহীদ বা একেশ্বরবাদের স্বীকৃতির জন্য দায়ী করা সমীচীন নহে?

উপরন্তু পৃথিবী পরিব্যাপ্ত শিরক ও নাস্তিকতাবাদের আওতা হইতে মানব জাতিকে সোজাসুজি "আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের" মুসলমান করিয়া লওয়ার ভাবধারাকে ইতিহাস বাস্তবক্ষেত্রে অবান্তর প্রমাণিত করিয়াছে। ইহার পরও পৃথিবীতে আল্লাহ

---

(১) الوقت سيف قاطع পবিত্র হাদীছমতে ইমাম শাফী (রঃ) এঁর মতও তাই।

বেলায়তে মোত্‌লাকা
পাকের ব্যাপক ডাক, কিভাবে পৌছাইতে পারা যায়?

আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিতেছেন ঃ–

"ভাল উপদেশ ও কৌশল বা বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে (মানব জাতিকে) তোমার প্রভুর পথে আহ্বান কর।" (ছুরা নাহ্‌ল ১২৫ আয়াত) (১)

এই আয়াতের মর্মমতে মানব জাতিকে যদি পাকা মুসলমান করিয়া লইবার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী হইতেছে না বলিয়া প্রমাণিত হয়; তবে তাহাদের অন্ততঃ তওহীদের আওতাভুক্ত করার প্রয়াস ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

ভারতবর্ষে খাজা আজমিরী (কঃ) ও তাঁহার পরবর্তী বুজুর্গানের আবির্ভাব ইসলাম প্রচার ও রূহানী প্রভাব বিস্তার করার ফলে পাক ভারতে আজ পনের কোটির অধিক মুসলমান দেখা যায়। এবং রামানন্দ, রামানুজ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রী লোকনাথ, নানক, কবীর, রাজা রামমোহন রায়, ব্রহ্মবাদী চৈতন্য প্রভৃতি, হিন্দু পৌত্তলিকতা হইতে দূরে সরিয়া ইসলাম গ্রহণ না করিলেও তওহীদের স্বীকৃতি দান করিতেছে। বস্তুতঃ একেশ্বরবাদ কি পৌত্তলিকতা হইতে ইস্‌লামের দিকে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী নহে? ইহা কি ইসলামী রূহানীয়তের অবদান নহে? তওহীদের স্বীকৃতি দিয়াছে বলিয়া যদি আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে নাজাত দেন, তাহাতে কাহারো আপত্তি করিবার কারণ আছে? পৌত্তলিকতা ও শির্‌কের মধ্যে অন্ততঃ স্রষ্টার স্বীকৃতি আছে; কিন্তু নাস্তিকতাবাদে সেই স্বীকৃতি পর্যন্তও নাই। অথচ বর্তমান যুগে নাস্তিকতাবাদ ও ধর্ম গোড়াবাদ সমগ্র জগতকে গ্রাস করিয়া লইবার উপক্রম করিয়াছে এবং বিরোধই বাড়াইতেছে।

পক্ষান্তরে সূরায়ে শুরার ১৫ আয়াতে কোরানে হাকিমের ভাষায় মুহাম্মদ (সঃ) বর্ণনা করেন ঃ–

"আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ কারবারে "আদল" বা বিচার সাম্য রক্ষা করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। যেহেতু আল্লাহতায়ালা আমাদের যেইরূপ পালনকর্তা তদ্রূপ তিনি তোমাদেরও পালনকর্তা। আমাদের কাজকর্ম ও ধর্মাচরণ আমাদের জন্য, তোমাদের কাজকর্ম ও ধর্মাচরণ তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন "হুজ্জত" বা বিরোধ নাই। আল্লাহপাক একদা আমাদিগকে তৌহীদ বা অদ্বৈত সমাবেশ স্তরে একত্রিত করিবেন। যেহেতু সকলই সেই সৃষ্টির মূলাধার জাতে

---

(১) سورة النحل ١٢٥ اية

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

পাকের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। এই তৌহীদ *"জময়ানী", বিশ্ববাসীকে একই নৈতিক ক্ষেত্রে সমাবেশ করিতে সমর্থ ও আদলে মোত্লাকের (নির্বিকার সাম্যের) যোগ্যতা সম্পন্ন।" (১)

পৃথিবীকে এই পৌত্তলিকতাবাদ, নাস্তিকতাবাদ ও ধর্ম গোড়াবাদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক বিরাট কার্যকরী রূহানী শক্তি ও তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন এক মহাকৌশল বা হেকমতের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সেই বিরাট শক্তির সূচনা হজরত আক্দাছের জাতে বা বরকতে হইয়াছে এবং সেই মহাকৌশল বা হেকমতের নাম "বেলায়তে মোত্লাকা।"

سورة الشورى ١٥ اية (১)

قُلْ اٰمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ

بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا

حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ

الْمَصِيْرُ ای هداية للناس الى الوحدة باعتبار الجمع

* "জময়া" শব্দের অর্থ অত্র গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদে তফছীরে ইবনে আরবীর জের নোট দ্রষ্টব্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ফয়জ ঃ–

অলীউল্লাহ্দের অবস্থা ও মর্যাদার তারতম্য সাধারণত; পীর হইতে ফয়জ গ্রহণের প্রণালী ভেদেই হইয়া থাকে এবং "ফয়জ রহমত ও তাওয়াজ্জুর" মাত্রার ভেদাভেদের দ্বারাই তাহাদের হেদায়ত পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। ফয়জের প্রকার ভেদ ঃ–

পীরের সাহচর্যে মুরীদ যাহা খায়র বরকত প্রাপ্ত হয়, তাহাকে ফয়জ বলে। ফয়জ সাধারণতঃ চারি প্রকার। ফয়জে এন্য়েকাছী, ফয়জে এছলাহী, ফয়জে এল্কায়ী ও ফয়জে এত্তেহাদী।

ফয়জে এন্য়েকাছী ঃ– মুরীদ, পীরে কামেলের নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহার কামালিয়তের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া কামালিয়তের যে ঘ্রাণ বা ফয়জ প্রাপ্ত হয় তাহাকে ফয়জে এন্য়েকাছী বলে।

ফয়জে এছলাহী ঃ– মুরীদ, পীর হইতে যে ফয়জ শিক্ষা, দীক্ষা ও ছোহবত বা সাহচর্য প্রাপ্ত হইয়া নিজ নফ্ছ বা প্রবৃত্তির বিরোধিতা করিবার শক্তি ও প্রয়াস পায় এবং নফ্ছ প্রবৃত্তির প্রতিকূলে খোদার বন্দেগীতে রত হয় ইহাকে ফয়জে এছলাহী বলে।

ফয়জে এল্কায়ীঃ– পীরে কামেলের প্রভাবে মুরীদের অন্তরে যে ফয়জ অর্পিত হয় এবং যাহার প্রভাবে মুরীদের নিকট "এলহাম" "এলকা" সৃষ্টি হইয়া আল্লাহতায়ালার রহস্যাবলী অবগত হইতে পারে এবং এলমে লদুন্নী হাছেল হয় তাহাকে এল্কায়ী ফয়জ বলে।

ফয়জে এত্তেহাদী ঃ–

মুরীদের নিকট যে ফয়জ অর্পিত হইলে, মুরীদ খোদা প্রেম প্রেরণায় বিভোর হইয়া তাঁহার গোপন রহস্য দর্শনে খোদার একত্বে মিশিয়া ফানাফিশ্শায়খ, ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ ইত্যাদি মকাম অর্জন করে এবং তাহাদের কাছে দ্বিত্ব বলিয়া কোন কিছু থাকে না। এই বাকাবিল্লাহ স্তরে উপনীত হইলে তাহাদের সমস্ত কাজকর্ম কথাবার্তা খোদার রহস্যে জড়িত হইয়া যায়। ইহা খোদার উচ্চস্তরের কামেল আউলীয়াদের প্রতি অসীম অনুগ্রহ মাত্র। ইহাকে ফয়জে এত্তেহাদী বলা হয়। এই স্তরে উপনীত হইয়া হজরত বায়জীদ বোস্তামী (রঃ) বলিয়াছিলেন ঃ–

"ছোবহানী মা আজামা শানী"

আমি পবিত্র আমার শান কত বড়।

ছালেক বা খোদা পন্থী ঃ–

খোদা তালেব বা খোদা অনুসন্ধানী সাধারণতঃ– দুই প্রকার।

"ছালেক ও মজ্জুব।"

ছালেক দুই প্রকার ঃ– ছালেকে মাহজ ও ছালেকে মজ্জুব।

মজ্জুব দুই প্রকার ঃ– মজ্জুবে মাহজ ও মজ্জুবে ছালেক।

ছালেকে মাহজ ঃ–

যাহারা কোন কামেল পীরের সাহচর্য বা ফয়জ প্রাপ্ত নহে; অথবা কোন পীরের সঙ্গ প্রাপ্ত হইলেও ফয়জ বরকত হাছেল করিয়া খোদার প্রেমে আসক্তি ও প্রেরণা অর্জন করিতে পারে নাই, তাহারা সাধারণ মোমেনের মধ্যে গণ্য। তাহাদের মধ্যে জজ্ব থাকেনা বলিয়া তাহারা ছাহেবে হাল এবং "ছাহেবে তছররোফ" বা প্রভাব বিস্তারকারী নহে। তাহারা তা'লীমে এছলাহী ও এর্শাদীর যোগ্যতা রাখে। যদি তাহাদের কাহারও মধ্যে "হাল জজ্ব" ক্ষণিকের জন্য প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে ছালেকে মজ্জুবের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে।

ছালেকে মজ্জুব ঃ–

যাহারা পীরে কামেলের সাহচর্যে ফয়জ বরকত হাছেল ও প্রেম প্রেরণা অর্জনে সমর্থ হইয়াছেন এবং জজ্ব ও ছলুকের সংমিশ্রণে খোদা অন্বেষণ পথে সচেষ্ট থাকেন; তাঁহারা উন্নতিক্রমে বেলায়তে ছোগরা অর্থাৎ ছোট বেলায়ত মর্যাদা, বেলায়তে ওছ্তা অর্থাৎ মধ্য বেলায়ত মর্যাদা এবং বেলায়তে কোবরা ও ওজমা–যাহা বেলায়তের সর্বশ্রেষ্ঠ মোকাম, তাহা অর্জন করিতে পারেন।

তাঁহারা মোকাম অনুযায়ী ছাহেবে তছর্রোফাত বা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম থাকেন। অধিক সময় তাহাদিগকে শান্ত অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। তাঁহারা হেদায়তমূলক কার্যে পার্থিব জগতের সহিত সম্পর্কও রাখেন। ছালেকে মজ্জুব অলীউল্লাহ্ সাধারণতঃ আহমদীয়ুল মসরব ও মুহাম্মদীয়ুল মসরব হইতে ফয়জ হাছেল করেন। কিন্তু মুহাম্মদীয়ুল মসরব হইতে বেশী ফয়জ অর্জন করেন বিধায় তাঁহাদের নিকট ছলুকের আধিক্য থাকে। তাঁহাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম। গাউছগণ মুহাম্মদীয়ুল মসরব হইয়া থাকেন। পরে জজ্ব অবস্থার ফলে কেহ কেহ কুতুবিয়তও অর্জন করিতে পারেন। তাই তাঁহাদের মধ্যে গাউছিয়ত প্রাপ্ত অলী বেশী দেখা যায়। বেলায়তের সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জনে তাঁহারা সক্ষম হন।

মজ্জুবে ছালেক ঃ–

যাঁহারা মোর্শেদে কামেলের নিকট সর্বপ্রকার ফয়জ বরকত হাছেল করিয়া খোদার প্রেমে অধিক সময় বিভোর থাকেন; তাঁহারা উন্নতিক্রমে বেলায়তের সর্বমর্যাদা অধিকার করিয়া খোদার একত্বে মিশিয়া যাইতে সক্ষম হন এবং আল্লাহ পাকের গুপ্ত ব্যক্ত যাবতীয় রহস্যের অবগতি হাছেল করিয়া তাঁহারা জাহের বাতেন আলম সমূহের পরিচালক নিযুক্ত হইতে পারেন। তাঁহারা সমস্ত আলমে তছার্রোফ বা প্রভাব বিস্তারে পূর্ণ সমর্থ।

বেলায়তে মোত্‌লাকা

তাঁহারা সাধারণতঃ মুহাম্মদীয়ুল ও আহ্‌মদীয়ুল উভয় মসরব হইতে ফয়জ পাইয়া থাকেন। কিন্তু আহ্‌মদীয়ুল মসরব হইতে ফয়জে এত্তেহাদী বেশী মাত্রায় প্রাপ্ত হন বলিয়া তাহাদিগকে প্রায় সময় জজ্‌ব গালেব অবস্থায় দেখা যায়। জজ্‌ব ও ছুলুক তাঁহাদের স্বভাব ও ইচ্ছাকৃত হইয়া যায়। তাঁহারা যখন ইচ্ছা করেন ছুলুকে আসিতে সক্ষম থাকেন। তাঁহারা কুতুবিয়ত ও গাউছিয়ত উভয় মর্যাদা অর্জনে নির্বিঘ্নে বেলায়তের সর্বোচ্চ পদবীর অধিকারী হন। তাঁহাদের পদস্খলন হওয়ার আশঙ্কা থাকে না, তাঁহারা ছাহেবে মোকাম অলীউল্লাহ। তাঁহারা প্রাণ জগতের জাছুচ বা গুপ্তচর। (১)

মওলানা রূমী বলেন ঃ–

যাঁহারা সবজান্তা আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট বন্ধু; তাঁহারা প্রাণ জগতের "জাছুচ।" তাঁহারা প্রাণ জগতে সূক্ষ্ম চিন্তাধারার মত ঢুকিয়া যায়। তাঁহাদের কাছে অবস্থার গুঢ় রহস্য ব্যক্ত হইয়া পড়ে।" (২)

---

(১) زبدة السالكين ترجمة غنية الطالبين صفحه ٧٧٧

قران سورة الحجر ٤٢ اية

الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور فالله تعالى اخرجهم من الظلمات الى النور وهو عز وجل اطلعهم على ما اضمرت قلوب العباد وانطوت عليه النيات اذ جعلهم ربى جواسيس القلوب والامناء على السرابر والخفيات وحرسهم من الاعداء فى الخلوات والجلوات لا شيطان مضل ولا هوى متبع يميل بهم الى الزلات قال الله تعالى عز وجل ان عبادى ليس لك عليهم سلطان ولا نفس امارة بالسوء ولا شهوة غالبة متبعة

(২) مثنوى

خاص كان پاك علام الغيوب * در جهان جان جواسيس القلوب

كند رون دل در ايد چون خيال * پيش شان مكشوف باشد سر حال

বেলায়তে মোত্‌লাকা

মজ্‌জুবে মাহ্‌জ ঃ–

যাঁহারা ফয়জে এল্‌কায়ী বা এত্তেহাদী প্রাপ্ত হইয়া সদা সর্বদা খোদার প্রেমে বিভোর থাকেন এবং খোদার একত্বে মিশিয়া খোদার গোপন রহস্যাদিতে ডুবিয়া থাকেন, তাঁহারা খোদার সঙ্গে সম্বন্ধ ও আলমে বাতেনের সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখেন। তাই সাধারণতঃ আল্লাহ পাকের বাতেনী আলম সমূহের পরিচালনার ভার তাঁহাদের উপরই ন্যস্ত থাকে। তাঁহারা স্বাভাবিকভাবে– ছাহেবে হাল ও প্রভাবশালী। তাঁহারা কুতুবিয়ত এবং ছাহেবে মকাম মর্যাদার অধিকারী হইলেও ছুলুকে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন না।

স্থান-কাল-পাত্রভেদে যাঁহারা হেদায়ত কার্য সমাধা করিয়া থাকেন; তাঁহারাই পীরে মগা বা পীরে ফা'য়াল নামে পরিচিত। ফয়জে এত্তেহাদী দান করা এবং মুরীদকে অতি সত্বর বিনা পরিশ্রমে "বাকাবিল্লাহ্" বা আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা ফয়জে এছলাহী, ফয়জে এল্‌কায়ী ও ফয়জে এত্তেহাদী প্রাপ্ত অলীদেরই থাকেন। কিন্তু ছালেকে মজ্‌জুব ও মজ্‌জুবে ছালেক হইতে ফয়জ অর্পিত হইলে দীন দুনিয়া উভয় জাহানের কার্য সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, কারণ তাঁহাদের সহিত উভয় জাহানের সম্পর্ক আছে। ছালেকে মাহ্‌জ পীর, মুরীদকে ফয়জে এল্‌কায়ী ও ফয়জে এত্তেহাদী দিতে সক্ষম নহেন। তাই গাউছিয়ত ও কুতুবিয়ত মর্যাদা প্রাপ্ত অলীউল্লাহ্‌দের ক্ষমতা বেশী। কারণ তাঁহারা অবস্থা বা পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবগত থাকেন, ভালাই বা মঙ্গলজনক কাজ করার ইচ্ছাও পোষণ করেন এবং ভালাই করিবার ক্ষমতাও রাখেন।

কিন্তু ছালেকে মাহ্‌জদের উপরোক্ত ক্ষমতা থাকে না এবং মজ্‌জুবে মাহজদের এই ক্ষমতা সব সময়ে বিকাশ পাওয়া সম্ভব নহে। যেহেতু তাঁহারা বিভোর-চিত্ত থাকেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বেলায়ত রহস্য

কবরে ও পুকুরে পবিত্র কোরআনের পাতা নিক্ষেপ ঃ-

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) নিজ লিখিত কোন বই, পুস্তক কিংবা কেতাবাদি রাখিয়া যান নাই। তাঁহার প্রভাবশালী পবিত্র কথাবার্তা ও দৈনন্দিনের অলৌকিক কর্ম পদ্ধতিই তাঁহার বেলায়তের পরিচয়ের প্রমাণ বহন করে। যেমনঃ- পবিত্র কোরআনের দশ পাতা সামনের পুকুরে এবং সতের পাতা তাঁহার একমাত্র পুত্র মরহুম সৈয়দ মওলানা ফয়জুল হক ছাহেবের কবরের উপর রাখার আদেশ রহস্যের প্রতি নজর দিলেই এবং তাঁহার কথামত "কম্বখতরা কালামুল্লাহ বেছিয়া কলামোলা খাইয়াছে।" প্রভৃতি বাণীর বিষয় চিন্তা করিলে বুঝা যায়, জনগণ পবিত্র কালামুল্লাহ্র রূহানী দিক ছাড়িয়া ছোটদের মত সহজ সুলভ ভোগ্য বস্তুতে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং পবিত্র কোরআনের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি অবহেলা করিতেছে। ইহাতে কোরআনের লিখিত বস্তু তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে না।

তাই তিনি পবিত্র কোরআনী হেকমত দ্বারা দশ অর্থাৎ সর্বসাধারণের অন্তরের মলিনতা বিদুরিত করার সংকল্প গ্রহণ করেন। যাহা কোরআন পাকে "শেফাউল লেমাফিছ ছুদুর" অর্থাৎ কোরআন, অন্তরের বিমার দূরকারী বলিয়া উল্লেখ আছে। (যেহেতু গণিত মতে দশ চরম সংখ্যা)

হজরত কেবলা কা'বা তাঁহার ত্রাণ কর্তৃত্ব গাউছুল আজমীয়তের প্রভাবে জনসাধারণকে বালা মুছিবত ও সংসার ঝামেলা হইতে নাজাত দিবে এবং যাহারা খোদা তালেব ও খোদা অন্বেষণকারী তাহাদের অন্তঃকরণকে খোদায়ী প্রেম প্রেরণার জলধারা সিঞ্চনে অনন্তজীবন দান করিবেন। তাঁহার উপরোক্ত বাণী সমূহের সারমর্ম ও কার্যকলাপ সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তারকারী ও মঙ্গলময় ইঙ্গিতবাহী এবং নৈতিক পতন যুগের দিশারী।

ইহা কোরআন পাকের দশ পাতা পুকুরে ফেলার রহস্য।

পুকুরের জল যেমন পুকুরে অবতরণকারীকে শান্তি দান করে। সেইরূপ তাঁহার অনুসরণকারীও খোদার নাম স্মরণে শান্তি লাভ করিবে; এবং দশজ্ঞানেন্দ্রিয়কে রূহানী প্রাণেন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে সজাগ করিবে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। মানব প্রকৃতি, অনুভূতির দিক দিয়া এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্যিক জ্ঞান আহরণ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় সমূহের নিয়ামক, মনের সাহায্যে বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সমূহের সহিত সম্পর্কিত আভ্যন্তরীণ পঞ্চ ইন্দ্রিয় হৃদয়ঙ্গম করে।

এই দশ প্রকার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্পন্ন ব্যক্তিরা স্রষ্টানুরাগী নিত্যে আসক্ত ও সংসারনুরাগী অনিত্যে আসক্ত এই দুই ভাগে বিভক্ত।

যাহারা সিদ্ধ কামেল ব্যক্তির অনুগত বা শ্রদ্ধাশীল এইরূপ দশজন বা জনগণের জন্য হজরত মুসার (আঃ) বারটি জল প্রবাহের মত তাঁহার ফয়জ বরকতের জলধারাতে দশটি পবিত্র কোরআনের অংশ বা পাতা নিক্ষেপ দ্বারা ইঙ্গিত করিতেছেন যে, তাঁহার অনুসারী বা অনুগ্রহ প্রার্থী জনগণ প্রত্যেকের সুবিধানুযায়ী যেন তাঁহার ফয়জ বরকত ভোগ করিতে পারে।

যাহারা সংসারানুরাগী বা অনিত্যে আসক্ত, তাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সত্যাসত্য স্রষ্টানুরাগ অভাবে মৃতপ্রায় ও নির্জীব। তাঁহার রূহানী জগতের উচ্চমার্গে বিচরণে বা সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞান আহরণে তাহারা অসমর্থ, তাই তাহাদের উদ্দেশ্যে ও কোরআনী হেদায়ত বস্তু হিসাবে কোরআন পাকের দশটি পাতা বা অংশ এবং সার্বজনীন হিসাবে তাঁহার অনুরাগী বা বিরাগী প্রত্যেকের জন্য সাতটি পাতা বা শুদ্ধি প্রণালী স্বাভাবিক ও সহজতম কর্মপন্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

সংসার জীবন যাত্রায় মানব যেমন বাসন-কোষণ পরিষ্কার করিয়া পুনঃ কার্যকরী শক্তি লাভ করে; তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিও সংসার ঝামিলা হইতে মুক্ত ও পরিষ্কার হইয়া কার্যকরী শক্তি লাভ করিবে।

জীবন নামে খ্যাত পুকুরের বিশুদ্ধ পানি পান করিয়া মানবকুল যেমন তৃষ্ণা নিবারণ করে তদ্রূপ হজরতের বেলায়ত সুধা পানকারীও ছুফী মতানুযায়ী ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর অতিক্রম করিয়া পবিত্র হাদীছ মতে "মূতু কব্লা আন তমূতু" (১) রূপ চারি প্রকার ইচ্ছা মৃত্যুকে বরণ করতঃ খোদা পরিচিতি জগতে ছুফী পরিভাষা মতে "হায়াতে আবদী" নামক নিত্য জীবন লাভ করে। ইহার সাহায্যে মানব, খোদা পরিচিতি জগতে উন্নীত হইয়া উর্দ্ধতম সত্যবস্তু স্রষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করিয়া নিজ স্রষ্টা সম্বন্ধে এক "কশ্ফী" নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে; যাহা সন্দেহের অতীত। উপরোক্ত তত্ত্ব, হজরত কেবলা কর্তৃক কবরে কোরআন পাকের সতর পাতা রাখার ইঙ্গিত বহন করে। "ফানায়ে ছালাছা ও মউতে আরবা" এই সাত প্রকার শুদ্ধি প্রণালী বা কর্মপন্থা কার্যকরী প্রত্যক্ষ কোরআনী হেদায়ত বলিয়া তিনি সাব্যস্ত করেন; যাহা সকল সম্প্রদায় ও সকল ধর্মাবলম্বীর জন্য নির্বিরোধ ও সহজসাধ্য আইনুল একীন ও হক্কুল একীন জনিত বস্তু।

অত্র গ্রন্থে ফানায়ে ছালাছা বা ত্রিবিধ বিনাশ পদ্ধতির উল্লেখ করিতে গিয়া হজরত আক্দাছের একটি ভাবপ্রবণ উক্তি লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করি। যাহার ফলে দৃষ্টান্তমুলক বুঝ ব্যবস্থা সহজসাধ্য হইবে।

হজরত গাউছুল আজম ভাব বিভোরতার পরক্ষণে কোন কোন সময় বলিতেন

---

(১) مُوتُوا قَبْلَ اَنْ تَمُوتُوا

বেলায়তে মোতলাকা

(১) "আমি ছাগল দিয়া বলদ দাবাই, (২) ভেড়া দিয়া ভৈষ দাবাই, (৩) বানর দিয়া বাঘ দাবাই।" এই রহস্যময় বাণীর সূক্ষ্ম রহস্যের প্রতি নজর দিলে বুঝা যায়; এই দৃশ্যমান জগতের (নাছূত) বা পশু স্তরের প্রতি আকৃষ্ট মানব ১। যাহারা পরের স্বার্থে পরের ইচ্ছানুযায়ী পার্থিব কাজে নিয়োজিত থাকিতে বাধ্য অথবা নিজ স্ত্রী-পুত্র পরিজনের ক্ষণ-ভঙ্গুর পার্থিব গরজে খোদা ভুলা, তাহারা বলদের মত নিরীহ অসহায়। তাহাদের রূহানী বা আত্মার মঙ্গলার্থে ছাগলের মত পাকছাপ বা পবিত্র থাকা এবং নির্দোষ হালাল বৈধ স্বচ্ছ খাদ্য গ্রহণ, আলস্য পরিহার ও মনন চিন্তাধারার দিক্ দিয়া স্রষ্টা অনুরাগ, স্মরণ ও সজাগ চিত্ত থাকা উচিত। যাহার ফলে "ছালেক" প্রথম স্তরের বিনাশ পদ্ধতি "ফানা আনিল খাল্ক" বা পরমুখাপেক্ষিতা দোষ বিবর্জিত খোদা পথচারী সাব্যস্ত হইবে। ২। যাহারা মহিষের মত অহম মত্ত তাহারা "ফাউট্টা" নামে পরিচিত "বাম" বা এলাকা ত্যাগী জাড়ালো মহিষের মত দ্বিধাহীনভাবে পরের সম্পদ নষ্টকারী ও গর্ভধারণযোগ্য মাদাম মহিষের তালাস পাগল "চেলা" সাদৃশ্য। যাহারা নির্বিচারে অনর্থ কাজে লিপ্ত, তাহাদের মুক্তির জন্য সমাজবদ্ধ আচার, ধর্ম নিষ্ঠা, কামেল বা মুখ্য ব্যক্তির সাহচর্য, পাপ বিরতকারী বাণী ও কর্মের একান্ত দরকার।

যেহেতু এই পশুশ্রেণীর জনগণকে গৌনী বা মোকাল্লেদ বলে। তাই খোদা ভয়ে অনর্থ পরিহার, যাহা না হইলে চলে সেই কাজ বা কথা বলার অভ্যাস পরিত্যাগ করা এবং পরদোষ অন্বেষণ করার অভ্যাস পরিহার করা ও নিজ দোষ ধ্যান করা একান্ত ভাবে দরকার। (১)

তাহাদের জন্য হজরত মুহাম্মদ (সঃ) কোরানে বেহেস্তের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন। (ছুরায়ে নাজেয়া) (২)

৩। ন্যায়নীতি বিবর্জিত হৃদয়হীন জন, অপরের প্রতি হিংস্র ব্যাঘ্র সুলভ রক্ত লোলুপতা পরিহার পূর্বক মানবীয় আকৃতি বিশিষ্ট বানরতুল্য প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রতি

---

(১) مثنوى شريف

كر زتنباى تو ناشيدى شوى * از فلك وتاثر يابر شوى

(২) القران سورة النازعة

وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ

هِىَ الْمَاْوٰى

নির্ভরশীল হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। যাহার ফলে খোদার ইচ্ছাশক্তির নিকট নিজ ইচ্ছাকে বিলীন করার ফলে খোদা নির্ভরতা অর্জিত প্রাণ খাদ্য লাভে সমর্থ হয়। যাহা ছুফী দর্শন মতে "তছলীম এবং রজা" গুণজঃপ্রকৃতির ফল। মওলানা রূমী (রহঃ) বলেন, "তুমি ফেরেশ্‌তা এবং পশু এই উভয় স্বভাবে স্বভাবিত। পশুর স্বভাব হইতে মুক্ত হও, ফেরেস্তারও উর্দ্ধে যাইতে সক্ষম হইবে।" (১)

ইহাতে বুঝিতে হইবে নবী, রসুল, অলীয়ে কামেলগণ মানব জাতিকে স্রষ্টা অনুরাগ দান উদ্দেশ্যে পার্থিব অনুরাগ শিথিলক্রমে চরিত্রবান কর্মঠ মানব সৃষ্টি করেন। তাই কোরান মজিদের প্রথম ভাগে "গাইরিল মগজুবে আলাইহিম অলদ্দোয়াল্লীন।" বাণী প্রকাশ আছে। এই আয়াত শরীফের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া আল্লামা ইবনে আরবী (রহঃ) স্বীয় তফছীরে লিখিয়াছেন, যাহারা আল্লাহতায়ালার "রহমান রহীম" গুণজ নামের ভরসায় বেপরোয়া পাপলিপ্ত হয় তাহারা মগজুবিন-গজবের যোগ্য এবং যাহারা খোদা তায়ালার প্রদত্ত ভালাই গ্রহণ করেনা অলস, খোদা প্রদত্ত প্রাকৃতিক ভালাইকে নিজ হিতার্থে কাজে লাগায়না এবং কর্ম বিমুখ ও অস্বীকারকারী তাহারা "দোয়াল্লিন" পথভ্রষ্ট। যাহারা এই উভয় পন্থার প্রতি নজর দিয়া আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র পেয়ারা নবী-অলীর অনুগত হইয়া ভালাইর পথে চলে তাহারাই মোসলেম বা শান্তিপ্রিয় জাতি, খোদার অনুগ্রহ পাইবার যোগ্য বিশ্ব মানবতার প্রতীক।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত ধর্ম ব্যবসায়ীগণ পূণ্যহীন বাক্য ও নীতিহীন বাক্য দ্বারা জনগণকে পাপকার্যে উৎসাহিত করেন এবং বলেন "যে যত করে পাপ, টাকার কল্যাণে সব হয়ে যায় মাফ।" ইত্যাদি। ইহারা সৎপথ প্রদর্শক নহে, ভণ্ড। যেহেতু শান্ত চরিত্র, সৎকর্ম অনুরাগী ব্যক্তিই মানব বাচ্য।

সপ্তকর্ম পদ্ধতি ঃ–

ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর ঃ–

ক) "ফানা আনিল খাল্ক"–অর্থাৎ কাহারো নিকট কোনরূপ উপকারের আশা বা কামনা না থাকা; যাহার ফলে মানব মন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নিজ শক্তি সামর্থের প্রতি আস্থা জন্মে।

খ) "ফানা আনিল হা'ওয়া"– অর্থাৎ যাহা না হইলে চলে, সেইরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা হইতে বিরত থাকা; যাহার ফলে জীবনযাত্রা সহজ ও ঝামিলা মুক্ত হয়।

গ) "ফানা আনিল এরাদা"– অর্থাৎ খোদার ইচ্ছাশক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া এবং নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট বিলীন করা যাহার ফলে ছুফী মতে "তছলীম ও রজা" হাছিল হয়।

---

(১)

از ملایك بهره داری وزبهایم نیزبم ✻ بگزر از هربهایم کز ملایك بگزری

মউতে আরবা' বা চতুর্বিধ মৃত্যু ঃ–

(ক) "মউতে আব্য়্যাজ"– অর্থাৎ সাদা মৃত্যু। ইহা উপবাস এবং সংযমে আয়ত্ব হয়; যাহার ফলে মানব মনে আলো ও উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। যেমন, রমজানের রোজা বা নফল রোজা ইত্যাদি উপবাস ও সংযম পদ্ধতি। মহাত্মাগান্ধী কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইলে উপবাস করিতেন এবং বলিতেন "উপবাসে আমি আলো পাই।"

(খ) "মউতে আছওয়াদ"–বা কাল মৃত্যু। ইহা শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দাতে হাছিল হয়। কারণ, অন্যের সমালোচনা বা নিন্দার পর মানব যখন নিজের মধ্যে উল্লেখিত সমালোচনা বা নিন্দার কারণ খুঁজিয়া পায় তখন নিজকে উক্ত দোষ হইতে সংশোধনের এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহতায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ পায় এবং যদি অন্যের আরোপিত দোষ নিজের মধ্যে খুঁজিয়া না পায়, নিজকে দোষমুক্ত বলিয়া স্থির নিশ্চিত হয়, তখন আল্লাহতায়ালার নিকট শোকরিয়া আদায়ের মনোবল প্রাপ্ত হইয়া নিজের ব্যক্তিত্বে বিরাট শক্তির সমাবেশ দেখিতে পায়। সমালোচনাকারীকে তখন "বন্ধু" বলিয়া মনে করে।

(গ) "মউতে আহ্মর"–বা লাল মৃত্যু। ইহা কামভাব ও লালসা হইতে মুক্তিতে হাছিল হয় এবং বেলায়ত প্রাপ্ত হইয়া অলীয়ে কামেলদের মধ্যে গন্য হয়।

(ঘ) "মউতে আখজার"–বা সবুজ মৃত্যু। নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইলেই ইহা হাছিল হয়। যাহার ফলে মানব-অন্তরে স্রষ্টার প্রেম ভালবাসা ছাড়া অন্য কামনা-বাসনা থাকেনা। ইহা বেলায়তে খিজরীর অন্তর্গত।

এই কোরআনী হেদায়তের সপ্ত পদ্ধতি, মানব জীবনের এক নিখুঁত সহজ, সরল ও স্বাভাবিক পন্থা; যাহা মানব জীবন পদ্ধতিতে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করে।

জনাব গৌতম বুদ্ধের অষ্টশীল নীতি হইতে ইহা সহজ, সরল ও স্বাভাবিক। যেহেতু সৎ, অসৎ বস্তুর তুলাদণ্ড বিচার বর্তমানে কঠোর বেড়াজালে আবদ্ধ। কঠোর সাধনা বা এবাদত, বর্তমান অতি কামনার হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর যুগে সর্বসাধারণের নাগালের বাহিরে।

এই সপ্ত পদ্ধতি, সংসার জীবনের বোঝা হালকা, সরল ও সহজসাধ্য করে। পরকালীন জীবনকে আনন্দময় ও মধুর করে এবং পরের দুঃখ কষ্টের কারণ না হইয়া বরং বন্ধু সুলভ হিতার্থীরূপে দেখা দেয়।

এই সপ্ত পদ্ধতি, ইছলামী ছুফী মতবাদ মতে "ফানায়ে নফ্ছী" প্রবৃত্তির বিনাশ এবং "বাকাবিল্লাহ্র" বিভিন্ন উছুল বা পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলকভাবে সহজসাধ্য ও ঝামিলামুক্ত।

অন্যান্য বিশ্বধর্মীয় সাধনা সিদ্ধির নিয়মানুবর্তীর সঙ্গে বিরোধাত্মক নহে। বরং উৎসাহ বর্দ্ধক বাস্তববোধ জাগরণকারী, বিশ্ব সমস্যার সমাধানকারী মুক্তির দিশারী।

কর্মে ও মর্মে মানবতার উন্নয়নকারী। ইহা ব্যবসাদারী পীরত্বের সমর্থক নহে বরং

নেহায়ত নিষ্কাম খোদা অনুরাগী। এই পীরী ব্যবসাদারী পতন যুগে, ইহা নৈতিক ধর্মের জীবন দানকারী ধ্রুবতারা।

যাহা ঐক্য ও সৃজনশক্তির শক্তিশালী আলো দানকারী। পবিত্র কোরানের পরিভাষায় যাহাকে (কাউকবে দুর্রী) کوکب دری বলা হইয়াছে।

খোদা অনুরাগী নীতিতে "নিছবতাইনে আ'দমী" বা বিগত আগত সফলতা পন্থার সমাবেশকারী বিধায়, "খাতেম" বা ছনদ্‌দাতা।

হজরত আক্‌দাছের এই সপ্ত পদ্ধতি বেলায়ত রহস্য; তাঁহার বিশ্ব ত্রাণকর্তৃত্ব সম্পন্ন গাউছিয়তের এক উজ্জ্বল নজীর। হাফেজ সিরাজী (রঃ) এঁর পরিভাষায় বলিতে হয়।

(১)

"তোমার চক্ষের পলক যখন বিশ্ববিজয়ী অসি বাহির করিল, তখন দিল ঘায়েল জিন্দা মানুষগুলি একের উপর অপর ঝাপাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।"

মওলানা আবদুল হাদী রচিত রত্নভাণ্ডার ৩৬নং শে'এর ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ ঘোষণা করে।

চলগো প্রেম সাধুগণ প্রেমেরি বাজার।
প্রেম হাট বসাইয়াছে মাইজভাণ্ডার মাজার ॥
সেথায় এক মহাজন নূরে আলম গাউছ ধন।
সাধুগণের প্রাণ হরিয়ে করেন বেপার ॥
প্রেম রতনের মুদ্রা দিয়ে টুটাফাটা দিল কিনিয়ে।
সেকান্দারী আয়না তাতে করেন তৈয়ার ॥

লেখা বিশ্বাসের পর্যায়ের বস্তু, ইহাতে মূলবস্তু দৃশ্যমান নহে। সেইজন্য নিজ গদি শরীফে হজরত কেবলা কা'বা আমাকে ঐ সময় কোরআন শরীফ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ দাদা ময়না! হরফ আছে কি?" তিনি এই রকম দুইবার দেখাইয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দুইবার নিজেই মন্তব্য করিয়াছিলেন, "সমস্ত হরফ উড়িয়া গিয়াছে।" কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় তাহাই সত্য। কোরআন পাকে যে লিখিত হেদায়ত বিদ্যমান আছে, সেইদিকে খুব কম সংখ্যক লোকেরই সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ।

পীরানে পীর দস্তগীর শাহে বাগদাদীর (কঃ) বাণী ঃ–

"ওহে আমার পেয়ারা, তুমি যখন আমার প্রতি তাকাও বা আগ্রাহান্বিত হও; আগাইয়া আস। আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্খী। তোমার জন্য দোওয়া করি। আর যখন

---

(১)

مژ گان تو تا تیغ جهانگیر بر آورد ✻ کشته دل زنده که بر یکدیگر افتد

আগ্রহ বিমুখ হও পিছু ফির আমি তখনও পূর্ববৎ থাকি এবং তোমার জন্য কাঁদি। যেহেতু পিছন দিকে কিছু দেওয়া লওয়ার নিয়ম নাই।" (১)

এইরূপ কল্যাণকামী বহু ছুফী সাধকের হিতবাণী ও নৈতিক গ্রন্থাবলী লিখিত বিদ্যমান আছে; যাহার প্রতি জনগণ বিমুখ হওয়ার ফলে ইহার উপকার হইতে বঞ্চিত।

হজরত কেবলা কা'বা খাতেমুল অলী ও অলদ্। তিনি বিশ্ববাসীর জন্য খোদার বিশেষ দান "ফয়জে মোজাররদ।" পুকুরের মত কাহারো দ্বারে তিনি যাননা কিংবা কাহারো মুখাপেক্ষীও তিনি নহেন। সকলই তাঁহার দ্বারস্থ। তৃষ্ণাতুর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকামী জনগণ প্রত্যেকে প্রত্যেকের যোগ্যতার ভাণ্ড লইয়া তাঁহার নিকট আসিতে হয় এবং পাত্র অনুযায়ী তাঁহার দান নিয়া যায়।

এই বেলায়ত রহস্য ব্যক্ত করিতে আমি অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তি, যেহেতু আমি অলীয়ে কামেলের "অছী।" তিনি ওফাত হইবার কয়েক দিন পূর্বে আমাকে তাঁহার গদী শরীফের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যেমন হজরত আলী (কঃ) এঁর বাণী ঃ–

"এই জ্ঞান এমন এক জ্ঞান, যাহা নবী অথবা নবীর অছী ছাড়া অন্য কেহ জানিতে পারেনা।" (২) যাহা রূহানী প্রেরণা সম্ভূত "মলকুত এলহাম" বা এলহামী ফেরেস্তার কাজ কারবারের পর্যায়ভুক্ত। ছুফী পরিভাষায় যাহাকে এলমে লদুন্নী বলা হয়।

---

(১) كلام حضرت پيران پير دستكير (رض) فى الفتح الربانى صفحه ٤٩ المجلس السادس

يا غلامى مرادى انت لا انا- وان تتغير انت لا انا عبرت وانما وددتنى لاجلك- تعلق بى- حتى تعبر بالعجلة

(২) দিওয়ানে আলী (কঃ)

ديوان على رضى الله تعالى عنه

وهذا العلم لم يعلمه الا * نبى او وصى الانبياء

নবম পরিচ্ছেদ

ফজিলতে রব্বানী ঃ-

হজরত আদম (আঃ) যেইরূপ "আল্লামা আদামাল আছমা'য়া কুল্লাহা অর্থাৎ "আল্লাহ আদম (আঃ) কে তাঁহার সমস্ত নামাবলীর জ্ঞান দান করিয়াছেন।" এবং আল্লাহ্‌র খলিফা নিযুক্ত করিয়াছেন; তদ্রূপ যুগে যুগে সমস্ত গুপ্ত-ব্যক্ত খোদায়ী জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিও খোদার খলিফা এবং পবিত্র রসূল করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের নায়েব বা প্রতিনিধি। মওলানা রূমী মছনবীতে বলেন ঃ-

"প্রত্যেক দাওরা বা বৃত্তে জগতের আবর্তন বিবর্তনের যুগে একজন অলীয়ে কামেল বিদ্যমান থাকিবেন; যাহার পরীক্ষা নিরীক্ষা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকিবে।" (১) "প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ব্যক্তিই রসূলুল্লাহ্‌র নায়েব বা প্রতিনিধি, যেই ব্যক্তির দিলের মধ্যে খোদার হুকুম নাজেল বা অবতীর্ণ হয়;" (২)

এই ফজিলতে রব্বানীর বর্ণনা দিতে গিয়া মওলানা রূমী মছনবীতে যাহা বলেনঃ-

"মানব যখন খোদায়ী জ্যোতিঃ আহরণকারী হয়, তখন সেই ব্যক্তি ফেরেস্তাদের ছজিদা গ্রহণকারী সাব্যস্ত হয়। ঐ ব্যক্তিগণও তাঁহাকে ছজিদা করে; যাহারা ফেরেস্তার মত হইয়াছে। অর্থাৎ যাহারা হেকারত, হিংসা, অবাধ্য প্রকৃতি ও সন্দেহ প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত।" (৩)

ছজিদা ঃ-

অভিধানগত অর্থ ঃ- কপাল মাটিতে রাখা, মাথা নত করা, হুকুম মান্য করা, আজিজী করা, বা নম্রতা প্রকাশ করা ও ভয় করা ইত্যাদি।

মছনবী মওলানা রূমী (রঃ) — مثنوی شریف مولانا رومی

(১) پس بهر دور ولی کامل ست ✳ ازمایش تا قیامت دایم ست

(২) در حقیقت او بود نایب رسول ✳ در دلش احکام حق کردد نزول

(৩) آدمی چون نور کیرد از خدا ✳ کشت مسجود ملایك زاجتبا

نیز مسجود کسے کو چون ملك ✳ رسته باشد جانش از طغیان وشك

শরআ মত অর্থ ঃ–

আল্লাহতা'য়ালার এবাদত রত অবস্থায় তাঁহার শুকরিয়া ও বন্দেগী সমাপনার্থে সকাতরে নিজ কপালকে মাটিতে রাখা, উহাতে এবাদত বা নামাজের নিয়মাবলী আরকান, আহ্‌কাম মান্য করা একান্তই কর্তব্য। যেমন পবিত্রতা, পশ্চিমমুখী হওয়া, এবাদতের নিয়ত করা, রুকু করা, তছবীহ্ পড়া, ছজিদা করা ইত্যাদি।

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা ঃ–

"রাত্র-দিবা ও চন্দ্র-সূর্য খোদার নিদর্শন; তাহাদিগকে ছজিদা করিওনা। তোমরা তাহাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে এমতাবস্থায় ছজিদা কর, যেমন তোমরা বিশেষ করিয়া তাঁহারই এবাদত করিতেছ।" (১)

কোরআনের এছতেলাহ্ মতে ঃ–

আল্লাহতা'য়ালার কালাম পাকে ছজিদা শব্দটি দুইভাবে ব্যবহৃত দেখা যায় বলিয়া উহাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। ছজিদায়ে তা'য়াব্বুদী ও ছজিদায়ে তায়াজিমী।

ছজিদায়ে তা'য়াব্বুদী ঃ–

যাহা আল্লাহ তা'য়ালার এবাদতে, আল্লাহ তায়ালাকে ছজিদা করা হয়, ইহা ছজিদায়ে তায়াব্বুদী; যাহা উক্ত কোরান শরীফ দ্বারা প্রমাণিত।

ছজিদায়ে তায়াজিমী ঃ–

হজরত আদম (আঃ) কে ফেরেস্তাগণ এবং হজরত ইউসুফ (আঃ) কে তাঁহার পিতামাতা ও ভাইগণ যেই ছজিদা করিয়াছিলেন, উহাকে ছজিদায়ে তায়াজিমী বলা হয়।

---

(১) কোরআন হা-মীম ৩৭ আয়াত سورة حم السجدة اية ٣٧

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ؕ لَا
تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِیْ
خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

যেমন আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ-

"যখন আমি ফেরেস্তাগণকে বলিয়াছিলাম আদমকে ছজিদা কর।" (১)

কোরআন পাকে হজরত ইউসুফের বাণী ঃ-

"আমি তাহাদিগকে, আমাকে ছজিদা করিতে দেখিয়াছি।" (২)

উক্ত আয়াত মতে দেখা যায় ছজিদা শুধুমাত্র বন্দেগী বা এবাদতে ব্যবহৃত হয় না; উহা তা'য়াজিম বা সম্মান প্রদর্শনার্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহতায়ালা হজরত আদম (আঃ) এঁর সম্মানার্থে তাঁহাকে ছজিদা করার জন্য ফেরেসতাগণকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। হজরত ইউসুফ (আঃ) কে তাঁহার নবুয়ত ও সুলতানতের মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনার্থে তাঁহার বাপ ও ভাইগণ তাঁহাকে ছজিদা করিতে দেখা গিয়াছে।

এইরূপ এবাদতের নিয়ত ও নিয়ম কানুন ছাড়া যে ছজিদা সম্মানার্থে করা হয়, তাহাকে ছজিদায়ে তা'য়াজিমী বলে। উহা আল্লাহ্‌র এবাদত জনিত নহে বরং উচ্চস্তরের ছালাম বা তায়াজিম।

ছজিদায়ে তেলাওয়াত ঃ-

যাহা, কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত ও শ্রবণের সময় করা হয়। ইহা ছজিদায়ে তায়াব্বুদী।

অলীউল্লাহগণ, যাহারা ফজিলতে রব্বানী প্রাপ্ত এবং আল্লাহতায়ালার ক্ষমতা ও জ্যোতিঃ আহরণকারী তাঁহাদের দর্শন এবং তাঁহাদের কেরামত দর্শন, আল্লাহতায়ালার আয়াতের ও বুজুর্গীর প্রত্যক্ষ দর্শন বটে। যেহেতু

"ফানায়ে তাকাজাতে নফ্‌ছানীর" ফলে তাঁহারা ফানী ফিল্লাহ বাকী বিল্লাহ্‌র

---

(১) سورة البقرة اية ٣٤

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ٣٤

(২) سورة يوسف-١٠٠ اية

قَالَ يٰاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا

দরজাতে উন্নীত। (১) (আয়েনায়ে বারী ৪০৯/৪০৮/৪০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) কোরআন।

ছজিদা যে শুধু মাটিতে কপাল রাখিলে হয় তাহা নহে বরং স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য ও আন্তরিক বিনয় প্রকাশ করাকেও ছজিদা বলা হয়।

আল্লাহ পাকের পবিত্র কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে ঃ–

"তোমরা দেখিতেছ না আছমানবাসী ও জমিনবাসী, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র রাজি, পাহাড়-পর্বত, উদ্ভিদজগত, প্রাণীজগত ও বিরাট সংখ্যক মানবগণ আল্লাহ তায়ালাকে ছজিদা করে।" কোরআন ছুরা হজ্ব ১৮ (২)

অথচ ইহাদের প্রত্যেকের কপাল নাই। কপাল রাখিয়া ছজিদা করিতে সবাইকে দেখা যায়না। কাজেই বুঝা যায় যে, বিনয় ও আজিজীই ছজিদার প্রধান বস্তু।

---

(১) ابینه باری -صفحه-٤٠٩ ٤٠٨ ٤٠٧

سنریهم ایاتنا فی الافاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق

نیست هست نما تفسیر ذات انسانی هے

صفحه-٤٠٨ ابینه باری علم الانسان مالم یعلم

کنجینه اسرار الهی هے فی الواقع یهی انسان

مصحف رموز علوم بادشاهی هے- اسلے اصطلاح

صوفیه مین روے رخشان شیخ کو مصحف سے

تعبیر کرتے هین

صفحه-٤٠٧ ابینه باری الانسان بنیان الرحمن

اکر چه صورة ضعیف البنیان هے پهر معنا بیان

الرحمن هے

(২) سورة الحج ١٨

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى

الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ

وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ

বেলায়তে মোত্‌লাকা

এই ফজীলতে রব্বানীর তায়াজীমের স্বীকৃতি দিতে গিয়া হজরত এয়াকুব (আঃ) তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রগণ সহ হজরত ইউসুফ (আঃ) কে ছজিদা করিয়াছিলেন। তখন হজরত ইউসুফ (আঃ) তাঁহার পিতা এয়াকুব (আঃ) কে বলিয়াছিলেন ঃ-

"ইহা আমার পূর্ব দর্শিত স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা"

(কোরআন ছুরা ইউসুফ ১০০ আয়াত দ্রষ্টব্য।)

আল্লাহতায়ালা ফেরেশ্‌তাদের প্রতি আদম (আঃ) কে ছজিদা করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইবলিস্ বা শয়তান ছাড়া সকলেই আদমকে ছজিদা করিয়াছিল।

মন্দাকিনী নিবাসী মওলানা বজলুল করিম ছাহেব ছজিদা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ-

ছজিদা সহজ কথা নয়
ছজিদা সহজ কথা নয়
করিলে মোশরেক না করিলে কাফের হয়।
ওয়াছ্‌জুদু বলিল যবে ফছ্‌জদু তারা সবে
ইনকার করিল যেবা মরদুদ নিশ্চয়॥
ছজিদা ডরের কথা না করিও যথাতথা
আদম জাদা আদম হইলে ছজিদা টানি লয়। ইত্যাদি

হজরত মুসা (আঃ) অহঙ্কারী লোকদিগকে বলিয়াছিলেন ঃ-

"তোমরা বায়তুল মোকাদ্দাছের ছোট নীচু দরজা দিয়া ছজিদা করিতে করিতে প্রবেশ কর" এবং হিত্তাতুন অর্থাৎ বল "অবনত।" ইহাতে বুঝা যায়, হজরত মুসা (আঃ) ইচ্ছামত অপরকে অবনত হইতে আদেশ দিতেছেন। আল্লাহ্‌পাক হজরত আদমের (আঃ) ঘটনায় শয়তানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ-

"আদমের কাছে অবনত হইলে না কেন? যাহাকে আমি আমার নিজ দুই হাতে তৈয়ার করিয়াছি। তুমি কি অহঙ্কার করিলে অথবা নিজকে "আলী" বা বড় মনে করিলে?" (১) (ছুরা ছোয়াদ ৭৫ আয়াত)।

"যাহাকে আমি আমার নিজ দুই হাতে তৈয়ার করিয়াছি।" কোরান পাকের বাণীর প্রতি নজর দিলে বুঝা যায়; "হাকায়েকে রবুবিয়ত" পালনকর্তা রহস্য এবং "উলুহিয়তে ছমদিয়ত" উপাস্য রহস্য। নিজ চিত্ত মগ্ন প্রকৃতি আদম (আঃ) অস্থিত্বে উদ্ভাসিত ও

---

(১) سورة ص ٧٥ اية

قَالَ يَا اِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ

اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ

সমাবেশিত। যাহা "জমালী" সুরম্য এবং "জলালী" প্রভাবশালী প্রকৃতিতে প্রকৃতিস্থ, ইহার ব্যাখ্যা।

কোরান পাকের ছুরায়ে লোকমানে তাই "ছাখ্যারালাকুম মাফিছ ছমাওয়াতে ওয়াল আরদে।" আসমান জমিনে যাহা কিছু আছে তোমাদের অনুগত করিয়া দিয়াছি বলিয়া বর্ণিত। আদম (আঃ) সজিদা বা আনুগত্যতা পাওয়ার যোগ্য সাব্যস্ত হইয়াছেন।

দেখিতে চাও যদি খোদার রহস্য
মানব আকৃতিতে দেখ উজ্জ্বল বিকশিত। (১)

আদম শব্দের অর্থ অভিধান মতে, ইমাম বা সর্দারীর যোগ্য মাটির কঠিন স্তরের সৃষ্টি। এই কারণে হাদীছ শরীফে "খালাকাল্লাহু আদমা আলা ছুরতেহি" বর্ণিত। অর্থাৎ আল্লাহ আদমকে নিজ অবয়বতায় সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহাতে বুঝা যায় উপাস্যের অদৃশ্য প্রকৃতির দৃশ্য আকৃতির নাম "আদম" যথা গাছ ও বীচিতে যথাক্রমে ব্যক্ত দৃশ্যমান অবস্থাতে অদৃশ্য প্রকৃতির দৃশ্যপট বটে। "মানুষ আমার রহস্য আমি মানুষের রহস্য" হাদীছে বর্ণিত। (২)

অধিক জানিতে হইলে বাহ্রুল উলুম মওলানা আবদুল গণী (রহঃ) রচিত আয়েনায়ে বারী বা ফছুছুল হেকম উর্দু কেতাব দ্রষ্টব্য।

"যখন আমি ফেরেশ্তাদিগকে বলিলাম, আদমকে ছজিদা কর শয়তান ছাড়া সকলে তাহা করিল। শয়তান অস্বীকার করিল ও অহঙ্কার করিল; যেহেতু সে নাফরমান ছিল।" (৩) বাকারা ৩৪।

অতএব পরিষ্কার বুঝা যায়, অহঙ্কার বিবর্জিত বিনয়ের নামও ছজিদা। এই আয়াতে ফেরেশ্তাগণই ছজিদার জন্য আদিষ্ট দেখা যায়। ইবলিস্ ফেরেস্তা ছিল না। ইবলিস্ আগুন হইতে এবং ফেরেশ্তা নূর হইতে সৃষ্ট।

---

(১) کر تجلی ذات خواهی صورت انسان ببین
ذات حق را أشکارا اندر او خندان ببین

(২) الانسان سری وانا سره الحدیث

(৩) سورة بقرة ٣٤ اية

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

উছুল মতে হাকীকত বা মূল পরিবর্তন হয় না। যেমন আম গাছ, কাঁঠাল গাছ হয় না, ছাগল গরু হয় না। এইখানেও তাই সত্য। কাজেই মানিয়া নিতে হয় উপরে বর্ণিত আগুন ও নূর, মানবীয় সত্ত্বার তমঃ ও রজঃ নামক দুই ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব। জ্বিন বা শয়তান, ফেরেশ্‌তা হইতে পারে না এবং ফেরেশ্‌তাও জ্বিন হইতে পারে না। অতএব ইহা ব্যক্তি পর্যায়ের নির্দেশ নহে বরং ইহা আদমের প্রবৃত্তি পর্যায়ের নির্দেশ। (১)

প্রথমটি অর্থাৎ ইব্‌লিস্ মানব জ্ঞানের অনুগত নহে বরং মানব জ্ঞানের উপর প্রভাবশালী ও বিপথে পরিচালনাকারী। যথাঃ– কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি।

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ফেরেশ্‌তা বা নূরানী শক্তি, মানবজ্ঞানের অনুগত ও সাহায্যকারী। যথা দয়া দাক্ষিণ্য, ভালবাসা ইত্যাদি প্রেমজ প্রকৃতিসমূহ যাহা মানবকে সুপথে পরিচালিত করে।

এই আদি সৃষ্টি নূর ও পরবর্তী সৃষ্টি আগুন, তৃতীয় সৃষ্টি স্থূলদেহী মানবে সঞ্চিত এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে মানবের উপর প্রভাবশালী দেখা যায়। যেমন–কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি প্রবৃত্তি নিচয় জাগ্রত হইলে জ্ঞান বা মানবতার অবাধ্যতাপূর্ণ উত্তেজনা মূলক ভাবের বিকাশ পায় এবং দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি কোমল গুণসমূহ জাগ্রত হইলে মানবতার উৎকর্ষকারী অনুগতভাব প্রকাশ পায়।

মানব শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি ঃ–

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে খোদায়ী ফজিলতের মাধ্যমেই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত। খোদা পরিচিতি জ্ঞান অর্জনের জন্য ইহা একান্ত প্রয়োজন। স্রষ্টা অনুরাগ ও সৃষ্টি অনুরাগের মধ্যখানেই ইহার স্থিতি।

মরীচিকাবৎ ক্ষণভঙ্গুর সৃষ্টি অনুরাগ, মানবকে বিভ্রান্তির পথে পরিচালিত করিয়া দুঃখ কষ্টে নিপতিত করে। স্রষ্টানুরাগ, মানবকে বিভ্রান্তি ও দুঃখ-কষ্ট হইতে মুক্তি দেয়; এবং তাঁহার আসল বস্তু স্রষ্টার সঙ্গে মিলাইয়া দেয়।

প্রবৃত্তির কবলে পড়িয়া যখন আদি মানব হজরত আদম (আঃ) পার্থিব দুঃখ-কষ্টে পতিত হইয়াছিলেন; তখন বিপদগ্রস্থ আদম (আঃ) ত্রাণকর্তা খোদার বাণী পাইলেনঃ–

"আমার পক্ষ থেকে যেই হেদায়ত বা সুশিক্ষা আসিবে, তাহার অনুগামীদের জন্য কোন ভয়-ভীতি নাই।" (২) (বাকারা ৩৮ আয়াত)। মওলানা রুমী (রঃ) মছনবীতে বলেনঃ–

---

(১) কোরআন পাকের বাণী وهدينه النجدين

অর্থাৎ আমি তাহাকে উভয় পথ প্রদর্শন করিলাম।

(২) سورة بقرة ٣٨ اية

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ٣٥

"আদম প্রবৃত্তির আস্বাদ গ্রহণে যখন এক পা বাড়াইয়াছিল, তখন এই প্রশস্থ দুনিয়া তাঁহার গলার হার হইয়া পড়িল।" (১)

মানব জ্ঞান স্তর ঃ–

মানবজ্ঞানের তারতম্যানুসারে খোদায়ী হেদায়েত তিনভাবে মানবের আয়ত্বে আসে। যেমন ঃ–

আক্লে মায়াশ, আক্লে মা'য়াদ ও আক্লে কুল্লি বা কুদছী।

আকলে মা'য়াশ ঃ–

ইহা খাদ্য প্রেরণা হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাকে মাওয়ালীদে ছালাছা বা স্থূল জগতের প্রেরণাজনিত ত্রিবিধ জড় ধর্মে প্রভাবান্বিত বুদ্ধিও বলা যাইতে পারে। ছুফী পরিভাষা মতে ইহাকে "তকাজায়ে নফ্ছ" বা কামনা প্রবৃত্তি বলিয়া অভিহিত করা হয়। খাও, পিও, ঘুমাও, ফুর্তি কর, সহবাস কর ইত্যাদি ইহার স্বভাব।

এইরূপ হিতাহিত চিন্তা বিবর্জিত উপস্থিত কামনা চরিতার্থের যে প্রবৃত্তি জাগরিত হয় তাহাকে নাছুতী বা দৃশ্যমান জগতের প্রেরণা বা আক্লে মা'য়াশ বলে। ইহার জন্য "ওরূদ" বা আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে অবতীর্ণ ধর্ম হইল শরীয়ত বা বিধানগত ধর্ম।

এই নাছুতী স্তরের লোকদের জন্য ঈমান বা বিশ্বাস, একরার বা স্বীকার এবং আমল আরকান ইত্যাদি পদ্ধতি মতে কাজ করার প্রয়োজন আছে। এই কারণে তাহাদের জন্য সর্দার বা নবীর প্রয়োজন অপরিহার্য।

ইহা তবলীগ বা প্রচারমূলক বস্তু। ইহার খোদায়ী প্রচারকারীকে নবী এবং অনুসারীকে উম্মত বলে। তফছীরে হোসাইনী ১৫৭ পৃষ্ঠা, তফছীরে ইবনে আরবী ১০০ পৃষ্ঠা, কোরান সূরায়ে আল্ আন্আম ৩৮ আয়াত। (২) আক্লে মায়াশ স্তরে খোদাতা'য়ালার "ইছমে কাহ্হার" নামের বিকাশ পাইতেছে। (৩)

---

(১) مثنوی شریف

یکقدم زد ادم اندر ذوق نفس * شد فراز چوخ اورا طوق نفس

(২) سورة الانعام ٣٨ اية

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ

(৩) ইছমে কাহ্হার অর্থ–অন্যকে অবনত দেখিয়া সন্তুষ্ট।

বেলায়তে মোত্‌লাকা

আক্‌লে মায়াদ ঃ–

ইহা নিজ কর্মের পরিণাম সম্বন্ধে জ্ঞান-অর্জন প্রেরণা দান করে এবং স্রষ্টার সৃষ্টিতে বা নিজ সত্ত্বার মধ্যে চিন্তা বা "তেলাওয়াতে অজুদ" দ্বারা খোদার অনুগ্রহ লাভে সহায়তা করে। এই চিন্তাধারাকে "লওয়ামা" এবং এই স্তরকে "মলকুত" বলে। ইহা অন্তর জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ইহার জিকরে জবানীকে জিকরে নাছুতী এবং জিকরে কল্‌বীকে জিকরে মলকূতী বলা হয়। এই স্তরের মনোভাবকে "খাতেরে রহমানী" বলা হয়।

"রহমান" খোদার রহমত পূর্ণ আদি ও গুপ্ত নাম।

পবিত্র কোরআন পাকে বর্ণনা আছেঃ–

"রহমান, রহমত পরিপূর্ণ গুণান্বিত অবস্থায় নিজ আসনে উপবিষ্ট।" (১) সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্ট জীবের জন্য আবশ্যকীয় বস্তুর মৌজুদকারীর (স্রষ্টার) গুপ্ত গুণবাচক নাম "রহমান।" যথা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বে মায়ের স্তনে দুগ্ধের উৎপত্তি বা সৃষ্টি হইতে দেখা যায়।

সৃষ্টির পর সৃষ্ট জীবের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ স্রষ্টা হইতে সৃষ্টির নিকট দান স্বরূপ যাহা আসে, তাহার দাতার (স্রষ্টার) গুণজ প্রকাশ নাম "রহিম।" যথা ছেলে ভূমিষ্ট হওয়ার পর মায়ের স্নেহে ও ছেলের দুধ পান আগ্রহের ফলে যে দান সৃষ্ট জীবে অর্পিত হয় তাহাই "রহীমী" গুণবাচক প্রকৃতির বিকাশ।

এই দুই নামের মাধ্যমে জগতের আবর্তন বিবর্তন ও ক্রমবিকাশাদি সংঘটিত হয়। তাই কোরআন পাকের প্রত্যেক "সূরার" প্রারম্ভে "বিছমিল্লাহ্‌হির রাহ্‌মানির রাহিম" লেখা দেখা যায়। আক্‌লে মা'য়াদ, বাহিরের প্রভাবমুক্ত নিজ হিতচিত্ত বিভোর অবস্থায় স্রষ্টা কর্তৃক অর্পিত অনুগ্রহের নামই "এলহাম।"

পবিত্র কোরআন পাকে উল্লেখ আছে ঃ–

"প্রত্যেকে আত্ম উন্নতি ও প্রশংসা সম্বন্ধে অভিহিত বা সজাগ।" (২)

---

(১) سورة طه ٥ اية

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

(২) (ছুরা নূর ৪১ আয়াত) سورة النور ٤١ اية

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰفّٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ٥ (অপর পৃষ্ঠায় বাকি অংশ)

যেমন কীটানু আত্মচিত্ত-বিভোর সাধনায় খোলস পরিবর্তন করে ও সজীব চেতনাশক্তিতে স্বরূপে বিরাজ করে। মুরগী ডিমে প্রয়োজনীয় তা দিয়া নিখুত পদ্ধতিতে ছানা ফুটাইতে অভ্যস্ত দেখা যায়।

জীবানু বিভিন্ন যোনিতে বা সাধনাগারে নিঝুম সাধনাকাল অতিবাহিতের পর সচেতন গুণ বিশিষ্ট প্রাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং মৃত্যুর পর, পূর্ব প্রকৃতির অর্জিত আকৃতি বা ভৌতিকদেহকে খোলসরূপে ধাঁ ধাঁ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে রাখিয়া আত্মগোপন করে।

পক্ষান্তরে সজীব চেতনাশক্তি বহুদূরে চিত্ত বিনোদনে মশগুল থাকে। যাহার নাম "আয়ানে ছাবেতা" বা হাকীকতের বাস্তব প্রকাশ। অর্থাৎ নিজ সত্ত্বাতে বিকশিত খোদায়ী শক্তি বলে প্রত্যেকে বুঝিতে পারে, নিজ আত্মবিকাশের মঙ্গলকামনা কি? এবং প্রশংসাই কি? সুতরাং বিভিন্ন সত্ত্বার বিভিন্ন কর্মপ্রেরণাই তাহাদের বিকাশ প্রেরণা বা বাস্তব প্রকাশভঙ্গী। যাহা নিশ্চিত স্রষ্টাজ্ঞাত। যেহেতু স্রষ্টা সমস্ত শক্তির মূলাধার। সৃষ্টি-স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। পারিপার্শ্বিক যুগের চাহিদা ও সৃষ্টির কামনা অনুসারে সত্ত্বা বা "এস্তেহ্কাকে অজুদী" বার বার বিকাশ পায়। কোরান সূরায়ে নূর ৪১/৪২ আয়াতের ভাবার্থ।

মানব প্রকৃতির কঠিন আকৃতি তোমার মদিরা পাত্র,
সরস মাটির বিশাল দেহ তোমারি ফুল ক্ষেত্র।

এইখানেই মানববুদ্ধির বিভ্রান্তি ঘটিতে দেখা যায়। যাহারা খোলসকে আসল বুঝিয়া বসিয়া থাকে, তাহারা ধুকায় পতিত হয়। এই সচেতন প্রাণকেন্দ্র খোদায়ী শক্তির সন্ধান নিতে যাহারা সমর্থ হয়, তাহারাই ভাগ্যবান ও প্রকৃতসন্ধানী সাব্যস্ত হয়। এইরূপে যাহারা প্রগতির ধাপে ধাপে পা বাড়াইতে সমর্থ হয়, তাহারাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিশ্বসাম্য ও স্বরূপে আবর্তন করিতে অভ্যস্ত হয় এবং ইহাকে তাহাদের জন্য সহজসাধ্য করিয়া তোলে।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা হইতে)

তফছীরে হোসাইনী ৪৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

تفسير حسينى ٤٦٥؛

هر يك از اهل اسمان وزمين يا مرغان يا مجموع
قد علم بدرستيكه دانسته ست وصلاته ودعاے
خودرا وتسبحه وتنزية خود را يا دعا وتسبيح خدابرا

বেলায়তে মোত্‌লাকা

শায়েরের উক্তি ঃ–

"ইহা আমার কাছে অত্যন্ত মনঃপুত বাণী যে, আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক সৃষ্টিকে এক একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।" (১)

মওলানা রুমী বলেন ঃ-

"আমি সাতশত সত্তর দেহ আবরণ দেখিয়াছি। (জ্ঞানের ক্রমোন্নতির স্তরকে অবলোকন করিয়াছি) তৃণবৎ বার বার উত্থিত হইয়াছি।" (২)

"আমি সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে কান্না গীতি গাহিয়াছি এবং উন্নত ও অবনত স্তরের জনগণের সঙ্গে মিশিয়াছি।" (৩) যাহা সত্ত্বা।

"প্রত্যেকে নিজ নিজ খেয়াল মত আমার বন্ধু হইয়াছে। কিন্তু আমার অন্তর্নিহিত রহস্য বা বাস্তবতাকে কেহই তালাশ করে নাই।" (৪) যাহা মানবতা।

উপরোক্ত বিষয়াদি "ইছমে রহমানের" সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। যাহা সত্য এবং অবিনশ্বর চেতনা।

আক্‌লে কুল্লি বা কুদছি ঃ–

যেই স্তরে উন্নীত হইয়া মানুষ স্রষ্টা প্রভাবান্বিত সর্বজ্ঞানের অধিকারী হয়, সেই স্তরের জ্ঞানের নাম আক্‌লে কুল্লি বা কুদছি। ইহাতে উলুহিয়াত বা উপাস্য বোধ ছাড়া কোনরূপ আদেশ-নিষেধ থাকে না। থাকে শুধু আল্লাহ নামের গুণ বাচক প্রকৃতির বিকাশ।

এই স্তরের জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির রীতি-নীতি, কাজকর্ম শরীয়তের বা সাধারণ মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির গণ্ডিভুক্ত নাও হইতে পারে। যেহেতু ইহা বেলায়তের প্রভাবযুক্ত এবং

---

(১) مقولة مير حسن

به مقوله هے همين دل سے پسند * هر كسے را بهر كار ساختند

(২) مثنوی شريف مولانا رومی

هفت صد هفتاد قالب ديده ام * همچو سبزه بارها روييده ام

(৩) مثنوی شريف مولانا روم

من بهر جمعتے نالان شدم * جفت خوش حالان وبد حالان شدم

(৪)

هر كسے از ظن خود شد يار من * اندرون من نجست اسرار من

নবুয়তের তশ্‌রীয়ী হুকুমের বিধানগত আদেশ-নিষেধ, প্রভাব সাময়িক রহিত। ইহা বেলায়তে খিজরীর পর্যায়ভুক্ত। (১) মওলানা রুমী (রঃ) বলেন ঃ–

"খোদার অবগতি ছুফীর অবগতিতে বিলীন হইয়া যায়; ইহা কি মানবজাতি বিশ্বাস করিবে?" (২)

"আল্লাহ আল্লাহ বলিতে বলিতে মানব অস্থিত্ব যে আল্লাহ্‌র অস্থিত্বে বিলীন হইয়া যায়, মানব ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করিবে।" (৩)

সু-নেতৃত্ব ও ধর্মসাম্য ঃ–

মওলানা আবদুল গণী কাঞ্চনপুরী বলেন ঃ–

"হে উপাস্য! প্রেমিকদিগকে পথ প্রদর্শন কর। এতদিন খোদায়ী করিয়াছ; এখন পয়গাম্বরী চিফতে তোমার প্রেমিকদিগকে পথ প্রদর্শন কর। অর্থাৎ "পয়গাম্বর" খোদার সংবাদ বাহক ও "পীর" খোদা পরিচিত ব্যক্তি "মোরশেদ" পথ প্রদর্শক রাহবরগণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ হেদায়েত এনায়ত কর।" (৪)

উপরোক্ত তিন স্তরের মানুষের জন্য স্তরভেদে ভিন্ন ভিন্ন নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ, জাতি, সমাজ বা পরিবার নাই, যাহারা তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে নেতা বা শাসক হিসাবে মানে না। যেই দেশ, জাতি বা সমাজে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব আছে তাহারা উন্নত নহে। পক্ষান্তরে যাহারা উপযুক্ত নেতৃত্বের অধীন, তাহারা উন্নত ও সম্মানিত। উপযুক্ত নেতৃত্বই প্রচ্ছন্ন খেলাফতে রব্বানী বা খোদায়ী প্রতিনিধিত্ব নামে অভিহিত।

এই জগতে তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহার ব্যক্তিত্ব হাছেল আছে। এই শ্রেষ্ঠত্বের ব্যক্তিত্বকেই খেলাফতে উলুহীয়াত বলা হয় এবং এই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিই নেতৃত্বের উপযোগী। যেহেতু তাহারা উত্তেজনা পরিহারী ধর্ম-সাম্য উন্নয়নকারী। ইনিই খোদা অনুসন্ধিৎসু মানবের দিশারী।

---

(১) ফছুছুল হেকম ২১৪ পৃষ্ঠায় ১৭, ১৮, ১৯ লাইন দ্রষ্টব্য।

(২) مثنوی مولانا روم

علم حق در علم صوفی کم شود * این سخن کے باور مردم شود

(৩)

الله الله گفته الله میشود * این سخن کے باور مردم شود

(৪) اینه باری

الهی عاشقان را رهبری کن * خدای کرده پیغمبری کن

বেলায়তে মোত্লাকা

আল্লাহ পাক, পবিত্র কোরআনে ছুরা "ফাতাহ্" এর ১৬আয়াত হইতে ১৭ আয়াতের শেষ পর্যন্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধাচারী ও অনুগামীদের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে সুনেতৃত্বাধীন সংগ্রামশীল মানবজাতির ভবিষ্যৎ অতি উত্তম। বিরুদ্ধাচারী, অলস, আয়াসী-বিলাসী ও সুনেতৃত্বহীন মানবের ভবিষ্যৎ অতি মন্দ ও দুঃখ কষ্টে জর্জরিত।

ভয়ভীতি ও প্রলোভনের বসবর্তী জাতিরাই "মোয়াজ্জব" বা গজবের উপযুক্ত ও অভিশপ্ত। কোরআন পাকে বর্ণিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাস ইহার সাক্ষী।

উপরোক্ত আয়াত, পূর্ববর্তী নবীগণ, নবীয়ে আখেরী ও তাঁহাদের অনুসারী এবং বিরুদ্ধাচারীগণের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য; যাহা আল্লাহ পাকের পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ৬২, ৮৫, ১১২ ও ১১৩ আয়াত এবং সূরা নেছার ১৩৬, ১৫২ ও ১৬২ আয়াত দ্বারা প্রতিপন্ন ও প্রমানিত হয়। সূরা আল-এমরানে বর্ণিত ১৯ আয়াত। (১)

"ইন্নাদ্দীনা এনদাল্লাহিল ইসলাম" শীর্ষক আয়াতের মর্মানুযায়ী যাহারা এই খোদায়ী নীতির ও নীতিবাহকের সঙ্গে মতানৈক্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহারা সনাতন ইসলামের বিরোধী সাব্যস্ত হইয়াছে। আল্লাহ তাহাদের বিচার করিবেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অতএব প্রত্যেকের প্রতি ওয়াজেব; যুগের নীতিবাহক নবী অলী বা মোজাদ্দেদে জমানদের নীতি মানিয়া ও তাঁহাদের নেতৃত্বাধীনে থাকিয়া নিজকে মানবতার উচ্চ শিখরে উন্নীত করা এবং নিজ বুঝ ব্যবস্থাকে চরম সত্য মনে করিয়া অন্যের আচরিত সত্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করা উচিত নহে।

পবিত্র কোরআন পাকের সূরা "মা'য়েদার" ৩৫ আয়াতে বর্ণনা আছে ঃ "হে বিশ্বাসীগণ! খোদাকে ভয় কর। খোদার দিকে উপায় বা উছিলা তালাশ কর। আল্লাহ্র রাস্তাতে চেষ্টিত হও; তাহা হইলে তোমরা সফলকাম হইবে।" (২)

---

(১) سورة ال عمران اية ١٩

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ٥

(২) سورة مابدة ٣٥ اية

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٣٥

বেলায়তে মোত্‌লাকা

"বেলায়তে মুহীত্" বা সর্ববেষ্টনকারী বেলায়ত অর্থাৎ বেলায়তে মোত্‌লাকার রীতিনীতি ও খোদায়ী নীতি অভিন্ন, ইহা খোদার ইচ্ছাশক্তি–সম্ভূত বস্তু। এই বেলায়তের অধিকারী ও নীতিবাহক মোজাদ্দেদে জমান বা যুগসংস্কারক গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী মালামিয়া কাদেরী (কঃ), উপরে বর্ণিত কোরআন পাকের বাণীর মর্মমতে নৈতিক ধর্ম প্রধান আক্‌লে কুল্লির অধিকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অলীউল্লাহ। তিনি তাছাওয়োফ মতে কার্যকরী পন্থা অবলম্বনকারী। ইহা তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি, কাজকর্ম ও কথাবার্তায় প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হয়।

সাম্যদর্শী হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর জন্ম পৃথিবীর মধ্যস্থলে এবং সাম্যধর্মী জাতি ঘেষা। আবাস ভূমিও এক সাম্যের নিদর্শন যেহেতু ইহা মেরুরেখা সংলগ্ন।

তিনি, জাতিধর্ম নির্বিশেষে "তৌহীদে আদ্‌য়্যান" অদ্বৈত খোদা অনুরাগ মতবাদে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আচার ধর্মের উপর নৈতিক ধর্মের প্রাধান্যতার ও পরস্পর আচার ধর্মে রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য এবং শালিনতার সমর্থক দেখা যায়। খোদা স্মরণ ও নিজ সত্বার উন্নয়ন ব্যাপারে এবং বিশ্ব সভ্যতার ক্ষেত্রে ধর্ম স্বাধীনতা, মানবতার উন্নয়ন মূলে ব্যক্তি সত্ত্বার সমর্থক ছিলেন। ছোট ছেলে-মেয়ে ও অসহায়কে সাহায্য দানে তাঁহাকে ব্যস্ত দেখা যাইত। তিনি, ধন-সম্পদ স্ফীতি বিরোধ নীতি এবং অভাব বিমুক্ত জীবন পছন্দ করিতেন। কাহারও সঙ্গে বিরোধ না বাড়াইয়া কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়াও বেবুঝ জনের সঙ্গে আপোষ করিতে উপদেশ দিতেন।

কোন আলেম-ফাজেল-লায়েক জনের নাম নিতে সম্মান বোধক ভাষা ব্যবহার করিতেন। ছোটদিগকে স্নেহসূচক সম্বোধন করিতেন। এই জন্য সকলেই মনে করিতেন, আমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন, স্নেহ করেন। তিনি সদা-সর্বদা পাক-পবিত্র বা-অজুতে থাকিতেন এবং সুগন্ধি ভালবাসিতেন।

ধনন্‌জয় নামে তাঁহার এক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভক্ত, জাহেরী জবানীতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন,

"তুমি তোমার ধর্মে থাক, আমি তোমাকে মুসলমান করিলাম।" অন্য একদিন, তিনি একজন হিন্দু মুন্সেফ বাবুকে বলিয়াছিলেন ঃ

"নিজের হাতে পাকাইয়া খাও, পরের হাতে পাকানো খাইওনা; আমি বার মাস রোজা রাখি তুমিও রোজা রাখিও।"

ছুফীদের পরিভাষা মতে, পাকান বা রন্ধন অর্থে স্ব অর্জিত স্বাধীন মত বুঝায় এবং রোজা অর্থে পাপ কার্য হইতে বিরত হওয়া বুঝায়।

ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারক খাজা কামালুদ্দীন সাহেব ১৯২৭ ইং সনে আজীজ মঞ্জিল লাহোর হইতে প্রকাশিত রেছালা এশায়াতুল ইস্‌লামের "খলীফাতুল্লাহে আলাল আরদ" প্রবন্ধে বলেন, মানব জাতি চেষ্টার মাধ্যমে একই নির্দিষ্ট স্থানের তালাসে মশগুল দেখা যায়। চেষ্টার পদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও প্রবৃত্তি নিবৃত্তির ব্যাপারে সকলই একমত।

উক্ত প্রবন্ধের ৩৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন ঃ– মরিয়মের পুত্র প্রথম ঈসা নহে, তাঁহার পূর্বেও নিজেকে কোরবানীকারী বহু ঈসা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩৫০ পৃষ্ঠায় আছে ঃ– আত্মার বিশুদ্ধতার এবং পূর্ণমানবাত্মার জন্য খোদার স্বভাবে স্বভাবিত হওয়া অপরিহার্য কর্তব্য।

ঐ কিতাবের ৩৬১ পৃষ্ঠায় "ইসলাম ও থিউসফী" প্রবন্ধে বর্ণনা করেন প্রকৃত ছুফী উনিই, যিনি প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে খোদার দিকে আহ্বান করেন। (১)

মেশকাত শরীফের হাদীছে আছে ঃ – "প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তিই যিনি অন্য মুসলমানগণকে নিজের হাত ও জবানী কষ্ট হইতে নিরাপদে রাখেন।" (২)

হজরতের উক্তি ঃ

এখানে হজরত গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী সৈয়দ মওলানা আহমদ উল্লাহ (কঃ) মাইজভাণ্ডারী মালামিয়া কাদেরীর মাহ্‌বিয়ত বা ভাব বিভোর, এস্তেগরাক্ বা তন্ময় অবস্থার পরক্ষণের ও বিশেষ সময়ের কয়েকটি উক্তি নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম; যাহাতে

---

(১) اشاعت اسلام سنه- ۱۹۲۷ جلد ۱۳ نمبر ۸ صفحه ۳٤۸ عزيز منزل لاهور

مين مانتا هون كه هر ايك مذهب انسان كى مساعى كے لے ايك هى منزل مقصود تجويز كرنا هے كو ان راهون مين جو اس منزل تك پهونچى هين سب كا اختلاف هے مكر خواهشات نفسانى كى قربانى كے اصول كے سب موافق هين- صفحه-۳٤۹

مين- ابن مريم سب سے پهلے عيسى نه تهے دنياے كفريات مين ان سے پهلےبهى ايسے بهت مسيح عليه السلام پيدا هوچكے تهے -صفحه-. ۳۵ تطهير وتكميل روح كيلے يه ضرورى هے كه انسان صفات ربى سے مسلح هو -صفحه۳٦۱ اور حقيقى صوفى وهى هے جو سب مذاهب كو خدا كى طرف سے خيال كرے

(২) مشكواة كتاب الايمان

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

তাঁহার বেলায়ত ও মসরব, পাঠকবৃন্দের সহজবোধ্য হয়।

"আমি হাসরের দিন প্রথম বলিব "লা এলাহা ইল্লাল্লাহ।"

ইহা লেওয়ায়ে আহমদীর সাক্ষী।

"রসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) দুইটি টুপীর মধ্যে একটি টুপী আমার মাথায়, অপরটি আমার ভাই বড় পীর ছাহেবের মাথায় দিয়াছেন।"

"আমার নাম পীরানে পীর ছাহেবের নামের সাথে সোনালী অক্ষরে লিখা আছে।" অর্থাৎ ধর্মে নতুনত্ব দানে শাহে বগদাদীর অনুরূপ জীবনদাতা।

এই কালামগুলি তাঁহার গাউছে আজমীয়তের প্রমাণ ও স্বীকৃতি।

"আমি মক্কা শরীফ গিয়া দেখিলাম, রসূল করিম (সঃ) এঁর ছদর মোবারক (বক্ষস্থল) এক অনন্ত দরিয়া। আমি এবং আমার ভাই পীরানে পীর ছাহেব ঐ দরিয়াতে ডুব দিলাম।" ইত্যাদি কালাম, গাউছুল আজমীয়তের অন্য প্রমাণ।

আজিমনগর নিবাসী ছুফী আবদুর রহমান ছাহেবকে হজরত বলিয়াছিলেন ঃ–

"নেহী মিয়া ইয়ে আমকা দরখ্‌ত নেহী হ্যায়! বাবা আদম হ্যায়। বহুত দিন তক্‌ মুত্তজির খাড়া হ্যায়। ইছওয়াস্তে উচকা চুতড় পর দু' কতরা পানি দিয়া।"

ইহা বেলায়তে আহ্‌মদীর ছিরয়ানী তছররোফ বা প্রভাব; যাহা সূক্ষ্ম জগতে সংঘটিত আত্মার প্রভাবজনিত বস্তু।

হজরত কেব্‌লা, জাফর আলী শাহ্‌কে পাকা কলা মারফত ফয়জ এনায়ত করিলে, জাফর আলী শাহ্‌ নিজকে সামলাইতে না পারায় হজরত বলিয়াছিলেন; "তুমি হিজরত কর।" ইহা তাঁহার ফয়জে এলকায়ী ও ফয়জে এত্তেহাদীর প্রামাণ্য উদাহরণ, যাহা ছালেকের দেহে প্রভাব বিস্তার করিয়া আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

হেদায়েত আলীকে রমজান মাসে সরবত পান করাইলে হজরত কেব্‌লার সহধর্মিনীর প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন; "তাহাকেঁ সাফ করিয়া দিলাম।" ইহা তাঁহার ফয়জে এল্‌কায়ী, যাহা স্পর্শ মণিবৎ দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কিমিয়া সাদৃশ্য ছালেকের ধাতজ মেজাজ ও মূল্যমান বদলাইয়া দেয়।

আবদুর রহমান মিঞাকে রমজানের দিনে সরবত পান করাইলে, ছায়াদ উদ্দীনের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন "আমার ছেলেরা সবসময় রোজা রাখে।" ইহা তাঁহার বেলায়তে মোত্‌লাকার অধিকার ও রহস্য প্রাধান্যের প্রমাণ। যেহেতু পাপকার্য হইতে বিরত থাকার নামই রোজা বা রোজার মূল উদ্দেশ্য। (তফসীরে ইবনে আরবী ১ম খণ্ড ৩৬ পৃষ্ঠা, তফসীরে হোসাইনী ১ম খণ্ড ২৮পৃষ্ঠা যাহা অত্র গ্রন্থের চতুর্দশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

গাউছুল আজমের ভ্রাতা মওলানা সৈয়দ আবদুল হামীদ ছাহেব একদা রাত্রিকালে তাঁহাকে কবরস্থানে দেখিতে পাইয়া বাড়ীতে চলিয়া আসিতে বলার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন; "মুর্দারা এখানে আর্তনাদ করিতেছে। তাই আমি আসিয়াছি। আপনি চলিয়া যান জ্বিন, পরী, সর্প, ব্যাঘ্র আমার অনিষ্ট করিবে না তাহারা আমার অনুগত।"

ইহা তাঁহার গাউছুল আজমিয়তের পরিচায়ক, এবং আলমে বর্‌জখ ইত্যাদি জগতের

উপর তাঁহার তছররুফ বা প্রভাব বিস্তারের প্রমাণ। হজরত কেব্‌লা কোন সময় বলিতেন ঃ-

"আমার বারটি সেতারা, বারটি বুরুজ ও বারটি কাছারী আছে।" ইহা কোরআন পাকের ছুরা "আলম নশরাহ" এঁর বার মঞ্জিলের ইঙ্গিতবাহী; রসূলুল্লাহ্‌র বার মন্‌জিলের অনুরূপ। ইহা জিল্লে মুহাম্মদীর পরিচায়ক। (তফছীরে আজিজী উর্দু ৪১৯ পৃঃ)

কোন সময়ে তিনি বলিতেন ঃ- "আমার চারিটি কুরছি, চারিটি মজহাব ও চারিটি ইমাম আছে।" ইহা হজরতের বেলায়ত বিল-আছালত, বেলায়ত বিল-বেরাছত, বেলায়ত বিদ্‌দারাছাত ও বেলায়ত বিল-মালামাত এই চারি প্রকার বেলায়তের অধিপতি ও সর্দার অলীউল্লাহ বলিয়া প্রমাণ বহন করে।

মওলানা রূমী মছনবী শরীফে বর্ণনা করেন ঃ- "নবীবর মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) বলিয়াছেন ঃ- আমার উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকও আছে, যে ব্যক্তি গুণ-গরিমায়, হিম্মতে ও আমার সর্বগুণে গুণান্বিত।" (১)

মওলানা নূর বক্‌সু ছাহেবকে হজরত কেব্‌লা বলিয়াছিলেন ঃ-

"আমি মজ্‌জুবে মাহজ নহি; মজ্‌জুবে ছালেক হই, বায়তুল মোকাদ্দাছে নামাজ পড়ি।"

ইহা গাউছিয়ত ও কুতুবিয়ত উভয় মসরবের পূর্ণ কামালিয়তের ও তছররুফাতের প্রমাণ।

মওলানা আবদুল জলীল ছাহেবকে-গায়েব বলা জায়েজ আছে কি? প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন;- "যখন আল্লাহতায়ালা 'কুন' বলিয়াছিলেন তখনতো সমস্ত কিছু হইয়া গিয়াছে, আবার গায়েব কোথায়!"

ইহা তাঁহার এল্‌মে কুল্লি বা কুদছির প্রমাণ! যেমন খোদার বাণীঃ-

"আদমকে সমস্ত নামাবলী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।" ইহা এই বাণীর অবয়ব স্বরূপ। ইহা, তিনি যে বেলায়তে মোত্‌লাকার আদি পুরুষ বা আরম্ভকারী ইহারও ইঙ্গিত বহন করে।

ধুরঙ্গ খালের গতি পরিবর্তন ব্যাপারে তিনি বলিয়াছিলেন; "রসূলুল্লাহ্‌র সহিত বেয়াদবী করায় তাড়াইয়া দিয়াছি" এই বাণী এবং সৈয়দ মুহাম্মদ হাশেম ছাহেবকে বলিয়াছিলেন "রসূলুল্লাহ্‌র নাতিদ্বয় হাছনাইনের সহিত আদব কর" ইত্যাদি বাণীতে তাঁহার জিল্লে মুহাম্মদী বা প্রতিচ্ছবি হইবার প্রমাণ মিলে। যাহা রসূলুল্লাহ্‌র আহ্‌মদ নাম লফ্‌জ (শব্দ) আল্লাহ্‌র সঙ্গে সংযুক্ত, হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ আহ্‌মদ উল্লাহ (কঃ) এঁর জাতে পাকে প্রকাশিত ও গুণ গরিমার অধিকারী দেখা যায়।

একদা হজরত কেব্‌লা, আন্দর হুজুরা শরীফে চা পানে রত ছিলেন। আমিও খেদমত শরীফে উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় আমার বড় ভ্রাতা সৈয়দ মীর হাসান (রঃ)

---

(১) مثنوي مولانا رومی

گفت پیغمبر که هست ازامتم * هم صفت هم گوهر وهم همتم

ছাহেবকে ডাকিয়া জানিতে চাহিলেন, "মীর হাসান তোমার কাছে হিসাবের বই আছে কি"? তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া পুণরায় বলিলেন, "তুমি সেকান্দরী হিসাব চিননা!"

ইহাতে বুঝা যায়, তরীকত পন্থায় ছুফী সাধনা মতে নিজ্ সজাগ সত্ত্বার গতিবিধি প্রকৃতি "মোহাসেবায়ে নফ্ছ" যেরূপ প্রয়োজনীয় ও মুল্যবান তদ্রূপ পবিত্র "শর্আ" অনুযায়ী লেনদেন "মায়ামেলাতে এতেবারীয়াতে" ও আমানত দেয়ানত রক্ষার্থে অনুরূপ হিসাব পত্র রাখাও মূল্যবান এবং জরুরী।

অতএব তাঁহার পবিত্র দরবারের কাজ কারবারের জিম্মাদার মোস্তাজেমকেও সততার সহিত যথাযথ হিসাব পত্র রাখার দরকার আছে।

যেহেতু তাঁহার এই "বেলায়তে ওজমা" হজরত সেকান্দর (আঃ) এঁর মত জাহের বাতেন দোজাহানের বাদশাহী তুল্য। "তাজেদারে নবী" হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এঁর সুপ্রসিদ্ধ বিশেষণ "আল আমীন" উপাধির প্রকৃত স্বরূপ, "জিল্লে মুহাম্মদীর" ফলে শরীয়ত এবং তরীকতের পবিত্র বিধি ব্যবস্থার প্রতিও সম্মান প্রদর্শনকারী বুঝা যায়।

যাহা আদলে মোত্লাকের সহায়ক বা নির্বিরোধ সাম্য– বিশ্বশান্তি কাম্য ইসলাম। কোরান পাকের সূরায়ে আলহজ্জের শেষ ৭৭ ও ৭৮ আয়াত দ্রষ্টব্য। (১)

---

(১) سورة الحج ٧٧-٧٨ اية

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ

جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ

حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ

قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا

شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ صلے فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا

الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى

وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

ইহাতে আল্লাহ্‌র ধ্যান-অন্বেষণ, ছালাত-জাকাত, খোদার প্রতি আস্থাশীলতা, প্রভুত্বের স্বীকৃতি এবং সৎকার্যের নির্দেশ আছে।

আমি নিজে দেখিয়াছি, হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী তাঁহার ঘুমন্ত খাদেম ছেলেদের মাথার নীচে নিজ পাগড়ী বা চৌগা কাপড় দ্বারা বালিশ তৈরী করিয়া দিতেছেন। শীতের রাতে ঘুমন্ত খাদেমদের গায়ে নিজ চাদর বা শাল পরাইয়া দিতেও দেখিয়াছি। ইহা দরদী সাহায্যকারী প্রভুত্বের নিদর্শন এবং সাম্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তাঁহার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাদির মধ্যে তাঁহার পবিত্র দেহের খোশ্‌বু এক বিশিষ্ট বস্তু। হজরত রসুলে করিম (সঃ) এঁর অজুদে পাকে যে এক রকম খোশ্‌বু বিদ্যমান ছিল অদ্রূপ হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র দেহেও এক প্রকার খোশবু ছিল। উহা অবিকল দারুচিনির ঘ্রাণ সদৃশ্য ছিল। তিনি যেই পথে গমন করিতেন সেই পথে ইহার পর পরিচিত অন্য কেহ গমন করিলে বুঝিতে পারিত যে, একটু আগে এই পথে হজরত তশরীফ নিয়াছেন। ইহা রসুলুল্লাহ্ (সঃ) এঁর সহিত তাঁহার দৈহিক প্রকৃতির সাদৃশ্যতার পরিচায়ক।

তাঁহার ওফাতের পরও যে দুনিয়াতে তাঁহার রূহানী তছররুফাত সমানভাবে বিদ্যমান আছে; তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাদিতে এবং তাঁহার ওফাতের পর মওলানা অদিয়াত উল্লাহ্ যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আলাপ করিয়াছেন ও বৌদ্ধ ভক্তদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া হরিণ দান করিয়াছেন যাহা "জীবনী ও কেরামত" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, প্রভৃতি তাঁহার রূহানী তছররুফাতের প্রমাণ বহন করে।

পটিয়া থানার অন্তর্গত হুলাইন গ্রামের নুর আহমদ সওদাগর বর্ণনা করেন, আমি চট্টগ্রাম "নোব্‌ল ক্লথ ষ্টোরে" চাকুরী করার সময় আমার দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলি। ডাক্তার জাফর, ননীবাবু, ও টি হোসেন প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎসা করাইবার পর বিফল মনোরথ হইয়া বাড়ী চলিয়া আসি। আমি পেশোয়ারী হুজুরের মুরীদ। শেষ রাত্রে তাহাজ্জদ্ কিংবা ফজরের নামাজের পর প্রত্যহ মাইজভাণ্ডারী গাউছুল আজম হজরত ছাহেব কেব্‌লার রূহ মোবারকের উপর ছালাম পৌছাইয়া এই মুছিবত হইতে উদ্ধারের জন্য কাকুতি মিনতি করিতাম। কারণ আমি তাঁহার অনেক অলৌকিক কেরামতের কথা শুনিয়াছি। মাস খানিক পর একদা আনুমানিক রাত্রি ২ দুইটার পর স্বপ্নে মাইজভাণ্ডারী হজরত ছাহেব কেব্‌লা, অধীনকে দর্শন দান করিয়া নিজ পরিচয় দান করেন। আমি তাঁহার পা মোবারক জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। হুজুর আমার মাথায় হাত দিয়া দুই চক্ষে দুইটি ফুঁ দিলেন। এবং বলিলেন, "আগামী কল্য হইতে খোদার ফজলে তোমার চক্ষু ভাল হইয়া যাইবে।" আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলাম, হুজুর আমি একান্ত গরীব মানুষ আমার উপায় কি হইবে! হুজুর বলিলেন, "আচ্ছা যাও তোমার অনেক টাকা হইবে।" তৎপর তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ঘুমের ঘোরে আমার হাও মাও শব্দ শুনিয়া আমার স্ত্রী আমাকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহাকে চুপ করিতে বলিলাম এবং স্বপ্ন বৃত্তান্ত তাহার নিকট বর্ণনা করিলাম। ইহা কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিলাম। আমি তখন আমার স্ত্রীর হস্তস্থিত বাতি অস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম।

ইহাতে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইল যে, আমি খোদার ফজলে তাঁহার দোয়ায় আরোগ্য লাভ করিব। ইহার পর আল্লাহ্‌র রহমতে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর দোয়ার বরকতে আমি ক্রমশ: আমার চক্ষের হারানো জ্যোতিঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম।

এখন মনে রোজগারের চিন্তা উদয় হইল। আমার স্ত্রীকে একদিন বলিলাম, দেখ, আমি বিত্তহারা মানুষ, তুমি যদি কিছু টাকা যোগাড় করিয়া দিতে পার, সামনের রমজানে শহরে গিয়া ইফ্‌তারী তৈয়ার করিয়া বিক্রয়ের চেষ্টা করিব। এই কাজ আমি জানি সেখানে আমার পরিচিত লোকও আছে, আল্লাহ চাহেন তো আমি সুবিধা করিতে পারিব।

স্ত্রী প্রদত্ত চল্লিশটি টাকা সঙ্গে লইয়া শহরে আসিলাম এবং পরিচিত ইদ্রিছ চৌধুরী সাহেবের আশ্রয় চাহিলাম। তিনি তাহার দোকানের পিছনের বারান্দায় আমাকে থাকিবার অনুমতি দিলেন। আমি সেখানে ইফ্‌তারী তৈয়ার করিয়া রাস্তায় বিক্রয় করিতাম। ঈদ মোবারকের পর হিসাব করিয়া দেখিলাম আমার সমস্ত খরচাদি বাদ যাইয়া প্রায় ৬০০ ছয়শত টাকার মত আমার নিকট মওজুদ আছে। মনে উৎসাহ জাগিল কাট্টলী নিবাসী উক্ত চৌধুরী সাহেবকে অনুরোধ করিয়া তাহার দোকানের পিছনের বারান্দাখানা আমি ভাড়া নিলাম। তথায় ভাতের হোটেল খুলিয়া আমি যথেষ্ট রূজী করিতে লাগিলাম। বর্তমানে ইহাকে "নূর হোটেল" নাম দিয়া আমার ভাই এবং আমি, নয়জন কর্মচারী লইয়া হোটেল পরিচালনা করিতেছি।

মাঝখানে, চৌধুরী ছাহেবের ঘরের মালিক ছালেহা বিবি নাম্নী জনৈক মহিলা আমাকে তথা হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করেন। কারণ হোটেলের ধুঁয়া কালিতে ঘরের শ্রী নষ্ট হইতেছিল। আমি আবার হজরত মাইজভাণ্ডারী গাউছুল আজমের শরণাপন্ন হইয়া নিজের অসহায়তার জন্য "এল্‌তেজা" করিলাম। দয়ার সাগর হজরত, এই অধমকে পুনঃ স্বপ্নে দর্শন দানে ছরফরাজ করিলেন। হজরত স্বপ্নে আমাকে তাঁহার কুকুর বলিয়া স্বীকার করিতে বলিলেন– আমি নিজেকে হজরতের কুকুর বলিয়া স্বীকার করিলাম। হজরত বলিলেন, "তুমি থাকিবে, তোমাকে কেহ কিছু করিতে পারিবে না।"

ইহার কিছুদিনের মধ্যে ঘরের জমিদারের মালিকানা ঘটনাচক্রে চলিয়া যায়। বর্তমানে খোদার রহমতে এবং গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর দোয়ায় আমি নিশ্চিন্তে আমার স্ব-স্থানে অদ্য ৩০-৯-৬৭ইং তারিখ পর্যন্ত বহাল আছি। এখন আমার অবস্থা স্বচ্ছল, জমা-জমি ঘর-বাড়ী করিয়াছি।

আল্লামা মুহীউদ্দীন ইবনে আরবীর ফছূছুল হেকম এবং হজরত মওলানা তোরাব আলী শাহ্ কলন্দর রচিত মতালেবে রশীদী ইত্যাদি কেতাব হইতে তাঁহার গাউছিয়ত ও খাতেমুল বেলায়তের প্রমাণ অত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। কোন দীনদার বুজুর্গের মৃত্যু, তাঁহার পরবর্তীগণের হায়াত বা জিন্দেগীতে পর্যবসিত হয়। (১)

ছুফী বা অলীউল্লাহ্‌দের মধ্যে কোন বুজুর্গানে দীন ইতিঃপূর্বে এমন উদাত্ত স্বাধীন

---

(১) موت التقى حياة الانفار

বাণী প্রদান করেন নাই। কারণ তখন বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মুহাম্মদীর যুগ ছিল। হজরত হাফেজ শিরাজী (রঃ) বলেন, আমি বন্ধুর গুপ্ত ভেদ প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু ধ্যান, জ্ঞান নিষেধ করিয়া বলিতেছে ইহা প্রকাশ করার সময় এখনও দেরি আছে। প্রকাশ করা এখন অন্যায় হইবে। (১)

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী যেই সময় তাঁহার ভক্তদের প্রতি উপরোক্ত বাণী দিয়াছিলেন, তখন মোকাইয়্যাদায়ে মুহাম্মদীর যুগ শেষ হইয়া মোত্‌লাকায়ে আহ্‌মদীর যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। তিনিই খাতেমুল বেলায়ত বা মোকাইয়্যাদা জমানার খাতেম এবং মোত্‌লাকা যুগের আরম্ভকারী গাউছুল আজম।

এই বেলায়তী শক্তি ও নীতিকে আরবীতে "বেলায়তে মোহীত্‌" বা সর্ববেষ্টনকারী বেলায়ত বলে।

অতএব, সর্বজাতির ও সর্বধর্মের ধর্মীয় লক্ষ্যস্থলে পৌছিবার এবং সকলের গ্রহণ উপযোগী ইহাই সহজতম পন্থা বা ত্বরীকা। তাই বর্তমান যুগে ইহার প্রয়োজনীয়তা অধিক।

ফতহুর রব্বানী নামক কেতাবের ৫০৫/৫০৬ পৃষ্ঠায় হজরত পীরানে পীর দস্তগীর ফরমাইয়াছেন।

"খোদার বন্ধুদের সাহচর্য গ্রহণ কর। তাঁহারা যাহার প্রতি নজর বা হিম্মত করেন, তাহার রূহানী বা সূক্ষ্ম জীবন আরম্ভ হইতে হয়। সেই ব্যক্তি ইহুদী, নাছারা বা মজুছীও যদি হয় তবুও। যদি মুসলমান হয় তবে ঈমান শক্তিশালী হয়।" (২)

---

(১) خواهم از زلف بتان نافه كشاى كردن
فكر دور است همانا كه خطا ميبينم

(২) الفتح ربانى صفحه ٥٠٥
وقال رضى الله تعالى عنه ما كنت اقعد مع احد ثم ان قعدت كنت اقعد مع اثنين او ثلاثة من الموافقين لى اصحب القوم فان من صفاتهم انهم اذا نظروا الى شخص وجعلوا همتهم اليه احيوه وان كان ذالك المنظور اليه يهوديا او نصرانيا او مجوسيا وان كان مسلما ازداد ايمانا ويقينا وتثبتا

দশম পরিচ্ছেদ

হেদায়ত পাওয়ার যোগ্যতা-বা-অবস্থা ও সফলতা অর্জনের যোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য কি? ঃ–

হেদায়ত পাওয়ার যোগ্যতা এবং সফলতা অর্জনের যোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমটি নবুয়তের শানের সহিত সংশ্লিষ্ট। যাহা আহ্কামী আদেশ নিষেধ মূলক ও তবলীগী বা প্রচারমূলক। ফোরকানী (১) অর্থাৎ বিভিন্ন রূপ প্রদানকারী প্রগতিমুখী বস্তু। ইহা বিভিন্ন জিনছিয়তের বা ব্যক্তিত্বের বিকাশোন্মুখ প্রতিভা। ইহাতে সর্বব্যাপ্ত, সচেতন ও সজ্ঞান বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্ বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আদেশ নিষেধ বাণী মূলে বিকশিত ও বিরাজিত কোরআন-পাকের বাণী।

"কুল্লা এয়াওমিন হুয়া ফিশান" (ছুরা আররহমান ২৯ আয়াত) অর্থাৎ "আল্লাহ প্রত্যহ বিভিন্ন অবস্থাতে বিরাজমান।"

যেইরূপ ফুলের কলির মূলাধারে ভ্রমরের গুণগুণী ও বুলবুলির কিচিমিচির ভিতর দিয়া প্রস্ফুটিত ফুলের বিকাশ দেয়; সেইরূপ সৃষ্টির মূলাধার স্রষ্টা, কুন (২) এর কুনকুনীতে ও বোলের বোল বোলিতে সৃষ্টির বিকাশ দেয়।

"হামা আজ উস্ত" অর্থাৎ সমস্তই তিনি হইতে বা স্রষ্টা হইতে সৃষ্ট। ইহা শাহুদীয়া ছুফী মতবাদ ও দর্শন। ইহা নবুয়তের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখে; অর্থাৎ বাহ্যিক দিক প্রধান।

দ্বিতীয়টি নবীর বেলায়তী শানের বা অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহা তর্গীবী বা উৎসাহ মূলক প্রকৃতি বিশিষ্ট আছরারী বা রহস্যমূলক অবস্থা। ইহা জময়ানী বা

---

(১)

تفسير ابن عربى ٢٦ (١) فرقانى اى (ببينات من الهدى) ودلايل متصلة من الجمع والفرق اى العلم التفصيلى المسمى بالعقل الفرقانى (٢) جمعانى اى العلم الجامع الاجمالى المسمى بالعقل القرانى الموصول الى مقام الجمع هداية للناس الى الوحدة باعتبار الجمع

(২) "কুন" অর্থাৎ হও।

সমাবেশকারী ভাবধারা সংযুক্ত ছুফী মতবাদের বিশিষ্ট ধ্যান ধারণা (১)

"লা এলাহা ইল্লাল্লাহু লা মওজুদা ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য বস্তুর হাস্তি বা অন্য বস্তুর অস্থিত্ব মিথ্যা। ইহাকে ছুফী পরিভাষায় হামা উস্ত বলা হয়। অর্থাৎ সবকিছুই তিনি (স্রষ্টা)।

ইহা অজুদীয়া ছুফী মতবাদ বা দর্শন। বৈদিক দর্শনের সহিতও ইহার মিল আছে। যেমনঃ- "এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।" ইহা বেলায়ত ঘনিষ্ট প্রধান ভাবধারা।

মওলানা রূমী (রঃ) বলেন ঃ- "মানব মনকে, যখন পীরের জ্ঞান জ্যোতির প্রতি নিবদ্ধ করা হয়, তখন ইহার অংশ স্বরূপ তাহার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয়।" (২) (মছনবী)

ইহা নেহায়েত মানব মনন প্রকৃতি সম্পন্ন, যাহা "তছদীক বিল যনান" দিলে বিশ্বাস ভাবধারায় ও মনন প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এবং চারিত্রিক বিশুদ্ধতাতে বিকশিত হইয়া থাকে। আনুষ্ঠানিক কার্য, কারণ ইহার অন্তরায় হইতে পারে না বা এই মনোবৃত্তির পরিচায়কও হইতে পারে না।

ইহা চারিত্রিক অবনতি রোধ করার জন্য নহে। বরং চারিত্রিক উৎকর্ষতার জন্য নিতান্ত দরকার। চারিত্রিক অবনতি রোধ করার জন্য যাহা, তাহা এবাদাতে মোতনাফিয়া বা পাপকার্য বিরতকারী এবাদতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেমন কোরআন-পাকে বলেনঃ-

"ছালাত বা নামাজ মানবকে পাপ কার্য হইতে বিরত করে এবং লজ্জাজনক কাজ হইতে রক্ষা করে। আমার স্মরণের জন্য নামাজ বা "ছালাত" কায়েম কর। খোদার স্মরণ নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড়।" চতুর্দশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

তাই হজরত গাউছুল আজমের ফয়জ প্রাপ্ত খলীফা মওলানা সৈয়দ মুছাহেবুদ্দীন প্রকাশ শাহপুরী ছাহেব নিজ রচিত গজলে বলিয়াছেন ঃ-

স্মরণ করলে চরণ মিলে
আল্লাহ রাজী হয় তাতে; ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য ঃ- "একরার বিল লেছান" মুখে স্বীকার করা, "তছদীকে বিল-যনান" অন্তরে বিশ্বাস করা। ঈমানের এই দুইদিকের মধ্যে ইহা "তছদীকে বিল যনান", ইহা দৃঢ় বিশ্বাস সম্বলিত বিধায় ইহাকে "ঈকান" বলা হয়। তাই এখানে ভাষা বা চিন্তার বাহ্যিক প্রকৃতি শিথিল ও ভাবের ভাষাহীন প্রকৃতি সজাগ ও চেতনা সম্পন্ন। ইহাতে স্থান, কাল, গোত্র, সম্প্রদায় বা ধর্মবৈষম্য জনিত ভাব বিলুপ্ত। ইহা ছালেককে অদ্বৈত-খোদা ধর্মে অভ্যস্ত ও প্রকৃতিস্থ করিতে দেখা যায়। ইহা বেলায়তে মোত্‌লাকার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ "খুছুছিয়ত।" ইহা বেলায়তে মোকাইয়্যাদাতে খুবই কম বিকশিত হইয়াছে। নবুয়তে ফোরকানী অর্থাৎ আদেশ নিষেধ বা বিভিন্নরূপ ভেদ প্রদানকারী বিধায়, উক্ত "ঈকান"

---

(১) এ হইল "ফোরকানী" ও "জময়ানী" শব্দের ব্যাখ্যা।

(২) مثنوی شریف

دل چون پر انوار عقل پیر زد * زان نصیب هم بدو دیده رسد

রহস্য বিকশিত হওয়া বিশেষ কষ্ট সাধ্য ছিল। তৌহীদ, দ্বৈতভাব পরিহারকারী বিধায় বিশ্ববাসীকে একই চারিত্রিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে সমাবেশ করিতে ক্ষমতা সম্পন্ন। ইহা এই মৌলিক ত্বরীকত পন্থাতেই সম্ভাব্য, যাহা খাতেমুল বেলায়ত মওলানা সৈয়দ আহ্মদ উল্লাহ (কঃ) মালামিয়া কাদেরীর মসরবে (১) পাওয়া যায়।

তাঁহার এই অপূর্ব নির্বিলাস ছুফী সভ্যতা বিশ্ববাসীর জন্য সুরক্ষিত।

শরীয়ত পার্থিব নাছুতী স্তরের লোকদের জন্য অবতীর্ণ।

যে কোন সম্প্রদায় হউক না কেন, এই মোকামের লোক নিজ ধর্ম আচরণে নিষ্ঠাবান থাকা দরকার। ইসলাম বিধান ধর্মের শেষ সংস্কার এবং কোরআন পাক চির অবিকৃত ও রক্ষিত থাকায় ভুল ভ্রান্তি মুক্ত। কোরআন সর্ব যুগোপযোগী প্রগতিশীল ধর্মব্যবস্থা দিতে সমর্থ বলিয়াই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) মানব চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য বিশ্বমানবতার প্রতীক। যাহা তাঁহার বিভিন্ন হাদীছ ও সুন্নত আচরণ ইত্যাদি হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তাই ইসলাম সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ধর্ম। লোক যেমন বাজারে যাইয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের পছন্দ অনুযায়ী সওদা করিবার অধিকার আছে; সেইরূপ মানবের বিচার বুদ্ধির তারতম্যের দরুণ নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী ধর্মমত বাছিয়া নিবারও অধিকার আছে এবং ইহার রেওয়াজও আছে। কাজেই ইহা অপরিবর্তনীয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অপর ধর্মাবলম্বীরা সেইরূপ এই ধর্মমনন প্রকৃতির সঙ্গে আচার ধর্মের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করিতে না পারিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল।

মোসলেম বিধান ধর্মাচারীরা তদ্রূপ স্বার্থপর ধর্মবিরোধ পন্থী লোকদের পাল্লায় পড়িয়া অথর্ব-বুদ্ধি সম্পন্ন হইতে বাধ্য হইয়াছে এবং নিজ ও পরের মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছে। ইহারা খোদার এবাদতে প্রেম-প্রেরণা ভুলিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা লক্ষ্য করিয়া কোরআন পাক বলিয়াছেঃ-

"ঐ বিশ্বাসীরাই সফলকাম, যাহারা নামাজের মধ্যে আল্লাহ্র প্রতি নম্র ও ভীতি বিহ্বল।" (কোরআন) (২)

"ঐ ব্যক্তিরা যাহারা নামাজে নিজ স্রষ্টা-প্রেম জাগরণ সম্পন্ন অর্থাৎ জ্ঞানজ সংরক্ষক ও নিয়মানুবর্তী।" (৩)

---

(১) মসরব অর্থাৎ চলন ভঙ্গি বা ঐতিহ্য।

(২) سورة المؤمنون

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

(৩) سورة المؤمنون اية ٢/١

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

"ঐ লোকদের জন্য ওয়ায়েল দোজখ হইবে যাহারা জ্ঞানজ ছালাত সম্বন্ধে অসতর্ক।" (কোরআন ছুরা মাউন ৫ আয়াত) (১) এই বলিয়া আল্লাহতায়ালা সতর্ক করিয়াছেন। ছালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ আগুনকে প্রজ্জ্বলন ও উদ্দীপন করা। অর্থাৎ খোদা-প্রেমের ধামা চাপা পড়া আগুনকে জাগ্রত করা। সেইরূপ "আকীম" শব্দ বিচ্ছিন্ন ও পতিত খিমা বা তাবুকে বিন্যস্ত করার জন্য আরবেরা ব্যবহার করিয়া থাকে। এখানে ইহার অর্থ খোদার-প্রেমাগ্নি জাগ্রত করা এবং তজ্জন্য নিজকে গুছাইয়া লওয়া-বা-যথাযথ বিন্যস্ত করা বুঝায়। সুতরাং যেই এবাদতে খোদার প্রেম-প্রেরণা জাগরিত হয় না তাহা এবাদত বা সুষ্ঠু ছালাত যোগ্য নহে। বিন্যস্ততার দিক দিয়া বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্নরূপ হইলেও যেখানে এই খোদা-প্রেম জাগ্রত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহাকে ছালাত বলা যাইতে পারে।

ইহা বুঝিতে পারিলে ধর্ম বিরোধ মিটিয়া যাইতে বাধ্য। বিশ্ব ধর্মবিরোধ মিটাইয়া ইহার সমন্বয় সাধন করিতে বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে-আহ্‌মদী-ই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। এই বেলায়তের প্রভাবেই জগত হইতে ধর্ম বিরোধ তিরোহিত হইতে পারে। মানব জাতির চারিত্রিক অবনতি এই বেলায়তের সুষ্ঠু কর্মপন্থাই রোধ করিতে পারে। যাহা এবাদতে মোতনাফিয়ার কার্য বলিয়া উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও সর্বধর্মসম্মত মত এই যে, মানব জাতির চরিত্রগত অবনতি রোধ করতঃ চরিত্রবান মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি করা। যাহা নেহায়ত মৌলিক।

রসূল করিম (সঃ) বলিয়াছেনঃ–

"আমি একমাত্র মানব জাতিকে চারিত্রিক মানের উচ্চ সোপানে আরোহন করাইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি বা আসিয়াছি।" (২) (তফসীরে ইবনে আরবী ৪র্থ পৃষ্ঠা এহায়ায়ুল উলুম ৩য় খণ্ড ৪২ পৃষ্ঠা)

---

(১) سورة الماعون اية ٤/٥

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

(২) حديث شريف

اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ

تفسير ابن عربى صفحه ٤

وفى احياء العلوم والدين لامام الغزالى رح

صفحه ٤٢ من المجلد الثالث

মজহাবে এশ্‌ক ঃ- মওলানা রূমী (রঃ) বলেন ঃ

"এশ্‌কের মজহাব বা চলন ভঙ্গি সকল ধর্ম হইতে স্বতন্ত্র। যাহারা প্রকৃত খোদা প্রেমিক, তাহারা খোদা ছাড়া অন্য কিছু দেখেনা। খোদা তায়ালাই তাঁহাদের মজহাব বা ধর্মমত।" মছনবী (১)

"নেকী বা পূণ্য করা সর্ত নহে; নেকী সঙ্গে লইয়া যাওয়াই সর্ত। কোরআন মতে খোদার কাছে একটি নেকী লইয়া গেলে দশটি নেকী-বা-বদলা পাওয়া যাইবে।" (অর্থাৎ নেকী চরিত্রগত হওয়া দরকার) মছনবী (২)

ধর্ম-ঝগড়া পরিহার করিয়া অলীউল্লাহদের বদৌলতে দুনিয়াতে ইসলাম দিন দিন প্রসার লাভ করিয়া চলিয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ দেখা যায় বাংলা এবং বিভিন্ন দ্বীপ ও দ্বীপ পুঞ্জ সমূহে বুজুর্গানে দীনদের বদৌলতে মুসলমানেরা সংখ্যা গরিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছে।

ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, উক্ত সংখ্যা গরিষ্ঠতা শাসন প্রভাবিত তলওয়ার দ্বারা হয় নাই।

অতএব দেখা যায় যে, এই ছুফিয়ায়ে কেরাম অলীগণের বাণী, চাল-চলন, কাজ-কারবার, ভাব-ভঙ্গি ও সভ্যতা কোরআন-পাকের সভ্যতা তাহা সনাতন ইসলাম, তাহার সহিত পূর্ণ সম্পর্ক পাতিয়া রহিয়াছে। যদিও নাছুতী স্বভাব বিশিষ্ট মানব, না বুঝিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে নানারূপ সমালোচনা করিয়া থাকে। ইহার কারণ, উহা সাধারণ আম্মারা প্রকৃতি সম্পন্ন মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির অনেক উর্দ্ধে।

যাহারা সৎজ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন লোক, তাহারা জ্ঞানের স্তর হিসাবে ও তাহাদের উপযুক্ততা মতে ইহাদিগকে বুঝিবার ও চিনিবার সুযোগ পায়। কোরআন পাকের বাণী মতে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই হাদী চিনিবার উপযোগী এবং হেদায়েত গ্রহণযোগ্য। মওলানা রূমী (রঃ) মছনবীতে বলেন ঃ-

"সোজা কথা বুঝিবার যোগ্যতা সকলের থাকেনা। যেই রূপ সকল মোরগ আন্‌জির ফল খাইতে পারে না।" (৩)

"মানুষেরও কান আছে, গাধারও কান আছে। গাধার কানে শুনিলে তাহা অর্থ-

---

مثنوی شریف مولانا روم رح

(১) ملت عشق ازهمه دینها جداست * عاشقان را ملت ومذهب خداست

(২) شرط من جا، بالحسن نے کردن ست * بل حسن راپیش حضرت بردن ست

(৩)

مثنوی شریف

بر سماع راست هر کس راه نیست * طعمه هو مرغ که انجیر نیست

বোধক যোগ্যতাবিহীন। তাই যোগ্যতাহীন গাধার কান বিক্রয় করিয়া একটি অর্থ-বোধক যোগ্যতা সম্পন্ন কান কিনিয়া আন।" (মছনবী) (১)

যেহেতু গাধা প্রকৃতি বিশিষ্ট কানে ইহা বুঝিবে না। যোগ্যতা সম্পন্ন মানবীয় কানের প্রয়োজন।

উপরোক্ত যোগ্যতাহীন কান বিশিষ্ট মানবকে মওলানা বোকা বা অবলাহ্ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি মছনবীতে বলেন ঃ

"বেকুপেরা মস্‌জিদের সম্মান করে; যাহারা দিলের মালিক তাহাদিগকে কষ্ট দেয়।" (২)

"হে গর্দভ প্রকৃতি বিশিষ্ট মানব! তোমার মনে করা উচিৎ, সেইটি "মজাজী" বা নকল মসজিদ আর হাকীকী বা প্রকৃত মসজিদ অর্থাৎ আনুগত্যের যায়গা; কামেল অলীদের ভিতর ছাড়া থাকে না।" (৩)

"আনুগত্যের জায়গা কামেলদের বা সিদ্ধ পুরুষদের ভিতরেই বিদ্যমান। ইহা সকলের আনুগত্যের স্থান। এইখানেই খোদা বিদ্যমান।" (৪)

"বহুত্বের বিনাশ সাধন কর; একত্বের অদ্বৈত চিরজীবি খোদা ছাড়া গ্রহ, নক্ষত্র, প্রস্ফুটিত আকাশ বা অন্য বস্তুতে নহিও না।" (৫)

"পাহাড় পর্বতকে রেশম ও পশমের মত নরম পাইবে, এই শীতল বা উত্তপ্ত পৃথিবীকে দেখিবে অস্তিত্বহীন।" (৬)

"ঐ পর্যন্ত চেষ্টিত থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার বাহুতে বাধাহীন ডানা বা পাখা গজাইয়া উঠে; যাহার কোন হেজাব বা আড়াল নাই।" (৭)

مثنوی شریف مولانا رومی رح

(১) گوش خر بفروش ودیگر گوش خر ❋ کین سخن را در نیابد گوش خر

(২) ابلہان تعظیم مسجد میکنند ❋ در جفاے اہل دل جد میکنند

(৩) ان مجازست این حقیقت ای خران ❋ نیست مسجد جز درون سروران

(৪) مسجد کو اندرون اولیاء ❋ سجده گاه جملہ کان انجا خدا

(৫) نے سما بینی نہ اخترنے وجود ❋ جز خدائے واحد حی ودود

(৬) کوه ها بینی چو پشم وپشم نرم ❋ نیست کشتہ این زمین سرد و گرم

(৭) باش تا روز یکہ ان فکر وخیال ❋ بر کشاید بیحجابی پر وبال

একাদশ পরিচ্ছেদ

লেওয়ায়ে আহ্‌মদী

হাসরের দিন রসুল করিম (সঃ) এঁর যেই নিশান উত্থিত হইবে, তাঁহার নাম "লেওয়ায়ে আহ্‌মদী" বা প্রশংসিত ঝাণ্ডা। কারণ, রসুল করিম (সঃ) নবী হাইছিয়তে বা অবস্থায় মে'রাজ শরীফে ছিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা পর্যন্ত হজরত জিব্রাইলের (আঃ) সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। জিব্রাইল (আঃ) সেখানে বলিয়াছিলেন ঃ

"আমি আর পশম পরিমাণও অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে খোদার তজল্লী আমার ডানা পোড়াইয়া দিবে।" (১) ইহা জ্ঞানের স্তর। যাহা নবীর জ্ঞান বা আক্‌লে আউয়ালকে বুঝায়। হজরত নবী করিম (সঃ) এঁর আসমানে বাহন ছিল "রফ্‌রফ্‌।" উহার আভি অভিধানগত অর্থ উড্ডয়ন উন্মুখ পাখীর উৎসাহ ব্যঞ্জক প্রচেষ্টা, অর্থাৎ স্বতঃস্ফুর্ত প্রেরণা বা জজ্‌বা। মকামে ইছরাফিলকেও রফ্‌রফ্‌ বলে। যে ফেরেশ্‌তার ফুৎকারে নাছুত বা দৃশ্যমান জগত ধ্বংস হইবে। মুর্দা জিন্দা হইবে। ইহা রসূল করিম (সঃ) এঁর বেলায়তের কাজ; যাহার ফলে মুর্দা-দিল জিন্দা হয় এবং মানুষের নাছুতী ভাবধারা বা আম্মারা কাইফিয়ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ইহাতে "অলল আখেরাতু খাইরুল লাকামিনালউলা।" (২) অর্থাৎ "শেষ প্রথম হইতে উত্তম" খোদার এই বাণীর প্রকৃত মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

যেহেতু বেলায়ত সম্পর্ক, খোদার সঙ্গে নিরিবিলি ও নিকটতম এবং অনন্ত। অতএব, এই বেলায়তী ঝাণ্ডা লেওয়ায়ে আহ্‌মদী বা প্রশংসিত ঝাণ্ডাই হাসরের দিন তাঁহার শেষ প্রতীক বা নিশান হইবে।

---

(১) মওলানা সা'দী সিরাজীর বাণী ঃ-

اگر یکسرے موے بر تر پرم * فروغ تجلی بسوزد پرم

(২) سورة الضحى ٤ اية

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى (٤)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হজরতের বাণী ঃ-

খাতেমুল অলী হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সময় সময় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও ভাব ব্যঞ্জক উপদেশ দিতেন। যেমন ঃ

"আমার নিকট একটি পাটী বেতের বা ঘইস্যা ডাওলসের ফুলও কি নিয়া আসিতে পার নাই?" (১)

এই ফুলে থাকে একটুখানি মধু, পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা। এইখানে ইহাই বুঝাইতেছেন যে, লোকেরা সততা, সরলতা এবং পবিত্র খোদা-প্রেম নিয়া আসেনা কেন? যাহার বিনিময়ে তিনি তাহাদিগকে খোদায়ী ফজিলত দিতে আগ্রহান্বিত।

কাহাকেও বলিতেন ঃ

"ফেরেশ্‌তা কালেব বনিয়া যাও।"

অর্থাৎ ফেরেশ্‌তার ন্যায় খোদার হুকুম মত কাজ কর। অবাধ্য হইও না।

কাহাকেও বলিতেন ঃ

"কবুতরের মত বাছিয়া খাও। হারাম খাইও না, নিজ সন্তান সন্ততি নিয়া খোদার প্রশংসা কর।"

যেইরূপ কবুতর বলে কোরআনের পরিভাষায় ঃ

"ওয়াক ওয়াবুম মরফুয়াতুন, ওয়াক ওয়াবুম মউদুয়াতুন।" অর্থাৎ ইহা বেহেস্তের নেয়ামতপূর্ণ বাটির প্রশংসা।

কোন সময় আইয়াম বীজের রোজা অর্থাৎ চন্দ্র মাসের ১৩/১৪/১৫ তারিখাদিতে উপবাস করিয়া সংযম অবলম্বন করিতে বলিতেন।

সময় বিশেষে কাহাকেও বলিতেন "তাহাজ্জুদের নামাজ পড়।" কাহাকে বলিতেন "ছালাত তছবীহের" নামাজ পড়িও, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিও।"

এইভাবে নফল এবাদতের দিকে উৎসাহিত করিতেন; যাহাতে মানব, পাপ কার্য

---

(১) "ঘইস্যা ডাওলস" ঃ-

চট্টগ্রামী ভাষায় তিল গাছের মত এক প্রকার ছোট গাছকে বলা হয়। ইহাতে তিল ফুলের মত সাদা ছোট ছোট ফুল হয়। লোকের বহুরূপ উপকারে আসে! পশুর চোখের ছানি কাটে অর্থাৎ চক্ষুর আবরণ ভাল হয় এবং কুঁড়িতে একটু মিষ্টি বা মধু থাকে। পাটি পাতার ফুলও ঐরূপ সাদা সচ্ছ এবং কুঁড়িতে স্বল্প মধু থাকে।

বিরত হইয়া স্রষ্টাতে মনোনিবেশ করিতে অভ্যস্ত হয়। এক সময় তাঁহার হুজুরা শরীফে একজন লোক প্রবেশ করিতে চাহিলে তিনি হঠাৎ বলিয়াছিলেন,

"এখানে আসিও না। এখানে "হাওয়া" * দাফন করা হইয়াছে। ইহা বাবা আদমের কবর।"

তাঁহার উপরোক্ত উক্তিতে বুঝা যায়, অনর্থক কাজ পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহার নিকট আসিলে কোন কাজ হইবে না। যেহেতু হাওয়া বা অনর্থক প্রবৃত্তিকে এখানে দাফন করা বা বিনষ্ট করা হয়। "ইহা বাবা আদমের কবর" অর্থ ইহা বেলায়তে মোত্‌লাকার আদি পুরুষ অনর্থ বিনাশকারীর অবস্থান ক্ষেত্র। যেমন কোরআন পাক বলেন ঃ

"যে কেহ খোদার নিকট উপস্থিত সময়ের ভয়ে নিজ প্রবৃত্তিকে অনর্থক কাজ হইতে বিরত রাখে বেহেস্ত তাহার নিশ্চিত ঠিকানা।" (১) কোরআন-ছুরা অন্নাজেয়াত ৪০-৪১ আয়াত। ইহা ফানায়ে ছালাছা অর্থাৎ "ফানা আনিল খাল্ক", "ফানা আনিল হাওয়া" এবং "ফানা আনিল এরাদা"- এই ত্রিবিধ অবস্থা, মানব কু-প্রবৃত্তির বিনাশকেই বুঝায়।

(১) কাহারো নিকট কোন উপকারের প্রত্যাশা না করাকে "ফানা আনিল খাল্ক" বলে।

(২) মানব জীবনে যাহা না হইলে চলে এই রকম অনর্থক বস্তুকে পরিহার করিয়া চলার নাম "ফানা আনিল হাওয়া।"

(৩) নিজের ইচ্ছার উপর খোদার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া অর্থাৎ খোদার ইচ্ছাতে নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করিয়া দেওয়া। ইহাকে ফানা আনিল এরাদা বলে; ছুফী পরিভাষায় রজা এবং তছলীম বলা হয়।

ইহার পরিপ্রেক্ষিতে–

কোরানে হাকিমের সূরা ছাফ্‌ফাতের ১০৩ আয়াত وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ

এর ব্যাখ্যা তফ্‌ছীরে ইবনে আরবীর ২য় খণ্ড ৭৬ পৃষ্ঠা এবং আল্লামা রাগেব ইস্পাহানীর মিসরী ছাপা লোগাতে কোরআনীর ৮৪ পৃষ্ঠার বর্ণনামতে প্রতীয়মান হয়, মুখ মণ্ডলে ব্যক্ত খোদার ইচ্ছার নিকট নিজ ইচ্ছা বা এরাদার বিলীন ভাব। যাহা বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থের ৮ম পরিচ্ছেদে বর্ণিত, হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর বিশ্বত্রাণ

---

* হাওয়া অর্থ– অনর্থক, যাহা না হইলে চলে।

(১) سورة النازعات ٤٠

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى
فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى

কর্তৃত্ব সপ্ত পদ্ধতির তৃতীয় শুদ্ধি বিধি ব্যবস্থার "ফানা আনিল এরাদাতে" প্রতীয়মান বুঝা যায়। যাহার ফলে মানব চরিত্রে পাপ বিরত অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইহা নবুয়াত ঘনিষ্ট ব্যাপার হইলেও বেলায়ত পর্যায়ভুক্ত। হজরত গাউছুল আজমের প্রবর্তিত সপ্ত পদ্ধতির অপর চারিটি (১) সাদা (২) কাল (৩) লাল (৪) সবুজ নিয়ম যুক্ত দেহ-তত্ত্বমূলক প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ উৎকর্ষমূলক বিধি ব্যবস্থাতে "ছালেক" বা খোদা পথচারীর বেলায়তে খিজরীর স্তর তক্ উন্নীত হইতে সমর্থ বুঝা যায়। ইহার ফলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, তাঁহার বেলায়ত পরম উন্নীত বেলায়ত। হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এঁর মত পূর্ববর্তী বাধাযুক্ত বেলায়ত যুগের অবসানকারী–বাধা মুক্ত বেলায়ত যুগের অধিকারী বেলায়তে মুহীতের মালিক, বেলায়ত ঘনিষ্ট খিজরী বিধি ব্যবস্থা সম্পন্ন।

যেই ভাবধারাকে উপরোক্ত সূরার ১০৭ আয়াতে بِذِبْحٍ عَظِيمٍ বা জবেহ-শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১০৮ আয়াত পরবর্তীগণের জন্য বহাল রহিল। ১০৬ আয়াত পরীক্ষামূলক।

১০৫ আয়াতে قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ বলিয়া উল্লেখ আছে।

অর্থাৎ এখন তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইয়াছে। যেহেতু ছেলে, পিতার রহস্যের বিকাশ উন্মুখ অপর নাম।

এই কারণে অত্র গ্রন্থের এই পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির উছুল বা মূলনীতি মতে মানুষ জবাই বা বলী নিষ্ঠুর, অবৈধ ও অনিষ্টকর বিধি বিধায়, বিশ্ব পালন কর্তার ইহা ইচ্ছা সম্বলিত নহে। তাই কোরআনে হাকীম বলিতেছে, এখন তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইয়াছে যাহা চরম সৎকার্য। ইহাকে ছুফী পরিভাষায় তছলীম ও রজা বলে। (১)

মওলানা রুমী (রহঃ) বলেন ঃ–

"এলম বা জ্ঞানকে যদি দৈহিক প্রবৃত্তির উপর নিক্ষেপ কর, তাহা অনিষ্টকারী সর্পই

---

(১) تفسير ابن عربى المجلد الثانى صفحه ٧٦
فلما بلغ معه السعى (سورة الصافات ١٠٢ ايات)
بالسلوك فى طريق ا الكمالات الخليقة والفضابل
النفسانية اوحى اليه ان يذبحه بالفناء فى
التوحيد- والتسليم لربه الحق بالتجريد من
الصفات الكمالية- فاخبره بذلك فانقاد واسلم
وجهه بالفناء فى ذاته عن صفاته

হইবে। যদি প্রাণ-প্রেরণার উপর নিক্ষেপ কর তাহা হইলে ইহা সাহায্যকারী বন্ধু স্বরূপই হইবে।" (১)

কোরআন-পাকের সূরা লোকমানের ১৮ আয়াতে বর্ণনা আছে ঃ- "দুনিয়াতে অহঙ্কারের সহিত পদক্ষেপ করিও না।" (২)

ভারতীয় মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ তাহার লিখিত সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বসনের পূর্বে ভূষনের সৃষ্টি" ইহার প্রমাণ স্বরূপ লিখিয়াছেন ঃ-

আদিম আফ্রিকাবাসীরা দিন দুপুরে গ্রীষ্মকালেও বাঘের চামড়া গায়ে পড়িয়া পায়চারী করিতে গৌরব মনে করিত। আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় তাহাদের শরীরে নানা প্রকার ছবি, সংকেত বা নিশানাদি গোদাইয়া রাখিতে ভালবাসিত।

দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দাগণ মাছের কাঁটা ও শাঁখার অলঙ্কার পরিধান করিয়া অলঙ্কার পরার সৌন্দর্য দেখাইত। শীতকালে শীতবস্ত্র পরিধান না করিয়া মৃত্যুবরণ রূপ ফ্যাশনকে আদর দেখাইয়া প্রমাণ করিয়াছে যে, এই অসভ্য জাতিরাই আদিম। ভূষণের আদর তাহাদের নিকট বেশী। সুতরাং ভূষণও আদিম বা পুরাতন। এই কারণেই "ফ্যাশন" সাধারণ মানুষের কাছে আদৃত।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি মতে দেখা যায়, যেই সমস্ত "ফ্যাশন" শারিরীক ও মানসিক দিক্ দিয়া হিতকর তাহা পূণ্য বা ছওয়াব হিসাবে "কামেল আচরণ" বা ছুন্নত রূপে পরিগণিত; যাহা অনিষ্টকর ও অনর্থক তাহা গুণাহ্ বা পাপ এবং দুর্নীতিবাজ আচরণ বা "বেদ্‌য়াতে ছাইয়া" অভিনব কুপ্রথা রূপে পরিগণিত।

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী অলঙ্কার প্রথাকে ভালবাসিতেন না। অনেককে তিনি হাত, কান, নাক, গলা প্রভৃতি হইতে অলঙ্কার নামাইয়া রাখিতে হুকুম দিতেন এবং এই সমস্ত অলঙ্কারকে "বেরী", মনহুস্ বলিতেন। কাহারও নাক, কান ছেদন করিতে দেখিলে এবং কান্না শুনিলে, নাক, কান ছেদনে বাধা দিতেন। যাহা কোরআন-পাকের

---

(১) مثنوی شریف

علم کربرتن زنی مارے شود * علم کر بر دل زنی یارے شود

(২) سورة ج لقمان ١٨ اية

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحًا

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

ছুরা নেছার ১১৯ আয়াত দ্বারা সমর্থিত। (১)

বর্তমান যুগে দেখা যায়, মানবগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ অলক্ষ্যে এক অনিষ্টকারী ফ্যাশনের অনুসারী হইয়া চলিয়াছে। নানা ভূষণীয় অনিষ্টকারী ফ্যাশন সমূহকে সভ্যতা মনে করিতেছে। যাহাকে কোরআনের পরিভাষাতে নেশাগ্রস্ত বিভোরচিত্ত বলিয়া বলা চলে। (কোরআন সূরা আল হাজর ৭২ আয়াত) (২) যাহার পরিনাম বিপজ্জনক হওয়া স্বাভাবিক! পক্ষান্তরে এই ইসলামী ছুফী সভ্যতা মানবজাতিকে পরিণামদর্শী, অনিত্যে অনাসক্ত, খোদা-আসক্ত, সাম্য, শান্ত, অল্পেসন্তুষ্ট বা "কানে" * অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজনীয় পরিত্যক্ত নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত করিতে সমর্থ; যাহার ফলে বিশ্ববাসীর ধন-সঞ্চয় মোহ এবং ধন-কেন্দ্রিক ব্যবস্থা শিথিল হইতে বাধ্য। ইহাতে ধন-কেন্দ্রিক প্রতিযোগিতা হ্রাস পাইবে। কারণ দৈনন্দিন জীবন যাত্রার খরচের উচ্চমান পাওয়ার লালসাই মানব গোষ্ঠীকে অতি রোজগার ও খাটুনির পথে ঠেলিয়া দিতেছে। ইহাতে মানবজাতি বিচার, বুদ্ধি, ধর্ম, অ-ধর্ম পরিণামের কথা ভুলিতে চলিয়াছে এবং স্বতঃস্ফুর্ত প্রতিযোগিতা সমূহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অতৃপ্ত কামনার পথে বিশ্ব বিপর্যয়ের মুখে আগাইয়া যাইতেছে। অতএব হুশিয়ারী ও সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে।

ছুফী সভ্যতাই দিশারী ঃ-

মওলানা রুমী (রঃ) এঁর মছনবীর মর্মমতে ঃ-

শেষ জমানার বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার মানসে এই ছূফীয়ায়ে কেরাম, যুগ প্রবর্তক অলীউল্লাহ, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জিত লোকদের অনুসরণ করা একান্ত দরকার। যাঁহারা আত্মার প্রেরণা-সম্ভূত চেতনা-সজাগ, তাঁহাদের সম্পদ বা বৈষয়িক চেতনা সুপ্ত। তাঁহারা ছূফী সভ্যতা সম্পন্ন দিশারী। (৩)

---

(১) سورة النساء

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ
الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ
الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِيْنًا(١١٩)

(২) سورة الحجر-لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

* قانع

(৩) مثنوی شریف

دامن اوگیر زوتر بیکمان * تارهی از آفت اخر زمان

যেমন পীরানে পীর হজরত শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) যিনি শরীয়তে মুহাম্মদীর বিধান ধর্মের এবারত বা বাহির দৃষ্টির বিরোধ যুগের নিয়ামক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা প্রাধান্য যুগের প্রবর্তক এবং অলৌকিকতায় জনপ্রিয়, যিনি বেলায়তে ওজমার অধিকারী। হজরত পীরানে পীর দস্তগীর ব্যবসা সম্রাট উপাধিধারী হইলেও নিজ মালবাহী জাহাজ ডুবিতে ও প্রচুর মুনাফাসহ বাণিজ্যতরী ফেরত আসার সংবাদের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আলহামদুলিল্লাহ" অর্থাৎ খোদাকে ধন্যবাদ। খাদেমের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন "জাহাজ বা মালের জন্য নহে; বরং সুখ বা দুঃখের সংবাদে আমার অন্তকরণ খোদা স্মরণ বিচ্যুত হয়নি বলিয়াই" "আলহামদুলিল্লাহ" বলিয়াছিলাম।

পবিত্র কোরআন পাকে, "লাতুল্‌হিহিম তেজারতুন অলা বায়উন্ আন জিকরিল্লাহ।" বলিয়া বর্ণিত আছে। ইহার অর্থ– "খোদার বান্দারা ব্যবসা বাণিজ্য, কাজ কারবারে এবং শাদীগমীতে খোদা স্মরণ বিচ্যুত হয় না।"

একজন পারস্য দেশীয় শিল্পীর শিল্প যোগ্যতা ও শিল্প উৎসাহের জন্য বহু মূল্য দিয়া হজরত পীরানে-পীর দস্তগীর (কঃ) একখানা কার্পেট খরিদ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই; যাহা সেই সময়কার বাগদাদের "খলীফা" মুসলিম বাদশাহ অতি মূল্যের অজুহাতে খরিদে আনচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি কেতাবী আহ্‌কাম ছাড়াও "এলহাম" ও "এলকাতে" খোদার সঙ্গে মানবের নৈকট্য ও যোগাযোগের অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যাহা বৈষয়িক বৈরাগ্য ও খোদা অনুরাগীর পরিচায়ক।

সম্পদ তাঁহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হইতে দেখা যায়; অথচ–কি সম্পদ, কি বৈষয়িক সম্মানের জন্য তাঁহারা অন্যের নিকট আনাগোনা হইতে বিরত থাকেন।

হজরত বু আলী কলন্দর (রঃ) দিল্লীর মুসলিম বাদশাহের উপহার ফেরৎ দিয়া বলিয়াছিলেন; "নিয়া যাও তোমার বাদশাহ একান্ত মোহ্‌তাজ ব্যক্তি। ফকিরের এত জিনিসের প্রয়োজন নাই। তোমার বাদশাহ এই বিশাল রাজ্য ও সম্পদের অধিকারী থাকা সত্ত্বেও পররাজ্য জয়ে রক্তপাত কামনা করেন। তাহার ছোট দুইটি চক্ষু অতৃপ্ত। আমার অন্তঃকরণ কামনামুক্ত ও খোদা সন্তুষ্ট।"

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কুমিল্লার নওয়াব হোচ্ছাইনুল হায়দার প্রেরিত বহু উপহার ও টাকার স্তুপ লাঠির আঘাতে বিক্ষিপ্তভাবে ফেলিয়া দিতে দেখিয়াছি।

লোকজনের আনিত টাকা পয়সা ও মালামাল অধিকাংশ যখন তখন লোকজনের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন, কিছু অংশ ভক্ত মোছাফের ও পরিবার পরিজনদের জন্য ঘরে পাঠাইয়া দিতেন।

পূর্ব আজিমনগর নিবাসী মৃত তমিজউদ্দীন মিঞাজির পুত্র কালা মিঞা বর্ণনা করেনঃ

আমি ছোটকালে একদা হজরত ছাহেব কেব্‌লার হুজুরা শরীফে গিয়া দেখি যে, অত্র এলাকার কতেক লোক হজরত কেব্‌লার নিকট পরনের কাপড়, টুপী, ঘর মেরামত করার সাহায্য ইত্যাদি যে যার ইচ্ছানুযায়ী সাহায্য চাহিতেছে। দয়ার সাগর হজরত

ছাহেব হাজতী মকছুদী লোকদের আনিত টাকা পয়সা এবং বিভিন্ন সামগ্রী যে যাহা চাহিতেছে, দান করিতেছেন। আমিও উৎসাহিত হইয়া আমার মাথার টুপীটা কোমরের কাপড়ে গুজিয়া রাখিয়া বলিলাম, হুজুর আমার টুপী নাই। হজরত কেব্‌লা উত্তরে বলিলেন, "আমরা ছোটকালে ঘাটে খেলিবার সময় বাতাসে টুপী উড়াইয়া নিতে চাহিলে উহা নিজ কোমরে গুজাইয়া রাখিতাম।" ইহা শুনিয়া আমি লজ্জিত হইলে তিনি আমার হাতে টাকা দিয়া বলিলেন, "এখন যাও।"

তিনি তাঁহার সহধর্মিণীকে বলিতেন ঃ–

"দুনিয়া মোছাফেরীর জায়গা এখানে আড়ম্বরের দরকার কি?"

হজরত আক্‌দাছ, আড়ম্বরমূলক খুশী পছন্দ করিতেন না। কেহ শাদী শব্দ উল্লেখ করিয়া বিবাহের অনুমতি প্রার্থনা করিলে বলিতেন, "রসূলুল্লাহ্‌ এই জগতকে "দারুল হাজান" পেরেসানীর স্থান বলিয়াছেন তুমি আমাকে খুশী শুনাইতে আসিয়াছ!"

মওলানা রূমী মছনবীতে বলেন ঃ–

"ঐ ব্যক্তিই প্রকৃত বাদশাহ, যিনি বাদশাহীর পরওয়া করেন না। চন্দ্র সূর্যের উপরও তাঁহার আলো প্রভাবশালী।" (১)

মহাকবি নজরুলের ভাষায় বলিতে হয় ঃ–

মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লে আলা।
তুমি বাদশার বাদশা কমলী ওয়ালা ॥

অতএব প্রমাণিত হয় যে, এই বেলায়তে মোত্‌লাকার দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্ব মানবতার জন্য স্রষ্টা অনুমোদিত শান্তি ধারা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে ধন সঞ্চয় ও বন্টনে বা ধর্মকে চতুরজনের ব্যবসা রূপ দেওয়ার ফলে যাহারা ধর্ম বিমুখ বা নাস্তিকতার দিকে ঝুকিয়া পড়িতেছে, তাহাদের জন্য ইহা একটি উত্তেজনাবিহীন পন্থা এবং এই বেলায়তে মোত্‌লাকা বিশ্ব মানবতার জন্য কল্যাণধর্ম দিশারী। ইহা ধনতন্ত্র ও নাস্তিকতাবাদের মূল উৎপাটনকারী, ধনসাম্য উৎসাহী বিশ্ব শান্তির প্রতীক।

কোরআন–"দুলাত" অর্থাৎ অতি সঞ্চয়কে পছন্দ করেন না। যেমন, কোরআন পাকের সূরায়ে হাসরের সপ্তম আয়াতে আছে ঃ–

"গনিমতের মাল বন্টন ব্যাপারে রসূলের বন্টন মানিয়া নাও। তোমাদের ধনীদের মধ্যে অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় হউক, আল্লাহ তাহা পছন্দ করেন না।" (২)

---

(১)

مثنوی شریف

شاه ان دان کوز شاهی فارغ ست * برمه وخورشید نورش بازغ ست

(২)

سورة الحشر

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (٧)

ইহাতে সাদা কালো-বর্ণ বৈষম্য বা আঞ্চলিকতার কোন প্রশ্ন নাই; বরং ইহা সার্বজনীন ব্যবস্থা এবং সর্বহারাদের জন্য সুবিচারবাণী।

ইসলামী ছূফী সভ্যতাই প্রকৃত কল্যাণকামী মানব সভ্যতা। যেহেতু এই ছূফী সভ্যতার ধারক বাহক ব্যক্তিগণই অন্তর-বাহির পাক পবিত্রতা কামী ও অকৃত্রিম। অযথা পরিত্যাগ নির্দেশকারী নিরাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যাসকারী আচার শুচি এবং পরশ্রী বিমুখ স্বাধীন জীবন যাপনে আগ্রহশীল, ভ্রষ্টা-ধর্ম উন্মুখ ও "আম্মারা" কামনা প্রবৃত্তি মুক্ত, সৃষ্টিকে যথাযথ ব্যবহারে "রহমান ও রহীম" খোদাগুণজঃ প্রকৃতিতে প্রকৃতিস্থ। বিশ্বের বিভিন্ন জনগণ এই খোদায়ী প্রাকৃতিক দানের অপ-ব্যবহারের ফলে দুর্যোগ ও দুঃখ কষ্টকে সম্পদের মোহে বাড়াইয়া চলিয়াছে, যাহার পরিণাম ভয়াবহ হওয়া স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে অপ্রয়োজনীয় কামনায় অসভ্য যুগের নিদর্শনরূপী ভূষণকে ফ্যাশন মনে করিয়া মানব অলক্ষ্যে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। যেমন- শরীর গোদান, অলঙ্কার প্রিয়তায় নিজ শরীরছেদ কষ্ট ও হাতে-পায়ে, গলায় নানা অলঙ্কার বরণ করিয়া লয়। আদিম আফ্রিকানদের মধ্যে গ্রীষ্মকালে দিন দুপুরেও বাঘের চামড়া গায়ে পরিধান করিয়া গর্ব ভরে বিচরণ করার রেওয়াজ ছিল।

আধুনিক অঙ্গ বিকৃতকারী পোষাক-পরিচ্ছদ, আনিষ্টকারী আমোদ ও চরিত্র বিনষ্টকারী প্রমোদ এক স্বাস্থ্য হানিকর পান প্রিয়তা ও বেশভূষার "বলা" বিশেষ।

অযৌক্তিক আচার ধর্ম মোহ, নোংরা ও স্বাস্থ্য বিরোধী হাল-চাল মানবতার ধর্মকে কলুষিত করে বিধায়, আচারে-বিচারে অজ্ঞতা জনিত গর্ব ও অহমিকার বিকাশ পায়। পবিত্র কোরআনে যাহাকে "মারহান" উৎফুল্ল "ফাখুরান" গর্বকারী বলিয়া নির্দেশ আছে। ফলে মানব প্রকৃতি কঠোর ও নিষ্ঠুর হওয়ার দরুণ মানব আত্মার কোমলগুণ বিলুপ্তিতে "আম্মারা" কামনা প্রবৃত্তি প্রাধান্য হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জিত পশু সুলভ অসভ্য সাব্যস্ত হইতে বাধ্য। তাই ধর্ম আনুগত্যতা অনিবার্য।

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই ইসলামী ছূফী সভ্যতা বিশ্বমানব কল্যাণকামী নির্ভরযোগ্য মানবীয় সভ্যতা। বিশ্ব মানবতার কাণ্ডারী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এঁর রহস্যের ধারক-বাহক, ছূফী সভ্যতার দিশারী মহাপুরুষদের বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব স্রষ্টা-প্রেমজ মূর্তিতে মূর্ত এবং দুর্নীতি নিবারণে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ।

যেহেতু মহানুভবতাই মানবতা। এই মহানুভবতার অপর নাম মানবের সূক্ষ্ম স্রষ্টা-বোধ শক্তি।

এই স্থূল দৃশ্য জগতের অস্তিত্বের প্রতি নজর দিলে দেখা যায়, সূক্ষ্ম "পরমানুর" অপর বিকাশ নাম "অনু"। এই অনুর ক্রমবিকাশই বস্তু, পদার্থ, উদ্ভিদ, বীজ ও কীট। এই ক্ষুদ্র কীটের নৃতনত্বই জীব ও পশু এবং শ্রেষ্ঠরূপ মানব। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায়, আদতে সূক্ষ্ম শক্তিই মূল।

ক্ষুদ্র বালুকা কণা যেমন দর্পণ বা আয়নার যোগ্যতা রাখে তদ্রূপ এই মাটির সৃষ্টি মানবও সূক্ষ্ম শক্তি সুগুণ সম্পন্ন ফেরেশতা "ধনাত্মক" আনুগত্য প্রকৃতি সম্বলিত এবং নিজ সূক্ষ্ম শক্তি বিমুখ স্থূল পারিপার্শ্বিক প্রভাব মুগ্ধ "ঋণাত্মক" বিরোধ প্রকৃতি

সমন্বয়ে ব্যক্তি ও গণ্ডি এবং ব্যাষ্টি প্রভাব শক্তি সম্পন্ন স্রষ্টা গুণজ দর্শন যোগ্য শক্তিশালী জীব। পালক বর্দ্ধক পরম সূক্ষ্ম আল্লাহ গুণজঃ। তাই এই মহাশক্তির আত্মবিকাশই "এরফান" পরিচিতি, মানবতা–সৃষ্টি সাফল্য নির্বাণ বা লয়। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, এই সূক্ষ্ম শক্তির ধ্যান ধারণার সাধক ছূফী মনিষীরাই অল্পে সন্তুষ্ট, আত্মনির্ভরশীল,নির্বিলাস ও সৎরুজী সম্পন্ন। অনর্থ বা উপকারবিহীন বস্তুকে এড়াইয়া চলে। পরদোষ পরিহার এবং নিজ দোষ ত্রুটি সজাগ, অহম মুক্ত স্রষ্টা অনুগত। ফলে মুর্খ যুগাচার ও পশুত্ব দোষ বিবর্জিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জিত নিষ্কাম প্রেমজঃমূর্তি বিশ্ব প্রেমিক। প্রজ্ঞাবাণী (কোরান) সূরায়ে হাদীদ ১৬/১৭ আয়াতের ইঙ্গিত দ্রষ্টব্য। তাই পীরানে পীর দস্তগীর শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) বলিয়াছিলেন, "আমি ধর্মের পুনঃজীবন দানকারী। "এল্‌হাম" "এল্‌কার" দ্বারা মানব ধর্মকে বেলায়তের আলোতে আলোকিত করিয়া বিধান ধর্মের বিরোধাত্মক খারাপি দূরকারী জীবন দাতারূপে আসিয়াছি।"

অতএব, তিনি গাউছে আজম এফতেতাহিয়া–আরম্ভকারী, মোকাইয়্যাদায়ে মুহাম্মদী শরীয়ত প্রাধান্য। কারণ সেই সময়টা মোসলেম হুকুমত প্রাধান্য ছিল।

গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ ছূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) বিকাশ লাভ করেন ১২৪৪ হিজরীতে। তৎপূর্বের "ছূফীইজম" নামে ব্যবসাধারী পীরী সম্প্রদায়ের খারাপি দূরকারী হিসাবে এবং বিশ্বের বিধান ধর্ম শিথিল যুগে বিশ্ব ত্রাণ কর্তৃত্বে বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী রূপে।

এই হিসাবে দেখা যায়, নবুয়ত জমানার পর আচার-ধর্ম প্রাধান্য যুগে হজরত শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) কেব্‌লাই নবুয়তের পরবর্তীকালের দীর্ঘতার অজুহাতে মত-বিরোধ যুগের অবসান ঘোষণা করেন "সমস্ত খোদা-প্রেমিক বন্ধুগণ আমার পদাঙ্ক অনুসারী, আমি পূর্ণ চন্দ্র নবীর পদাঙ্ক অনুসারী" বাণীতে। এই দাবী প্রমাণ করে যে, মানবতার বিকাশ ক্ষেত্রে ইহা সাম্যের একটি বৃহত্তম যোগ্যতার দ্বার উন্মেষকারী, যাহা ত্রাণ কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের গাউছে আজমীয়তের দ্বার উন্মোচনকারী বেলায়ত। নবুয়ত ও বেলায়তের যুগল যোগ্যতা সম্পন্ন। বিধান শীতিল যুগে এই যুগল যোগ্যতা; ব্যক্ত– "জাহের" অব্যক্ত–"বাতেন" এলম, এলহাম ও অলৌকিকতার প্রভাবে বিশ্বজনীন বেলায়তে মোত্‌লাকার বিকাশ লাভ হয়। যাহার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলিয়াছিলেন, "রসূলে করীমের দুইটি টুপীর মধ্যে (বেলায়তী সম্মান তাজ দুইটির) একটি আমার মাথায়, অপরটি আমার ভাই পীরানে পীর দস্তগীর ছাহেবের মাথা মোবারকে রাখিয়াছেন।" ইহাতে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মুহাম্মদীর তাজ পীরানে পীর শাহে বগদাদী এবং বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদীর তাজ তাঁহার মাথা মোবারকে প্রতিষ্ঠিত। তাই বিশ্বের অন্য কোন খোদা পেয়ারা ব্যক্তি এই গাউছে আজমীয়তের দাবী করেন নাই এবং করান নাই। যেহেতু এই সম্মান প্রতীক, শেষ নবীর নবুয়াতী নাম মুহাম্মদ এবং বেলায়তী নাম আহমদ নামদ্বয়ের সম্মান প্রতীকই ছিল।

শত কলমে একটি সূর্য এমনিভাবে ঝুলে,
দোজাহানের বাদশা আজি ফকির বেশে চলে।

অতএব, এই বেলায়তে মোত্‌লাকা বিশ্ব মানবতার কল্যাণ-ধর্ম দিশারী পরম ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন। কারণ বিশ্ব সভ্যতা যেইভাবে কামনা, বাসনা, অনর্থ অপচয়ের স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছে, তৎমুক্তির জন্য এই ছুফী সভ্যতার নীতিমালা সপ্ত পদ্ধতির অনুসরণ অনিবার্য।

কোরআনের বাণী ঃ-

"তোমরা ধ্বংসের সন্নিকট হইলে খোদা তোমাদিগকে রক্ষা করেন এবং পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন।" যাহাকে কোরআনী ভাষায় "আদলে মোত্‌লাক" বিশ্ব জাতির পরিভাষায় বিশ্ব-সাম্য এবং আইন-শৃঙ্খলার পরিভাষায় বিচার সাম্য বলে।

পবিত্র কোরআনের সূরা আল্ এমরান ১০৩ আয়াত দ্রষ্টব্য। (১) ওহে বেলায়তে মোত্‌লাকার মশালধারী নৈতিক মহাপুরুষ! বর্তমানে অতি সঞ্চয় প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা যুগে মোহাচ্ছন্ন মানবের দিশারী হিসাবে তোমার আলোকবর্তিকা নিয়ে আগাইয়া আস।

কাফেলা অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। ঐ পিছনের কাফেলার ক্ষীণ আওয়াজ শুনা যাইতেছে।

ওহে অহিংস নীতির বাহক! তুমি তো নৈতিকতাপূর্ণ আধুনিকতাকে হিংসা কর না। বিধান ধর্মের বেড়াজাল ঠেলিয়া সামনে অগ্রসর হও।

ওহে নির্বিলাস পরশ্রী কাতরতা মুক্ত কামনাহীন মোজাদ্দেদে জমান! তুমি বাসনা-কামনা মুক্ত খোদা-সন্তুষ্ট অলীয়ে কামেল। তোমার রূহানী তছররুফাতের প্রভাবে ধাঁধাঁয় পতিত মানবের অন্তর চক্ষু উম্মীলিত করিয়া অনন্ত জীবন লাভে সহায়তা কর।

ওহে পরমত সহিষ্ণু ধৈর্যশীল শ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষাকারী "ছায়েম" খাতেমুল অলী! ওহে সপ্তগ্রহ কবলমুক্ত জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ! তোমার অনাড়ম্বর ফ্যাছাদ পরিহারকারী জীবনাদর্শকে মোহগ্রস্থ মানব সন্তানের সামনে তুলিয়া ধর। ওহে পাপকার্য বিরত প্রতিশোধ বিমুখ গাউছুল আজম! হিংসা-নিন্দা, প্রশংসা বা লাভ লোকসান তোমাকে বিচলিত করিয়া খোদা-স্মরণ বিচ্যুত করিতে পারে না। তোমার স্বাধীন ও মহান বেলায়তের ধ্বজা হাতে কাফেলার অগ্রনায়ক হিসাবে অগ্রসর হও। তুমি তৌহীদে আদ্‌য়্যানের ধারক ও ধর্মসাম্যের পোষক। তোমার রহমত হইতে কেহই বঞ্চিত হইবে

---

(১) سورة ال عمران ١٠٢

وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

না। তুমি রসূলুল্লাহ্‌র উত্তরাধিকারী অগ্রনায়ক হিসাবে উপস্থিত না থাকিলে কেহই বাঁচিতে পারিবে না। তোমার উপস্থিতিই খোদার রহমত। ইহার সাক্ষী পবিত্র কোরআন ঃ "আন্তা ফিহিম" (১)

ওহে বিশ্ব অলী! বিপদগ্রস্থ বিশ্ব, তোমার ফজিলতে রব্বানীকে কামনা করিতেছে। তুমি দর্শন ও ফয়জ রহমত দানে কৃতার্থ কর।

গোলাকার পৃথিবীর বৃত্তে প্রদক্ষিণরত মানবসন্তান তোমার পিছনে ঘুরিয়া আসুক, একের পর এক শৃঙ্খলিত কাতারবন্দি ভাবে।

---

(১) سورة الانفال ٣٣ اية

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ

مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ (٣٣)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আত্মদর্শন

"কওলুল জমীলের" উর্দু তরজুমা শেফাউল আলীলের সপ্তম অধ্যায়ে নফ্‌সের হাকীকতের বর্ণনা দিতে গিয়া মওলানা শাহ্ অলীউল্লাহ দেহলবী ছাহেব লিখিয়াছেন ঃ-(১)

"নফ্‌ছ বা মানব সত্ত্বাতে এক স্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করা ছূফী সাধনার

---

(১) عبارت قول الجميل از شفاء العليل اى بيان تحصيل حياة النفسانية مرجع الطريق كلها الى تحصيل حياة نفسانيةتسمى عندهم بالنسبة لانها انتساب وارتباط بالله عز وجل وبالسكينة والنور وحقيقتها كيفية حالة فى النفس الناطقة من باب التشبيه بالملابكة اوالتطلع

عبارت قول الجميل بقية صفحه ١٣٦

الى الجبورت وتفصيله ان العبد اذا داوم على الطاعات والطهارات ولاذكار حصل له صفة قايمة النفس الناطقة وملكة راسخة لهذا التوجه فهذان جنسان للنسبة تحت كل منها انواع كثيرة فمنها نسبة المحبة والعشق فتكون المحبة صفة راسخة فى القلب ومنها نسبة كسرالنفس والتبرى عن حظوظها (وكان سيدى الوالد يسميها نسبة اهل البيت) ومنها نسبة المشاهدة وهى ملكةالتوجه الى المجرد البسيط

সমস্ত পন্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই স্থিতিশীল অবস্থাকে ছূফী পরিভাষামতে নিছবত বা সম্বন্ধ বলা হয়। ইহা নফ্ছ বা মানব সত্ত্বার বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা জনিত আয়ত্বাধীন বস্তু বিশেষ। ইহা দ্বারা খোদা তাঁহার শান্তি ও আলো-জগতের সহিত মানবের ধারাবাহিক ও নিকটতম যোগাযোগ সৃষ্টি করে। ইহাতে ফেরেশ্তা জগত গুণ বিশিষ্ট বা তৎঊর্দ্ধ জবরূত জগত অবগতি জনিত হাল বা অবস্থা আয়ত্ব হয়।"

ইহার বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, যখন অনুগত বান্দা এবাদত, পবিত্রতা এবং খোদা স্মরণে তাহার "নফ্ছ নাতেকা" বা কথাবার্তার শক্তি সম্পন্ন সত্ত্বাতে স্থিতিশীল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিশিষ্ট জ্যোতিঃ হাছেল করে, তখন তাহার মধ্যে তাওয়াজ্জোহ্ বা প্রভাবশালী ইচ্ছা শক্তির উন্মেষ হয়।

এই ফেরেশ্তা গুণ বিশিষ্ট জবরূতশক্তি অর্জনে খোদার সহিত নিছবত বা সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে ছূফী সাধনায় রত বিভিন্ন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত ও পথ বা ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম পদ্ধতি থাকিলেও সকলেরই মূল লক্ষ্য এক।

প্রথমঃ- পবিত্র মহব্বত বা ভালবাসার সম্বন্ধ অর্থাৎ এশ্ক। এ ভালবাসা বা এশ্ক যখন মানবের কল্ব বা অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তখন "কছরে নফ্ছ" বা প্রবৃত্তির ধ্বংসকারী রূপে পথচারীকে নফ্সের কাম্য বস্তু হইতে বিরত করিতে দেখা যায় : ইহা মালামিয়া কাদেরী আহমদী সপ্ত পদ্ধতিতে পূর্ণভাবে ব্যক্ত।

দ্বিতীয় ঃ- মোশাহেদার নিছবত বা সম্পর্ক দ্বারা। ইহা অচিন্ত ও অব্যক্ত খোদাকে ধ্যান করা বুঝায়। ছুফী পরিভাষা মতে ইহাকে "মোজার্রাদে বছিত্" বা একক শক্তির ধ্যান বলা হয়।

ইহারা নিয়ম পদ্ধতির দিক্ দিয়া বিভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্যের দিক্ দিয়া অভিন্ন। মওলানা বলেন ঃ-

তাঁহারা "খতিরাতুল কুদছ" অর্থাৎ পবিত্র প্রেরণাস্থলে পরস্পর হাত মিলাইয়া আছেন। ইহারা সবাই তৌহীদে আদ্য়্যানের বা ধর্ম সাম্যের সমর্থক এবং ওয়াহ্দাতুল অজুদের স্বীকৃতিদাতা।

তাজদারে মদীনা আহ্মদ মোজতাবা মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এঁর সাহচর্য ও ছোহবত হইতে জনগণের তিন প্রকারে ফয়জ বরকত হাছেল করার রেওয়াজ ছিল।

(১) ত্বরীকায়ে আবরারে মোজাহেদীন (২) ত্বরীকায়ে আখিয়্যারে ছালেহীন ও (৩) ত্বরীকায়ে শোহাদায়ে আশেকীন। অর্থাৎ যাহারা তাঁহার সাহায্য কল্পে যুদ্ধ করিয়াছেন ও নিজ সম্পদ এই পথে খরচ করিয়াছেন। যাহারা সৎকার্যানুরাগী হইয়া তাঁহার অনুসারী হইয়াছেন এবং যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিয়া তাঁহার ভালবাসা ও প্রেমে জান মাল উৎসর্গ করিয়াছেন।

হজরত রসূলে করিম (সঃ) এঁর সূক্ষ্মতত্ত্ব ও জ্ঞানখনি (এলমূল বাতেন) ছিলেন হজরত আলী (কঃ)। তিনি বিল ওরাছাত (১) ত্বরীকায়ে আবরারে মোজাহেদীনের নেতৃত্ব তৎপুত্র ইমাম হাসান (রাঃ) কে অর্পণ করিলেন। (২) ত্বরীকায়ে আবরারে ছালেহীনের নেতৃত্ব হাছান বছরী (রঃ) কে এবং (৩) ত্বরীকায়ে শোহাদায়ে আশেকীনের

জিম্মাদারী হজরত রসূলে করিমের বাতেনী ফয়জ প্রাপ্ত আশেক হজরত ওয়ায়েছ করণী (রঃ) কে অর্পণ করেন।

এই তিনটি বেলায়তী ধারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গতি পথে স্থান, কাল, পাত্র ভেদে বহুরূপে ছোট, বড়, মাঝারী, ধারা উপধারার জন্ম দেয়। এইগুলির বিকাশ পথের বিভিন্নরূপ দেখা গেলেও সবগুলি মূলতঃ এই তিনটি ধারার বিষয়বস্তু এক স্রষ্টা অনুরাগ।

নবুয়তের সময় নবীয়ে ছালাছার হেদায়েত ধারা যেইরূপ শেষ নবীর "নবুয়তে মুহাম্মদীর" জাতে পাকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; সেইরূপ এই বেলায়তী ত্রিধারাও বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদীর সময় হজরত গাউছুল আজম মওলানা শাহ ছূফী সৈয়দ আহ্‌মদ উল্লাহ মালামিয়া কাদেরী (কঃ) এঁর জাতে পাকে বিকাশ লাভ করে। যাহার ফলে তিনি সমস্ত পূর্ববর্তী "আদ্‌য়্যানে ছাবেকা" বা অতীত ধর্মাদি ও বিভিন্নমুখী বিক্ষিপ্ত ত্বরীকত পন্থার সমাবেশকারী "জামেয়ে তানজীহ ওয়াত্‌ তশবীহ" অর্থাৎ ধর্মের সূক্ষ্ম এবং স্থূল দিকের সমাবেশকারী বলিয়া সাব্যস্ত হন। তিনি সকল ধর্মাবলম্বীর তরীকা অবলম্বনকারীদিগকে স্ব-স্ব তরীকা বা স্ব-ধর্মে ঠিক রাখিয়া নিজ বেলায়তের ধারা বা পদ্ধতি অনুযায়ী ফয়জ বিতরণ করিতে সমর্থ দেখা যায়।

মাইজভাণ্ডারী তরীকা ঃ–

এই বেলায়তে মোত্‌লাকা বা বাধাহীন বেলায়তী ধারা, মাইজভাণ্ডারী তরীকা বলিয়া জনসমাজে পরিচিত। বহিঃদৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা এই তরীকার অনুসারীদিগকে শুধু দেখে তাহারা একত্রিত হইয়া হাল্‌ জজ্‌বা করে; মোরশেদী কি তৌহিদী গান গাহিয়া অধিকাংশ লোক প্রেম বিভোর চিত্তে "রাক্‌ছ" বা নৃত্য করে। কেউবা একাকীও মোরাকেবা মোশাহেদা জিকির করে; অথবা জিকরে জলী বা খফী করিয়া থাকে। তাহারা মোরশেদে কামেলকে খোদা রসূল হইতে ভিন্ন মনে করে না। বরং ফানাফির রসূল, ফানাফিল্লাহ্‌ ও বাকাবিল্লাহ্‌ মনে করে। যেমন শব্দের ভিতর অর্থ লুপ্ত এবং অর্থ শব্দ হইতে অবিচ্ছেদ্য, তদ্রূপ অলীয়ে কামেলও আল্লাহ্‌ রসূল হইতে অবিচ্ছেদ্য, বরং অলীগণ জাতে বারীতায়ালার মধ্যে মোস্তগ্‌রক্‌ বা বিভোর চিত্ত।

আল্লামা আবদুর রহমান ফতেয়াবাদী রচিত গঞ্জে রাজে মছনবী নামক গ্রন্থের ৭ম পৃষ্ঠায় লক্ষ্ণৌ ছাপাখানা হইতে ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৯৬২ হিজরী সনের মুদ্রিত কেতাবের হাশিয়ায় নূরে আহমদীর সৃষ্টির বর্ণনা দিতে গিয়া বলেন ঃ মুহাম্মদের আকৃতিতে যখন খোদার তজল্লী হইল, তখন মুহাম্মদ কোথায় রহিল? খোদাকে মুহাম্মদ হইতে জুদা বা বিচ্ছিন্ন মনে করিও না। (১)

শেষভাগে বোখারী শরীফের হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন ঃ

"আল্লাহতায়ালা আদমকে নিজ ছুরতে সৃষ্টি করিয়াছেন।" (২)

---

(১) بصورے محمد فروغ خدا * نجلی چون آمد محمد کجا

(২) حدیث شریف خَلَقَ اللّٰہُ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ

মছনবী শরীফে মওলানা রূমী (রঃ) বলেন ঃ–

"যখন তুমি পীরের সত্ত্বাকেগ্রহণ কর, তখন খোদা ও রসূলের হাস্তির অবস্থান তাঁহার অস্তিত্বে বিদ্যমান মনে কর।" (১)

"যদি তুমি ভিন্ন মনে কর তাহা হইলে মূলগ্রন্থ ও ব্যাখ্যা উভয়ই হারাইয়া ফেলিবে।" (২)

"দুই দেখিও না, দুই জানিও না, দুই বলিও না; কামেলকে খোদার জাতে বিলীন মনে কর।" (৩)

হাদীছ হইতে উত্থিত করিয়া আল্লামা আবদুর রহমান বলিতেছেন ঃ

"আমি আহাদ ছিলাম, মীম (م) কে নিজের মধ্যে স্থান দান করিলাম, মহব্বত ও ভালবাসাতে নিজকে আহমদ নামে পরিচিত করিলাম।" (৪)

"আহ্‌মদের নূরের উজ্জলতাতে আদমের অস্তিত্ব বিকশিত। আল্লাহ তায়ালা নিজেই এই আকৃতির স্রষ্টা এবং নিজেই বিকশিত।" (৫)

"জালালী মুখমণ্ডল জামালীর আড়াল হইয়াছে মাত্র, উভয়ে অভিন্ন, বরং ইহাই সত্য উভয়ে নিকটতম।" (৬)

"হজরত মওলানা রূমী (রঃ) সোলতান বায়েজীদ বোস্তামীর পীরের কথা বলিতেছেন, "আমার খেদমতকে আল্লাহতায়ালার বন্দেগী ও প্রশংসা মনে কর, এই কথা ভাবিও না যে আল্লাহতায়ালা আমা হইতে বিচ্ছিন্ন।" (৭)

مثنوی شریف

(১) چون تو ذات پیر را کردی قبول * هم خدا در ذاتش آمد هم رسول

(২) کر جدا بینی تو این خواجه را * کم کنی هم متن وهم دیباجه را

(৩) دو مدان ودو مبین ودو مخوان * خواجه را در ذات باری محو دان

(৪) خود احد بود میم را در خویشتن جای بداد
از محبت خویشتن را نام احمد می نهاد

(৫) از فروغ نور احمد ذات آدم آفرید
خود شده صورت کر این حسن وخود کشته پدید

(৬) پرده شد روی جمالی را جلالی بالیقین
نیست فرق از یکدیکر را بلکه هر دو همقرین

(৭) خدمت من طاعت وحمد خداست * نانه پنداری که حق از من جداست

আমি উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে, এই প্রেমপন্থী লোকদের কাজ কারবার নাছুত মকামে স্থিত আম্মারা প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকদের বোধগম্য হওয়ার উপায় নাই। তবে ইহাও সত্য যে ধর্ম লইয়া ফ্যাছাদ করিবারও তাহাদের কোন যুক্তি সঙ্গত অধিকার নাই। যেহেতু ছুফীধর্ম মানবের নেহায়েত ব্যক্তিগত এবং মনন প্রকৃতি সম্পন্ন। কোরআন পাকের বাণী ঃ-

"প্রত্যেকের জন্য আমি ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত ও ভিন্ন ভিন্ন উন্নতির পন্থা নির্ণয় করিয়াছি। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে সকলকে এক উম্মতেও পরিণত করিতে পারিতেন। কিন্তু আল্লাহতায়ালা যাহা তোমাদিগকে দান করিয়াছেন; ইহা দ্বারা তোমাদিগকে যাচাই করিতে চাহেন। অতএব তোমরা সৎকার্যে অগ্রসর হও। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। তখন আল্লাহতায়ালা তোমাদের পরস্পরের বিরোধ সম্বন্ধে সমুচিৎ খবর দিবেন।" (১)

পবিত্র কোরআন পাকে আরো আছে ঃ-

"যদি বিভিন্ন জাতির উপর পরস্পরের প্রাধান্য প্রবর্তিত না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় উপাসনাগারগুলি ধ্বংস হইয়া যাইত: যেখানে খোদার নাম অধিক স্মরণ হয়।" (২)

---

(১) سورة مابدة ٤٨ اية

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ط اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

(২) سورة الحج ٤٠ اية

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا (٤٠)

এই কোরআন পাকের বাণীসমূহ উপরোক্ত বিষয়াদির সাক্ষ্য। তবুও ধর্ম লইয়া যাহারা ঝগড়া ফ্যাছাদ করে, তাহারা ধ্বংসের মুখে অলক্ষ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে দেখা যায়। প্রমাণ স্বরূপ হজরত জোনাইদ বগদাদী (রঃ) এঁর একটি বাণী যাহা "রেছালাতুল কশফী" হইতে সংগৃহীত হইয়া "তাছাওয়োফে ইসলাম" নামক কেতাবের ১৯০ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

(১) একত্রিত হইয়া আল্লাহ্‌র স্মরণ বা জিকির করা।

(২) গান বাজনার সহিত অজ্‌দ করা বা ভাবপ্রবণ চিত্ত সৃষ্টি করা।

(৩) এবং পীরের অনুগত হইয়া কাজ করার নাম তাছাওয়োফ বা ছুফীইজম। (১)

হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে ঃ–

"খোদায়ী জজ্‌বার একটি জজ্‌বা উভয় জগতের সমস্ত কিছু হইতে শ্রেষ্ঠ।" (২)

এই সত্যবাণী মতে, নবীয়ে কামেলের নবুয়ত জ্যোতিঃ সাদৃশ্য এই বেলায়তে কামেলা বা পূর্ণতাকারী বেলায়ত জ্যোতিঃ খোদার প্রেম-প্রেরণা আলোতে তিমিরাচ্ছন্ন মানব-মননগহ্বরকে উজ্জ্বল ও আলোকিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

খোদায়ী ফজিলত প্রত্যাশী মানব সন্তান ধন-সম্পদের মায়া, মোহ, লোভ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া দেশ-বিদেশ হইতে দলে দলে ধাইয়া আসে ১০ই মাঘ এই প্রেম-প্রেরণা জাগ্রতকারী কলা কৌশলীর দ্বার প্রান্তে, বহন করিয়া আনে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আজিজীর অর্ঘ্য, উপহার দেয় ছালাম শান্তি, নিয়া যায় খোদায়ী জজ্‌বা প্রেম-প্রেরণা এবং মানব ধর্মের শ্রেষ্ঠ অবদান অহমজ্ঞান বর্জিত সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা।

এই ফকিরী গান বাজনা ছুফীদের ভিতর পূর্বেও ছিল, বর্তমানেও আছে। (৩) এই ভাবপ্রবণ চিত্ত এমন এক বস্তু, যাহা ছালেক বা এই পথের পথিককে নেহায়েত সহজে সবকিছু ভুলাইয়া এক পাপ বিরত অবস্থায় পৌছাইয়া দেয় যাহা ছালাত বা নামাজের উদ্দেশ্য। ইহা মনের সমস্ত কামনা-বাসনা ভুলাইয়া খোদা পথচারীকে খোদার প্রেম-সমুদ্রে

---

(১) مقولة حضرت جنيد بغدادى رح از تصوف اسلامى صفحه ١٩٠

تصوف ذكر هے اجتماع كے ساته اور وجد هے
استماع كے ساته اور عمل هے اتباع كے ساته

(২) وفى قول الجميل فى بيان تحصيل هيياة النفسانية
ورد فى الخبر جذبة من جذبات الله توازى عمل الثقلين

(৩) فى احياء العلوم لحجة الاسلام امام غزالى رح
السماع جابز لاهله

ডুবাইয়া দেয় (১) এই প্রেম সমুদ্রের লবণাক্ত আস্বাদে আস্বাদিত হইয়া উঠিলে তাহার অপবিত্র হাস্তি বা সত্ত্বা বিলুপ্ত হইয়া লবণহ্রদে পতিত বস্তুর মত লবণাক্ত হইতে বাধ্য হয়। তখন সেই ব্যক্তির সত্ত্বা বা নফ্‌ছ পবিত্র সাব্যস্ত হয়। যেমন কোরআনে ঃ- নিশ্চয় "হাছনাত" বা পূণ্য "ছইয়াত" বা পাপকে বিনাশ করে। (২) যেইরূপ শহীদের রক্ত পানি হইতেও পবিত্র; যদিও শরআ'মতে আদতে রক্ত অপবিত্র। এই খোদায়ী প্রেম-নদীতে পবিত্র অপবিত্র যাহা কিছুই পড়ুক না কেন সমস্তই পরিণামে ঐ প্রেমজ তৌহীদী মহাসাগরে পতিত হইয়া পবিত্র হইয়া যায়। নদী নালা প্রভৃতি জল প্রবাহের গতির পরিণতি, মহাসাগরের সহিত মিলন ও পবিত্র হওয়া। পবিত্র কোরআন পাকের বাণী মতে ঃ

"ইন্না লিল্লাহে অ ইন্না ইলাইহে রাজেউন।" অর্থাৎ আমরা খোদার এবং খোদাতে প্রত্যাবর্তনশীল। যদিও পথে স্বার্থপরেরা বাধা সৃষ্টি করিয়া এবং যাতাকল রূপ নানা ফাঁদ বসাইয়া পানির গতিপথে বাধা সৃষ্টি ও অর্থোপার্জনের নানা ব্যবস্থা করে; ইহাতে ভোগী লোকদের বৈষয়িক উপকারও হয়, কিন্তু স্রোতস্বিনীর প্রবাহ গতিপথের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিজ গন্তব্য স্থানে পৌছে।

এই ত্রিবিধ বেলায়তী ধারা, নবূয়তী ধারার সমন্বয়ে অর্থাৎ জাহের বাতেন তা'লীমে এরশাদী সহ শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মায়ারেফত প্রভাবে ও সংমিশ্রণে মাইজভাণ্ডারী তরীকারূপ মহা সাগরের উৎপত্তি।

ছূফীদের প্রতি জুলুম ঃ-

অতীতে প্রেমপন্থী বুজুর্গানে দীনদের প্রতি "ফকীহ" বা বিধান ধর্ম চর্চাকারীদের প্রভাবিত শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা কৃত জোর জুলুমের ও নানা বাধা বিপত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত প্রেমপন্থী আউলীয়া-বুজুর্গানে দীনদের রূহানীশক্তি এই বেলায়তে মোত্‌লাকাতে ক্রমে বাধাহীন বেলায়ত যুগে প্রকাশ পাইতেছে।

অত্যাচারিত লোকদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

১। হজরত শাহাবুদ্দীন মক্‌তুল। তাঁহাকে নয় বৎসর জেলে রাখিয়া বিচারে হত্যা করা হয়।

২। মনছুর হাল্লাজ; যাঁহাকে হত্যা করিয়া দেহকে অগ্নিদগ্ধ করা হয় এবং দেহাবশেষ সাগর জলে নিক্ষেপ করা হয়।

৩। বিছমিল্লাহ শাহের গাত্রচর্ম উৎপাটন করা হয়।

৪। জুন্নুন্ মিসরীকে উল্টাগাধায় বসাইয়া জিন্দিক্ বা ধর্ম অস্বীকারকারী বলিয়া শোহরত করিয়া মিসর শহর হইতে বহিষ্কার করা হয়।

---

(১) إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (قران)

(২) اينة سارى صفحه ٩١:

(شان) جامع ترمزى صفحه ١٠:

৫। ভারতবর্ষে দারাশেকোকে হত্যা করা হয়।

৬। ছরমস্ত মজ্জুব ফকিরকে নামাজের জন্য বাধ্য করা হয় এবং পরে শিরোচ্ছেদ করা হয়।

এইরূপ আরো বহু বুজুর্গানেদীনের বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া দেওয়া হয়। এমন কি হজরত শমছতবরেজ (রঃ)কে মওলানা রুমীর পুত্র সোলতানুল অলদ নিজ হাতে এবং নিজ গৃহে হত্যা করেন। এই সমস্ত কারণে সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাবান লোকেরা আত্মগোপন করিতে এবং বহু ব্যক্তি বাস্তব্য ভূমি ছাড়িয়া বিভিন্ন দেশের উদ্দেশ্যে হিজরত করিতে বাধ্য হয়। যাহার ফলে চিন্তানায়ক লোকের দৈন্যতা দেখা দেয়। অর্থাৎ মানব জাতিকে এশ্ক ও জজ্বাত দ্বারা এরফান বা আল্লাহ পরিচিতি দানকারী লোকের অভাব দেখা দেয়।

এই হিজরতকারী, শান্তিপ্রিয় অস্ত্র সংগ্রাম পরিহারী ছূফী সম্প্রদায়ের ধর্মনিষ্ঠা, ধৈর্য ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে হিজরত কৃত এলাকার জনগণের শুভ দৃষ্টি আহরণ এবং ইস্লামী সভ্যতা ও ভাবধারা বিস্তার প্রচারে সহায়তা করিতে সমর্থ হয়।

মওলানা রুমী (রঃ) মছনবীতে বলেন ঃ–

"বহু খোদায়ী প্রতিভাবান পুরুষ এই পৃথিবীতে আসিলেও খোদার ঈর্ষা তাঁহাদিগকে গোপন রাখিয়াছে। এমনকি সংসার মায়া বিবর্জিত কম্বলধারী ফকিরেরাও তাহাদের নাম প্রকাশ করেন না।" (১)

উপরোক্ত নির্যাতিত মনীষীবৃন্দের শাস্তির কারণ এই যে, তাঁহারা নিজ কশ্ফার্জিত এবং অন্তঃকরণে জাগরিত আসল সত্যের বিকশিত অনুভূতি অকপটে প্রকাশ করেন। তাঁহাদের এই এলহামী অনুভূতিপূর্ণ বুঝ ব্যবস্থার প্রতি তাঁহারা আস্থাশীল এবং তাঁহারা ঐ মতে আমল বা কাজও করেন।

অপর পক্ষ বিরুদ্ধবাদী ফকীহ্রা বিধান ধর্মের চর্চ্চাকারীদের মন্তব্য হইল এই যে, উপরোক্ত ব্যক্তিবৃন্দের কথাবার্তা, কাজকর্ম; কোন ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্র বিরোধী না হইলেও ইহা তাহার নিজের জন্য ক্ষতিকর, শির্ক, বেদায়াত বা নূতন আবিষ্কার জনিত পাপ, তাহাদের মতে, এই মতবাদ বা ব্যক্তি স্বাধীনতা কোরআন, হাদীছ ও এজমা কেয়াছ মতে অসিদ্ধ। তাহারা চিন্তা করিতে পারেন না যে, তাহাদের প্রমাণ সংগ্রহ পদ্ধতিটি এক মৃত ব্যক্তি হইতে অপর মৃত ব্যক্তি কর্তৃক সংগৃহীত বস্তু। ছূফীয়ায়ে কেরামগণ যাহাকে খোঁড়া পদ্ধতি বলে। (২)

---

(১) مثنوی شریف

ای بسا شاه سوار ان جلیل * امده سوے جهان قال وقیل

نام شان از رشك حق پنهان بماند * هر كداے نام شان را بر نخواند

(২) ছেহাছিত্তা হাদীছ গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ছাহেব হইতে কোন হাদীছ রেওয়ায়ত না থাকায়, একথা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি হাদীছ জানিতেন না। মজমুয়া ফতোয়া ২য় খণ্ড ১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। যেহেতু ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ) ১ম শতাব্দীর এবং ইমাম বোখারীগণ গং ৩য় শতাব্দীর লোক হন।

ছূফীদের সত্য সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ-

যেহেতু ছুফীয়ায়ে কেরামগণ জিন্দাখোদা ও জিন্দানবী এবং অলীগণ হইতে অন্তর জ্যোতির দ্বারা সত্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এই পদ্ধতি নিশ্চয় নির্ভুল বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। তাই তাঁহারা কাহারো ভয়ে ভীত, প্রলোভনে মুগ্ধ ও বশীভূত হয় না। তাঁহারা কাহারো সম্মানের প্রত্যাশীও নহেন।

কোরআন-পাকে ছুরা মায়েদার ৫৪ আয়াতে বর্ণনা আছে ঃ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ যদি "মোরতদ" অর্থাৎ নিজ ধর্ম বিমুখ হইয়া যায়, তখন আল্লাহতায়ালা এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়া আসেন, যাহারা খোদাকে ভালবাসেন এবং খোদাও তাহাদিগকে ভালবাসেন। তাহারা বিশ্বাসীদের প্রতি নেহায়ত বিনয়ী। যাহারা অস্বীকারকারী তাহাদের প্রতি নিজ সম্মান রক্ষাকারী। তাহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সবসময় মোজাহেদা (আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের চেষ্টা) করে। তাহারা কাহারো ভয়ভীতির পরওয়া করে না। ইহা আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ যে, যাহাকে ইচ্ছা আল্লাহ ইহা তাহাকেই দান করেন।" যাহাকে বেলায়তে এহছান বলে। (১)

ছুফীয়ায়ে কেরামদের যুক্তি হইল এই যে, পবিত্র কোরআনে যখন স্বীকৃতি আছে যে, তূর পর্বতে বৃক্ষ লতাদি হইতে হজরত মুসা (আঃ) যখন শুনিয়াছিলেন "আমি খোদা ইহা পবিত্র মাটি, তুমি পাদুকা খোল" তখন মনছুর হাল্লাজ বা বায়েজীদ বোস্তামী প্রমুখ বুজুর্গানেদীনদের মুখে এই ধরণের কথা শুনিলে দোষ কি? বারিধারা রিমি ঝিমি শব্দে যদি বলে, আমি বারি আমি বারিধি বা সাগর এবং সাগর স্ফীত তরঙ্গে ঝুপ ঝাঁপ শব্দ

---

(১) سورة مابدة ٥٤ اية

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ

يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا

يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

করিয়া পানি ছিটকাইয়া যদি বলে আমি বারি, আমি বারিধি; ইহাতে দোষ কি! অন্তরচক্ষু বা কর্ণহীন লোকজন বুঝিতে বা শুনিতে না পারিলেও ইহা কি অসত্য! বরং হজরত সোলায়মান (আঃ) এঁর মত যাঁহারা এই ভাষাহীনের ভাষা বুঝে তাঁহারা নিশ্চয় এই মূক বধিরদের রিমি ঝিমি বা কল্লোলগীতিপূর্ণ ভাষা হইতে ইহাদের মনোভাব উপলব্ধি করিতে পারেন।

মওলানা বলেন ঃ

"যাহাদের ভাষা নাই, তাহাদের ভাষাই উন্নততর ও উজ্জ্বলতর।" "হাজা রাব্বী" "হাজা আকবর" (কোরআন) অর্থ ঃ- ইহা আমার খোদা ইহা বড়, হজরত ইব্রাহীম (আঃ) এঁর জন্য যদি এইরূপ বলা দোষ না হইয়া থাকে; তবে কেহ যদি পীরে কামেলকে খোদার জ্যোতিঃ আহরণকারী বলে এবং ভাবে- (ইহাও বেলায়তে ঈমানভুক্ত)

"ইন্নি লা ওহিব্বুল আফেলিন।" (কোরআন) অর্থাৎ অনিত্য বস্তুকে আমি ভালবাসিনা; তবে তাহাদের দোষ কি! কয়লাতে আগুনের বিকাশ যেরূপ সত্য ইহাও তদ্রূপ সত্য। গঞ্জে রাজে মছনবী নামক গ্রন্থে আল্লামা আবদুর রহমান (রঃ) ফতেয়াবাদী, ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত সংখ্যায় লিখেন ঃ-

হাদীছ ঃ "আমি মীম (م) শূন্য আহমদ, মুহাম্মদের আকৃতিতে খোদাতায়ালাই উজ্জ্বলিত। বিকাশ যখন আসিল, মুহাম্মদ কোথায় রহিল?" (১)

কোরআন পাকের বাণী মতেও এই সত্য প্রমাণিত।

"বদর যুদ্ধে-পাথর নুড়ি তুমি নিক্ষেপ কর নাই, বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।" (২) ছুরা আনফাল ১৭ আয়াত। কোরআনে মজীদ সূরায়ে ফাতাহ ৮/৯/১০ আয়াত, তফছীরে হোসাইনী ৬৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"আমি তোমাকে সাক্ষী এবং সুসংবাদ বাহক ও খোদার ভয় দানকারী হিসাবে পাঠাইয়াছি। যাহার ফলে জনগণ, আল্লাহ এবং তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতঃ তোমাকে সম্মান ও ইজ্জত করে। তোমার কথাবার্তা ও কাজকর্মের প্রতি শ্রদ্ধার সহিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং সকাল বিকাল তোমার প্রশংসায় রত। যাহারা আনুগত্যতার শপথ

---

(১) حدیث شریف انا احمد بلا میم

بصورے محمد (صلے) فروغ خدا * تجلی چو آمد محمد کجا

(২) سورة الانفال

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى (١٧)

দাবী। যাহারা এই যুগ অলী উল্লাহের নীতির অস্বীকারকারী এবং ফ্যাছাদ আগ্রহী তাহারা নিশ্চয়ই অপদস্থ হইবে।

যেহেতু আল্লাহ্তায়ালা ফ্যাছাদকে হত্যাকার্য হইতে অধিকতর জঘন্য পাপকার্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পবিত্র কোরআনের বাণী ঃ-

"ফ্যাছাদ হত্যা হইতে নিকৃষ্ট কাজ।" সূরা বাকারা ১৯১ আয়াত। (১)

পবিত্র কোরআনের বাণী ঃ-

"যখন তাহাদিগকে বলা হয় ফ্যাছাদ করিওনা, তখন তাহারা বলে, আমরা "মোছলেহুন" অর্থাৎ শান্তি স্থাপনকারী।" (সূরা বাকারা ১১ আয়াত) (২)

"অবশ্যই ইহা নিশ্চয়ই যে, তাহারাই ফ্যাছাদকারী যদিও তাহারা বুঝিতেছে না।" (সূরা বাকারা ১২ আয়াত) (৩)

তাহারা বলে, আমরা ইসলাম-শান্তি প্রচার অর্থাৎ তবলীগ করিতেছি। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় সমাজে বা পরিবারে তাহারা "তফরীক" বা-বিভেদ সৃষ্টিই করিতেছে। যাহার ফলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দিন দিন ধর্মে বিভেদ, দাঙ্গা. দলাদলি ও আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে হিংসা, ঘৃণা বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। পক্ষান্তরে অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সমস্ত দেখা যায় না। জোর-জুলুম, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি নৈতিক অপরাধ তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম।

যেহেতু তাহারা মোটামুটি ভাবে নৈতিক ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত ও শ্রদ্ধাশীল। আচার ধর্মে গোত্র গোষ্ঠীর অনুগামী ও অনুগত, বিবি তালাক, ভয়ভীতি হইতে মুক্ত। প্রচার বা তবলীগ তাহাদের মধ্যেও আছে তবে তাহা আভ্যন্তরীণ কোন্দলকারী নহে বরং উৎসাহমূলক প্রচেষ্টাকারী।

আমাদের মধ্যে ধর্মের নামে যাহারা ফ্যাছাদ করে, তাহাদের যুক্তি হইল, পবিত্র

---

(১) سورة البقرة ١٩١ اية وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

(২) سورة البقرة ١١ اية

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ

(৩) ١٢ اية اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ

কোরআনের সূরা আলে এমরানে ১০৪ আয়াত মতে ঃ

"তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকিলে উহারা সৎকার্যের দিকে জনগণকে আহ্বান করিবে এবং প্রকাশ্য সৎকার্যে নির্দেশ দিবে। গর্হিত কার্য করিতে নিষেধ করিবে; উহারা সফলকামী।" (১)

দুঃখের বিষয় তাহারা ঐ সূরার ১০৫ আয়াতকে গোপন করিয়া চলে, কারণ ১০৫ আয়াতে বর্ণনা আছে ঃ-

"তোমরা উহাদের মত হইও না, যারা বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং পরস্পর বিরোধী। যদিও তাহাদের নিকট প্রমাণ ও বর্ণনা আসিয়াছে। এইরূপ লোকের জন্য নিশ্চয় বৃহত্তম আজাব বা শাস্তি আছে।" (২)

উপরোক্ত বিভেদ সৃষ্টিকারীরা নিজদিগকে নির্দোষ বলিয়া প্রচার করে। উপরোক্ত আয়াত সমূহের পোষকতায় সূরা "আনআমের" ১০৬/১০৭/১০৮ আয়াতাদির মর্মানুযায়ী উহারা কাজ বা আমল করে না, বরং পরস্পর গালাগালি ও নিন্দা প্রচারে রত থাকে এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ঘৃণা করে। নিম্নে আয়াতসমূহ প্রদত্ত হইল। সূরা আনআম ১০৬/১০৭/১০৮ আয়াত। (৩)

---

(১) سورة العمران ١٠٤ اية

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ

بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

(২) ١٠٥ اية- وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ

بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَاُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

(৩) سورة الانعام ١٠٦ -١٠٧- ١٠٨ ايات

اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَاَعْرِضْ

عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ١٠٦

(বাকি অংশ অপর পৃষ্ঠায়)

সুতরাং তাহারা যে, তবলীগকারী বলিয়া বলিতেছে তাহা সত্য নহে; বরং তাহারা "তফরীক" বা বিভেদ সৃষ্টিকারী। কারণ তাহারা নিজ সমাজে আভ্যন্তরীণ কোন্দলই সৃষ্টি করিতেছে যাহা কোরআন পাকের উদ্দেশ্য নহে। সূরা আলে এমরানের ১০৫ আয়াত ইহার পরিষ্কার নিদর্শন। যাহা উপরের পৃষ্ঠাতে আছে। যেহেতু "তাছাদ্দুকে আহকাম" বা আদেশ নিষেধ কঠোরতা "তাকাছোছে আকওয়াম" গোষ্ঠী বিরোধ অনিবার্য করে। ফলে দুর্গতি ও অশান্তি ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

পবিত্র কোরআন, সূরায়ে বাকারা ১৮৫ আয়াতে, রোগগ্রস্থ ও ভ্রমণকারীদের বেলায়, আদেশ কঠোরতা শিথিল করিতে গিয়া বলেন, "আল্লাহ তোমাদের সহজ সাধ্যতাই কামনা করেন, কঠোরতাকে পছন্দ করেন না। যাহার ফলে তোমরা খোদার মাহাত্ম্য বুঝিতে পার, শোকর গুজার ও সন্তুষ্ট চিত্ত হও।" (১)

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা হইতে)

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوْا وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ

حَفِيْظًا وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ -

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ

عَدْوًام بِغَيْرِ عِلْمٍ ط كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلٰى

رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٠٨)

سورة البقرة ١٨٥ اية (১)

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ الاية

দৃষ্টান্ত ঃ–

কাউকে বলিতে শুনিয়াছি, নারিকেলকে ছুলিয়া দুইটিকে পরস্পর আঘাত করিয়া রুটি ও সরবত উভয়ে খাওয়া যায়। সেইরূপ বাঙালীকে কথাবার্তার দ্বারা ছুলিয়া পরস্পর সংঘর্ষ না লাগাইলে কিছুই হাছিল হয় না। তাই তাহারা ফেরকা বা দল সৃষ্টি করিয়া নিজ নিজ সুবিধা আদায় করে। তাহারা হেদায়তের নামে মাদ্রাসা করে এবং দল বা পার্টি বজায় রাখে।

মোল্লা জিওনের একটি গল্প মনে পড়ে। তাহার মাদ্রাসায় কয়েকজন দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্র ছিল। তাহারা এক রাত্রে মোল্লা ছাহেবকে বলিলেন "হুজুর! দারুণ শীতে শৃগালগুলি অস্থির হইয়া চিৎকার করিতেছে।" মোল্লা ছাহেব বলিলেন উপায় কি? তখন ছাত্রেরা বলিলেন "হুজুর বাদশাহকে বলিয়া শৃগালদের জন্য কিছু শীতবস্ত্র আনাইয়া দিতে পারিলে শৃগালদের বড়ই উপকার হইত। তাহারাও তো বাদশাহের রাজত্বে বাস করে।" তখন মোল্লা ছাহেব বাদশাহের নিকট লিখিয়া কিছু শীতবস্ত্র আনাইলেন। ছাত্রেরা ভাগাভাগী করিয়া সমস্তই লইয়া গেল। রাত্রে পুনরায় শৃগালগুলি চিৎকার শুরু করিলে, মোল্লা ছাহেব ছাত্রদের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ছাত্রগণ তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, শৃগালগুলি শীতবস্ত্র পাইয়া বাদশাহ এবং তাহাকে দোয়া করিতেছে। তখন মোল্লা ছাহেব খুশী হইয়া বাদশাহের নিকট লিখিলেন, "শৃগালেরা আপনাকে দোয়া করিতেছে।"

এই সংবাদের সুযোগ লইয়া মোল্লা ছাহেবের পড়শী এক ধূর্ত নাপিত মোল্লা ছাহেবের কাছে আসিয়া একদিন বলিল যে, "হুজুর আমি আপনার বাড়ীর সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। আপনার বিবি অর্থাৎ আবদুল্লার মাতা রাড়ী হইয়াছেন; কিছু টাকার দরকার।" মোল্লা ছাহেব তখন বাদশাহের নিকট পত্র দিলেন যে, "আমার পড়শী একজন মুসলমান নাপিত সংবাদ আনিয়াছে যে, আবদুল্লার মাতা রাড়ী হইয়াছেন। অতএব বাহককে খরচের জন্য কিছু টাকা দেওয়া দরকার।" বাদশাহ ব্যাপার কি জানিবার জন্য উজিরকে পাঠাইলেন। উজির মহোদয় মোল্লা ছাহেবের নিকট আসিয়া বলিলেন, "কি ব্যাপার! হুজুর তো জিন্দা আছেন দেখিতেছি। আবদুল্লার মাতা রাড়ী হইলেন কি প্রকারে।"

মোল্লাজি উত্তর করিলেন, "তাহাতো ঠিকই" নাপিত তো মুসলমান। মুসলমান কি করিয়া মিথ্যা বলিতে পারে! আমি তাহাকে বিশ্বাস করি। বাদশাহকে বলুন, তাহাকে কিছু টাকা দিতে। তাহাই হইল। যেহেতু মোল্লা ছাহেব বাদশাহেরও ওস্তাদ ছিলেন।

এইরূপ সরল বিশ্বাসী তকলিদীপ্রাণ জনগণ, দোজখ, কোফরী এবং সাক্ষাৎ বিপদ বিবি তালাকের ভয়ে সবসময় সন্ত্রস্থ বিধায়, সু-চতুর ভেদ পেশাবুদ্ধি সম্পন্ন খোদায়ী ছনদ বিহীন নায়েবে নবীর দাবীদারদের কথা শুনিতে বাধ্য হয়। যেহেতু বেশভূষা, কাপড়চোপড় ও ঢিলা কুলুকে তাহারা পাক্কা মুসলমান দেখা গেলেও তাহাদের ঈমান ঈমানে তক্‌লিদী। যাহা চিন্তাবিহীন শুধু দেখাদেখি শুনাশুনি স্তরের। "এলমুল একীন ও হক্কুল একীন" পর্যায়ের না হওয়ায় পূর্ণ বেলায়তে ঈমানের অধিকারী নহে। বেলায়তে

ঈমান, বেলায়তে এহছানের ক্ষুদ্র অংশ। ইহা আল্লাহ, নবী-রসূল ও আল্লাহ্‌র অলীউল্লাহ্‌দের মহব্বত ভালবাসাযুক্ত তরীকত পর্যায়ের। সুতরাং তাহারা মহব্বতের যোগাযোগবিহীন নূর বা সুষ্ঠু জ্ঞান আলো শূন্য। অত্র গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এবং তাছাওয়োফে ইস্‌লাম ২৭২/২৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মওলানা রুমী (রঃ) বলেন; "বুজুর্গানে দীনের ভালবাসা বেহেস্তের চাবি। অস্বীকারকারীরা অভিশাপের যোগ্য।" (১)

মেশকাত শরীফের হাদীছে বর্ণিত, "তোমরা অতক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হিসাবে গণ্য হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমাদের পিতা-পুত্র এবং সমস্ত কিছু হইতে আদৃত পেয়ারা সাব্যস্ত না হই।" (২)

কোরআনে পাকের সূরায়ে বুরুজের ১০ম আয়াতে আছে ঃ "যাহারা ঈমানদার স্ত্রী পুরুষকে কষ্ট দিয়া অনুতপ্ত না হয়, নরক দাহন তাহাদের জন্য অনিবার্য।" (৩)

মওলানা রুমী (রঃ) বলেন ঃ

"প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ ব্যক্তিই নায়েবে রসূল যাঁহার অন্ত:করণে খোদার হুকুম নাজেল হয়।" (৪) মছনবী।

---

(১) مثنوی شریف

حب درویشان کلید جنت ست * مذکر ایشان سزاے لعنت ست

(২) حدیث شریف

لَا یُؤْمِنُ اَحَدُکُمْ حَتّٰی اَکُوْنَ اَحَبَّ اِلَیْہِ مِنْ وَالِدِہٖ وَوَلَدِہٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ

(৩) القرآن سورة البروج ١٠ ایہ

اِنَّ الَّذِیْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوْبُوْا

فَلَہُمْ عَذَابُ جَہَنَّمَ وَلَہُمْ عَذَابُ الْحَرِیْقِ ط

(8) مثنوی شریف

در حقیقت او بود نائب رسول * در دلش احکام حق کردد نزول

এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে জনগণ চিন্তা করিতে পারে না যে, সমাজের যেই সম্পদ উক্ত পেশা বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের সেবায় ব্যয় হয় তাহার বিনিময়ে সমাজ কি পায়?

আমরা দেখি, বিনিময়ে দেশের আশা-ভরসাস্থল কচিছেলেরা তাহাদের সংস্পর্শে গিয়া প্রথমে হীন ভিক্ষাবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়, তাহাও পরের জন্য। যখন সেখান হইতে বাহির হয় তখন তাহাদের এমন কোন যোগ্যতা থাকে না, যাহার দ্বারা সমাজের বা রাষ্ট্রের কল্যাণকর কোন সহযোগিতা দিতে পারে। এমন কি একজন প্রাইমারী শিক্ষকের যোগ্যতাও তাহাদের থাকে না, রাষ্ট্রের সহযোগিতা বা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক যোগ্যতা দুরের কথা, ধর্ম ও নৈতিক দিক্ দিয়া চিন্তা করিলেও ইহা আরো মারাত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কারণ এই খারেজী মাদ্রাসা হইতে নির্গত লোকদের মধ্যে কোন প্রকার অলৌকিক প্রতিভা সম্পন্ন লোক দেখা যায় না।

প্রবাদ আছে যে, "ওহাবীদের মধ্যে বুজুর্গ হয় না এবং শিয়াদের মধ্যে হাফেজ হয় না।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ "মোনাজেরাতুছ ছাদরাইন" নামক কেতাবের একটি ঘটনা এইখানে সন্নিবেশ করিলাম। যথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় "জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ" ও "জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের" দাবীর হক্কানিয়াত বা সত্যতা সম্বন্ধে মওলানা হোসাইন আহমদ মদনী ছাহেব এবং মওলানা শব্বীর আহমদ ওছমানী ছাহেব দাবী করিয়াছিলেন যে, তিনি "এসতেখারাতে" জানিতে পারিয়াছেন যে, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের দাবী সত্য অর্থাৎ ইহাতে আল্লাহতায়ালার রজামন্দী আছে। কিন্তু মওলানা হোছাইন আহমদ মদনী ছাহেবের পক্ষ হইতে এইরূপ কোন খোদায়ী এলহাম বা এল্‌কা বা এসতেখারা অথবা স্বপ্নেরও খবর মিলে নাই। কার্য ক্ষেত্রেও মওলানা শব্বির আহমদ ওছমানীর দাবী সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, তাহাদের সঙ্গে খোদার কোনরূপ রূহানী যোগাযোগ নাই ও ছিল না। এই ফের্‌কার লোকজনকে দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন সবসময় বিরক্ত। তাহাদের চেহারা বা মুখমণ্ডলে যাহা ব্যক্ত দেখা যায় তাহা মোটেই প্রফুল্ল অন্তঃকরণের পরিচায়ক নহে। যেই প্রফুল্লতাকে জান্নাত নামে অভিহিত করা হয়। যেহেতু আরবী পরিভাষায় বলে ঃ

"আল জান্নাতু মা ইয়ারগাবু বিহিল জনান।" অর্থাৎ জান্নাত বা স্বর্গ দ্বারা অন্তঃকরণে উৎসাহ বা প্রফুল্লতা সৃষ্টি করা হয়। (তফসীরে ইবনে আরবী ও আল্লামা ইস্পাহানী লোগাত দ্রষ্টব্য)

হারাম ও হালাল ঃ–

কোরআন মতে হারাম বা নিষিদ্ধ বস্তুও বিপদ সময়ে অনিচ্ছাকৃত ভাবে গ্রহণ করা যায়। (সূরা মায়েদার ২য় আয়াত দ্রষ্টব্য) কিন্তু হালাল বা পবিত্র বস্তুকে হারাম বলা যায়না; বরং এইরূপ হালালকে হারামকারীর বিপক্ষে কোরআন পাকের সূরা আ'রাফের ৩২ আয়াতে ঘোষণা আছে।

"যেই সমস্ত ভাল বস্তু বা খাদ্য, আল্লাহ নিজ বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে হারাম বা নিষিদ্ধ করিতে কে তোমাদিগকে বলিয়াছে।" (১)

পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারার ১৬৮ আয়াত এবং সূরা মায়েদার ৮৭ আয়াতে আল্লাহতায়ালা উক্ত বিষয় বর্ণনা দিতেছেন; যেমন ঃ-

"হে মানবগণ! যেই পবিত্র জিনিসগুলি আল্লাহতায়ালা তোমাদের জন্য হালাল ও পবিত্র করিয়াছেন, তাহা খাও এবং শয়তানের ধুকায় পতিত হইও না। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের নিশ্চিত (প্রকাশ্য) শত্রু।" (বাকারা ১৬৮ আয়াত) (২)

"হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহতায়ালা যেই সমস্ত পবিত্র বস্তু হালাল করিয়াছেন তাহা তোমরা হারাম করিও না এবং তোমরা বাড়াবাড়ি করিও না। আল্লাহতায়ালা সীমা লঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না।" (সূরা মায়েদা ৮৭ আয়াত) (৩)

---

(১) سورة الاعراف ٣٢ اية

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ - ٣٢-

(২) سورة البقرة ١٦٨ اية

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

(৩) سورة المائدة ٨٧ اية

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

ইহারা বলে, কোন উপলক্ষে খোদার নাম লইয়া জবেহ করিলেও তাহা নাজায়েজ বা হারাম হইবে। তাহারা চিন্তা করিতে পারে না যে, চিন্তাশীল লোকের তাহাদের কথার অসারতা বুঝিতে দেরী হইবে না। কারণ যে কোন জবেহ উদ্দেশ্য ছাড়া হয় না। যথাঃ- ফাতেহা পর্ব, ওরস, মেহমানদারী, জলছা, বিবাহ, আতিথেয়তা, শাদীগমী, সেপাহীর রসদ ইত্যাদি নিশ্চয় এক একটি উপলক্ষ এবং অনিবার্য কারণ। এইরূপ মানসিকতা সম্পন্ন লোকের সঙ্গে কোন শান্তি-শৃঙ্খলা প্রিয় সংস্থা বা স্থিতিশীল শাসনতন্ত্রের সহযোগিতা করা সম্ভব নহে। এই রকম অশান্তি প্রিয় লোকেরাও কোন স্থিতিশীল শাসনকে সমর্থন করিতে পারে না। অতীতে ইহার বহু নজীর বা উদাহরণ রহিয়াছে। ইহারা বণী ইসরাইলের মত খেয়ালি প্রকৃতির আনুগত্যের অপরাধের জন্য কোরআনে বর্ণিত-

"ফাকতুলু আনফুছাকুম ওয়াতুবু এলা বারেয়েকুম।" অর্থাৎ "তোমরা পরস্পর মারামারি, কাটাকাটি করিতে থাক এবং তওবা কর।" বাণীর মর্মমতে বিরোধজনিত শাস্তি ভোগ করিতে নীতিগতভাবে বাধ্য। যেহেতু তাহারা খোদায়ী ফজিলতের অধিকারী শ্রেষ্ঠ মানবীয় যোগ্যতাকে অস্বীকার করে এবং বুজুর্গানে দীনের শেকায়ত করে।

শেকায়ত সম্বন্ধে ঃ

মওলানা রূমী (রঃ) মছনবীতে বলেন ঃ

"যদি আল্লাহতায়ালা কাহাকেও বেইজ্জত বা অসম্মানিত করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার পবিত্র বান্দাদের শেকায়তে তাহার জবান দরাজ করেন।"

"দরবেশদের ভালবাসা বেহেশ্‌তের চাবি কাঠি। ইহাদের বিরুদ্ধাচারীরা শাস্তির যোগ্য।" (১)

অবশ্য ইহার একটি কারণও আছে। যেহেতু তাহাদের নফ্‌ছ বা সত্ত্বার প্রকৃতি হইল আম্মারা বা পাপকার্য অনুরাগী; যাহা "আম্মারাতুন বিচ্ছুয়ে।" অর্থাৎ অপরাধ প্রবণ। নাছুত বা দৃশ্যমান জগত ইহাদের অবস্থান ক্ষেত্র। পাপকার্যে রত হওয়া এই স্তরের স্বভাব। ইহা মানবতার প্রারম্ভিক স্তর! শরীয়ত এই স্তরের লোকদের জন্য অবতীর্ণ ধর্ম। আদেশ নিষেধমূলক সৃঙ্খলে ইহারা আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। তাই ইহাকে এবাদতে মোতনাফিয়া এবং মায়ামেলাতে এয়তেবারীয়া বলা হয়। বাংলায় ইহাকে পাপ বিরতকারী এবাদত ও পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত স্বার্থ বলা হয়।

বিধান শিথিল অবস্থা ঃ-

ইস্‌লামী শরীয়তী আইন-কানুন মায়ামেলাত শিথিল যুগে ইহা হুকুমতের হুকুমের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে বাধ্য।

---

(১) مثنوی شریف

کر خدا خواهد که پرده کس درد * طعنه اندر دامن پاکان برد

حب درویشان کلید جنت ست * منکر ایشان سزاے لعنت ست

এবাদতে মোতনাফিয়া আচরণে ছুফীয়ায়ে কেরামগণ গোঁড়া সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে এবং উস্কানীদাতা মতলববাজ আলেম নামধারী লোকদের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিতে না পারিয়া বহুদিন পূর্ব হইতে মোশাহেদা, মোরাকেবা ইত্যাদি ভিন্ন পন্থাও অবলম্বন করিয়াছিলেন। যেহেতু তরীকত পন্থা, শরীয়ত পন্থার পরবর্তী বিধায়, লাওয়ামা বা অনুতাপকারী স্তর হইতে আরম্ভ হয়। তাই উপরোক্ত বর্হিদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ইহার তফাৎ দেখা যায়। এই কারনে জিকরে জবানীকে নাছূতী এবং জিকরে কল্বীকে মলকুতী বলা হয়।

ছুফী ধ্যান ধারণা ঃ–

ছুফীয়ায়ে কেরামগণ আত্মশুদ্ধিকামী দ্বিতীয় স্তরের "লাওয়ামা" বা অনুতাপকারী চিন্তাশীল জনগণ হন বিধায়, তাঁহারা তরীকত পন্থী, তাঁহারা এখতেলাফ পরিহার করেন। অলীয়ে কামেলের জ্ঞানজ্যোতিঃ অনুসরণ করেন। বিধানধর্মের উপর নৈতিকধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং এবাদত বা উপাসনার উপর "এতায়াত" বা আনুগত্যকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন। যাহা উপাসনার উদ্দেশ্য। যথা কোরআন পাক ঃ বল– "যদি তোমরা খোদাকে ভালবাস, আমার অনুগত হও। খোদা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের পাপ বিদূরিত করিবেন। খোদা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (১)

আজিম নগর নিবাসী সৈয়দুল হক ফকীর ছাহেবকে হজরত আক্দাছ একদা বলিয়াছিলেন ঃ

"সৈয়দুল হক মিঞা! আপনি আমার আবদুল মজিদ মিঞার সঙ্গে উঠা-বসা করিবেন।" তিনি বলিলেন, "আমি গরীব। মজিদ মিঞা বড় লোক, নামাজ রোজার দস্তুরবন্দও নহেন। এহেন অবস্থায় আমার কি উপকার হইবে।"

হজরত আক্দাছ উত্তরে বলিলেন, "মজিদ মিঞার কোরআন কিতাব মজিদ মিঞার জন্য, আপনার কোরআন কিতাব আপনার জন্য। আপনি তাহার সহিত দোস্তি রাখিবেন, আমি আপনাকে দেখিব।"

ইহাতে বুঝা যায়, মজিদ মিঞা হজরত আক্দাছের মুরীদে কামেল এবং অনুগত ছিলেন। সৈয়দুল হক ফকীর ছাহেবও শেষ জীবনতক্ ইজ্জতের সহিত জীবন যাপন করিতে থাকেন। আবদুল মজিদ মিঞা একদা আমাকে বলিয়াছিলেন,

---

(১) سورة العمران-٣١ اية

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

সৈয়দুল হক আমার পুত্র, আমার সন্তানেরা নহে। ইহাতে বুঝা যায়, সৈয়দুল হক ফকীর তাঁহার রহস্যের ধারক-বাহক ছিলেন। এই ফকীর ছাহেবের বড় ছেলে তরীকত পথে ইজ্জতের সহিত কালাতিপাত করিতেছেন। দেখা যায়, ইহা স্রষ্টা প্রেম অর্জনে আনুগত্যতার সুফলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মছনবী শরীফে মওলানা রুমী (রঃ) হজরত বায়েজীদ বোস্তামীর (রঃ) পীরের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলেন ঃ

যখন আমাকে দেখিয়াছ, মনে কর খোদাকে দেখিয়াছ। প্রকৃত হাকীকী কা'বার চতুষ্পার্শ্বে তুমি "তওয়াফ" করিয়াছ। আমার চতুষ্পার্শ্বে সত্তরবার "তওয়াফ" কর। এই "তওয়াফ"কে কা'বার "তওয়াফ" হইতে শ্রেষ্ঠ মনে কর। যেহেতু কা'বা আজরের ছেলে ইব্রাহীম খলীলের গঠিত বস্তু। মানবদিল বা অন্তঃকরণ খোদার অবস্থান ক্ষেত্র। হে বায়েজীদ! আমার এই সূক্ষ্ম কথাটি তোমার প্রাণের কানে গাঁথিয়া রাখ। যেইরূপ কানে সোনার বালী গাঁথিয়া রাখে। যাহার ফলে তোমার কানের বালী *সোনার খনি হইয়া যাইবে এবং তুমি আছমান ও ছুরাইয়ার* উপরে চলিয়া যাইবে। (১) হজরত হাফেজ সিরাজী (রঃ) বলেন, ওহে হজ্বের ফেরেস্তা তুমি আমার উপর প্রভাব বিস্তার করিও না; যেহেতু তুমি ঘরই দেখ আর আমি নিজকে খোদার ঘর দেখি। (২)

---

* "বালী" এক প্রকার স্বর্ণনির্মিত অলঙ্কার, কর্ণে পরিধান করা হয়।

* "ছোরাইয়া" যে ছেতারা বা গ্রহের প্রভাবে মানুষ বাদশাহ হয়।

مثنوی شریف (১)

چون مرا دیدی خدارا دیده * کرد کعبه صدق بر گردیده

کرد من طوفی بکن هفتاد بار * این طوافی بهتر از کعبه شمار

کعبه بنیاد خلیل از رست * دل کزرگاه جلیل از کعبه شمار

بایزید این نکتهارا هوش دار * همچون حلقه گوش واره گوش دار

گوشواره چه که کان زرشوی * از فلك وتاثر یا بر شوی

دیوان حافظ (رح) (২)

جلوه برمن مفروش ای ملك الحاج که تو
خانه می بینی ومن خانه خدا می بینم

মছনবী ঃ

"হজরত মূসার অনুসারী লোকেরা ও প্রাণ পোড়া আশেক লোকেরা পরস্পর ভিন্ন পন্থীয় লোক। কারণ তাহার বেলায় যাহা প্রশংসিত তোমার বেলায় তাহা শেকায়ত। তাহার বেলায় যাহা মধু, তোমার বেলায় তাহা বিষতুল্য। শতশত কেতাবকে আগুনে নিক্ষেপ কর; নিজের অন্তঃকরণকে পীরের জ্ঞানজ্যোতির দিকে নিবদ্ধ কর।" (১)

হাদীছ শরীফে আছে ঃ– "আবরারদের পূণ্য নিকটতম ব্যক্তিদের পাপতূল্য।" (২)

ইহার পরবর্তী ধাপ হইল নফ্‌ছে মোলহেমা অর্থাৎ খোদায়ী প্রেরণা উৎস প্রকৃতি বিশিষ্ট মানব প্রকৃতি। রাজিয়া, মর্জিয়া ও কামেলা প্রভৃতি যে যেই মকামের বা স্তরের লোক, তাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অনুরাগ ও প্রকৃতি নির্দিষ্ট মতে মুরীদ বা ছালেক আস্বাদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ইহারা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে অনুরাগী বিধায়, ইহাদিগকে মুরীদ বলে। শরীয়ত (শুরু ও প্রাথমিক) তকলিদী দলবদ্ধ গৌণ ও প্রথম স্তরের লোক বিধায় তাহাদিগকে শুধু উম্মত বলা হয় এবং তরীকত পন্থীগণ শুধু উম্মতই নহেন, বরং মুরীদও বটে। ছালেক বা খোদা পথচারী, নিজ নফ্‌ছ বা সত্ত্বার উপর উল্লেখিত স্তরের অভ্যন্তরে ডুব দিলেই বুঝিতে পারে, নিজে কোন্ মকামে বা-স্তরে আছে। আম্মারা স্তরে থাকিলে সে শরীয়তে তক্‌লিদীতে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। যেহেতু ইহা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি রিপুর স্তর। এই স্তরের লোক শৃঙ্খলিত না থাকিলে স্বাভাবিক ভাবে ফ্যাছাদ ও রক্তপাত করে, যাহা আদম সৃষ্টির প্রাক্কালে ফেরেশ্‌তারা অনুমান করিয়াছিল।

তাই প্রত্যেক ধর্ম-বা সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্মাচরণে নিষ্ঠাবান থাকা দরকার। ধর্মহীন লোকেরা বহু কিছু আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেও এযাবৎ তাহারা বিশ্ব সমস্যার কোন সমাধান দিতে পারে নাই। বরং দিন দিন নূতন সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে।

---

(১) مثنوی شریف

موسوی اداب دانا دیگر اند * سوخته جانان روانان دیگر اند

در حق او مدح در حق تو ذم * در حق او شهد در حق تو سم

صد کتاب وصد ورق در نار کن * روے خود را جانب دلدار کن

(২) حدیث شریف

حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ

তাই মওলানা রূমী (রঃ) মছনবীতে বলেন ঃ

"যাহারা খোদার "এলহাম" বা বাণীর মালিক তাঁহারা জীবন সার্থককারী এবং যাহারা অনুমান ও কল্পনাবিলাসী তাহারা জীবন বিনাশকারী বিষতুল্য।" (১)

"দুনিয়াবী পথ আঁকা বাঁকা। খোদা পরিচিতদের নিকট খোদা ছাড়া কিছুই কাম্য নহে।" (২)

"দুনিয়াবী ভাবে মৃত ও খোদায়ী ভাবে জীবিত ব্যক্তি খোদার প্রতিচ্ছবি।" (৩)

"তাঁহাদের দেহ, কল্‌ব, রূহ সমস্তই পবিত্র; যেহেতু তাঁহারা পবিত্র।" (৪)

"পীরে ফায়াল বা সংগঠনমূলক ক্ষমতাবান কার্যকরী পীর, মুরীদের সহিত আলাপ ছাড়াও তাহার অন্তঃকরণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া শিক্ষা দিতে পারেন।" (৫)

"যদি শেষ জমানার বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে চাও তাহা হইলে এইরকম পীরের অনুসরণ কর।" (৬)

যেমন "অহীয়ে গায়র মতলু" * ইহা নাছুত স্তরের ভাষা নহে। যাঁহার উপর এই অহীয়ে রব্বানী অবতীর্ণ হয়, কেবল মাত্র তিনিই ইহা অনায়াসে বুঝিতে সক্ষম হন।

হজরত আক্‌দাছ সময়ে সময়ে বলিতেন ঃ "তুমি আমার সামনে থাকিয়াও যদি স্মরণ

مثنوی شریف (১)

اهل الهام خدا عین الحیات * اهل تسویل وهو اسم الممات

هم خدا خواهی وهم دنیاے دون * این محالست ومحالست وجنون

اهل دنیا کافران مطلق اند * روز شب در بق بق ودر ذق ذق اند

ره عقل جزپیچ در پیچ نیست * بهرے عارفان جز خدا هیچ نیست (২)

سابیة یزدان بود مرد خدا * مرده این عالم وزنده خدا (৩)

جسم شان وقلب شان وروح شان * جمله نور مطلق امد بے نشان (৪)

پیر فعال ست بے اله چون حق * بامریدان بے سخن کوید سبق (৫)

دامن او کیر زوتر بیکمان * تارهی از افت اخر زمان (৬)

* অহীয়ে গায়র মতলু পার্থিব ভাষায় অনুচ্চারিত খোদার বাণী।

বিচ্যুৎ হও তাহা হইলে তুমি তখন ইয়ামন দেশের বাসিন্দা। কিন্তু স্মরণরত অবস্থায় তুমি যেখানেই থাক না কেন, তুমি আমার সামনে।"

ইহার প্রমাণ স্বরূপ চিন্তা করিলে মন উৎফুল্লতায় ভরিয়া উঠে যখন দেখি তাঁহার মুরীদানের মধ্যে বহু কামেল অলী উল্লাহদের আবির্ভাব। ইহাদের ফকির দরবেশ রূপী ব্যক্তিত্বের বিরাট প্রভাবশালী খ্যাতি দেশ-বিদেশে পরিচিত ও পরিব্যাপ্ত। ইহারা তাঁহার স্মরণ বিচ্যুত নহেন।

এই স্থলে ইহাও প্রকাশ থাকে যে, ওস্তাদ বা শিক্ষকগণ, বিভিন্ন শিক্ষানুরাগীকে শিক্ষাদান ও জ্ঞান বিতরণের ফলে শিক্ষানুরাগী ছাত্রের হৃদয় অনুরূপ জ্ঞান আলোতে আলোকিত হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে এই আলো বিতরণকারীর যোগ্যতাও ব্যাপ্ত এবং বিশালত্ব লাভে মহান হয়। যেমন একটি চেরাগ বা প্রদীপ হইতে অসংখ্য চেরাগ বা প্রদীপ আলো গ্রহণে আসল বাতির জ্যোতিঃ একটুও হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। অদ্রূপ রূহানী বা আধ্যাত্মিক ফয়জ বরকাত জ্ঞান বিতরণের ফলে কোন কামেলের বুজুর্গীর ব্যাঘাত ঘটে না বরং উজ্জ্বল, প্রসার, বৃদ্ধি প্রাপ্তিই স্বাভাবিক।

নতুন বৃষ্টি বা "গাইছ" যেইরূপ আসমানী মঙ্গল লইয়া বিভিন্ন ভূখণ্ডের প্রকৃতি অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা সম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর উৎপত্তি ঘটায়, অদ্রূপ কমালে আকমল বা শ্রেষ্ঠ বুজুর্গের বুজুর্গী বা খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের ফলে বিভিন্ন মশরবের প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির উৎপত্তি দেখা যায়। যাহা ত্রাণ কর্তৃত্ব গাউছিয়তের অপর প্রমাণ।

মতালেবে রশীদীর ২৬৮ পৃষ্ঠায় লিখা আছে ঃ-

"গাউছুল আজম জীবের ত্রাণ কর্তা হিসাবে খোদার হুকুমে বিল আছালত বা জন্মগত অলীউল্লাহ হন। তিনি "ফরদুল আফরাদ" ও আহমদ মোস্তফা (সঃ) এঁর সমস্ত বেলায়তী গুণের অধিকারী এবং সূক্ষ্মত্ব ও স্থূলত্বের সমাবেশকারী। তাঁহার বেলায়তের উপরে বেলায়তের অধিক কোন মর্তবা নাই। ইছমুল্লাহ ফরদুল আফরাদের বিশ্বাসের উৎস আল্লাহ শব্দ বিশিষ্ট হইবে।" (১)

যেমন-আহ্মদ উল্লাহ্তে ইহা প্রকাশ পায়।

---

(১) مطالب رشيدى صفحه ٢٦٨

غوث الاعظم غريادرس بحكم الهى بالاصالت باشد فرد الافراد صاحب تمام ولايت محمد(صلى الله عليه وسلم) يست كه جامع التنزيه والتشبيه ست وبالايے آن رتبه ولايت نيست مبدى يقينى فرد الافراد اسم الله ست

মওলানা মছনবীতে বলেন ঃ

বলিয়াছেন নবীবর, আমার উম্মতে
আছে মোর সমকক্ষ গুণে আর হিম্মতে। (১)

ধুরঙ্গ নদীর গতি পরিবর্তন ও মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ হাশেম ছাহেবের প্রতি তাঁহার বাণী প্রভৃতিতে প্রমাণিত হয় যে, হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) হজরত মুহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) জিল্লি অলীউল্লাহ ছিলেন।

ধুরঙ্গ নদীর প্রতি তাঁহার "দূর হও" বাণীতে তাঁহার ইচ্ছা শক্তির বিকাশ হইয়াছিল; যাহা উর্দ্ধ শক্তিজগত বা "মালায়ে আলার" দিকে তাঁহার হিম্মতে এরাদীকে উত্থিত করার সঙ্গে সঙ্গে খোদার ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হইয়াছিল।

যেমন কয়লাতে আগুন ইহার গুণ গরিমা ও রূপ রং সহ বিকাশ পায়। ইহারই নাম "তছররুফ।" সাধারণ লোকের পরিভাষায় ইহাকে দোওয়া বা বদ্ দোওয়া বলা হয়। যাহাতে বুঝা যায় মগ্নচেতনাই সমস্ত চেতনার মূলাধার।

হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে ঃ

"ফকির ঐ ব্যক্তিকে বলে, যিনি "হয়ে যাও" বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উদ্দিষ্ট বস্তু বা বিষয় সংগঠিত হইয়া যায়।"

শাহ্ অলীউল্লাহ দেহলবী (রঃ) এঁর "কউলুল জমিল" কেতাবের উর্দু অনুবাদ শেফাউল আলীলের ৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। (২)

ভিন্ন হাদীছ এই গ্রন্থের ১৬৭ পৃষ্ঠায় তাছাওয়োফে ইস্‌লামে ৫৬/৫৭ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত দ্রষ্টব্য।

---

(১) مثنوی شریف

گفت پیغمبر که هست ازامتم * هم صفت هم گوهر وهم همتم

(২) وفی شفاء العلیل ترجمة قول الجمیل مولف شاه ولی الله محدث دهلوی ر ح فی بیان تحصیل هیباة النفسانیة

حدیث مین هے که بعض شخص غبار آلوده پریشان مو پرانے پهٹے کپڑون والا جسکو کوی خیال مین نهین لاتا اگر وه قسم کها بینهے الله کے بهروسے پر حق تعالی اسکے قسم کو سچا کردے یعنی خداکے نزدیك اسکی ایسی وجاهت هے جیسا اسنے کها ویساهی کردے بمضمون الفقیر من قال کن فیکون

মেশকাত শরীফের হাদীছে আছে ঃ-

রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন, "আল্লাহ পাকের বান্দাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এইরূপও আছেন যাহারা নবীও নহেন, শহীদও নহেন। কিন্তু কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের নিকট তাঁহাদের মর্যাদা দেখিয়া নবীগণ ও শহীদগণ তাঁহাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইবেন।" আছহাবগণ প্রশ্ন করিলেন, এয়া রসূলুল্লাহ! বলিয়া দিন তাঁহারা কে (অর্থাৎ কি কাজের জন্য তাঁহারা এই মর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন)? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ

"তাঁহারা (প্রেমিক) রক্তের সম্পর্ক ও পার্থিব সম্পদের সম্পর্ক ব্যতীত আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে, শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত ভালবাসা ও প্রেমের আদান প্রদান করেন। আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহাদের মুখমণ্ডল নিশ্চিত নূর (আলো) এবং তাঁহারা নিশ্চিতভাবে নূরের উপর (আলো জগতে) অবস্থান করেন। মানুষ যখন ভীত বিহ্বল হইবে, তাঁহারা ভীত বিহ্বল হইবে না। মানুষ যখন অনুতাপ করিবে তাঁহাদের অনুতাপের কোন কারণ হইবে না।" অতঃপর রসূল করিম (সঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন; "অবশ্যই আওলীয়াল্লাহদের কোন ভয় নাই এবং তাঁহাদের অনুতপ্তও হইতে হইবে না।" (মেশকাত) এবং তাছাওয়োফে ইছলাম ৫৯ পৃষ্ঠা (১)

উপরোক্ত হাদীছ শরীফের পোষকে "তাছাওয়োফে ইসলাম" নামক কেতাবের ৫৬/৫৭ পৃষ্ঠায় যে বিবৃতি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। (২) মছনবীতে মওলানা বলেনঃ

---

(১) حديث مشكوة شريف

ان من عباد الله لا ناسا ماهم بانبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل قال رجل فمن هم وما اعمالهم لعلنا نحبهم قال رسول الله صلعم والله ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون سوره يونس

(২) তাছাওয়োফে ইস্‌লামের ৫৬/৫৭ পৃষ্ঠায় মেশকাতের হাদীছের অনুরূপ ঃ-

لا يزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احبه كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ولسانه الذى ينطق به ويده التى يبطش بها ورجله الذى يمشى بهابى يسمع ويبصر وبى ينطق وبى يعقل وبى يبطش وبى يمشى

"প্রকৃত প্রস্তাবে তুমি অর্থাৎ মানব দেহই আসল কেতাব, তোমার নিজ হইতে নিদর্শন বা আয়াতগুলি তালাস করিয়া লও। দেহতত্ত্ব তালাস কর।"

"কোরআন, নবীদের অবস্থা ছাড়া অন্য কিছু নহে। নবীগণ খোদার অনন্ত প্রেম-প্রেরণা সমুদ্রের মৎস্য রাজি।" মছনবী (১)

এই কারণে এই প্রেমপন্থী লোকেরা দেওয়ানে আমীর খসরুর পরিভাষায় ভাবেন ঃ-

"এইরূপ মোরশেদের নিকট নিজকে কেন লুটাইবনা যাঁহার কথা-বার্তা খোদার কালামের সহিত মিলিয়া যায় এবং যাঁহার কাজ-কারবার রসূলুল্লাহ (সঃ) এঁর কাজ-কারবারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।" (২)

"লোকে বলে, খসরু বুত পরস্তী করে। হাঁ হাঁ করি। জগদ্বাসীর সহিত ইহাতে আমার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা আমার নেহায়েত ব্যক্তিগত।" (৩)

---

(১) مثنوی شریف

چیست قران حالهاے انبیاء * ماهیان بحر پاك کبریا

در حقیقت خود توی ام الکتاب * هم زخود ایات خودرا باز یاب

(২) دیوان امیر خسرو رحمة الله علیه

کیون نه قربان هون ایسے مرشد پر أمیر

کفتکو جنکی کلام الله سے ملتی هوی هر ادا جنکی

رسول پاك سے ملتی هوی

(৩) خلق میکوید که خسرو بت پرستی میکند

ارے ارے میکنم با خلق عالم کارے نیست

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

এবাদাতে মোতনাফিয়া

নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত ইত্যাদি এবাদাতে মোতনাফিয়া বা পাপকার্য বিরতকারী এবাদাতের পর্যায়ভুক্ত।

যেমন ঃ পবিত্র হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে,

"নামাজ শান্তিপূর্ণ স্থিতিশীল মনের বিনয়-ভাব ছাড়া অন্য কিছুই নহে।" (হাদীছ)

"এহয়্যায়ুল–উলুম" কেতাবের প্রথম খণ্ডের উর্দু অনুবাদ "মজাকুল আরেফীন" কেতাবের ১৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (১)

প্রথম নামাজ ঃ-

কোরআন-পাকের আদেশ (১) **"আকিমুচ্ছালাতা লেজিকরী"** অর্থাৎ "আমার স্মরণের জন্য নামাজ কায়েম বা বিন্যস্ত কর।" আরবীরা পতিত খিমা বা তাবুকে খাড়া করা বা বিন্যস্ত করার জন্য 'আকীম' শব্দ ব্যবহার করে। যথাঃ- "আকীমিলখিমাতা" অর্থাৎ পতিত তাবুকে বিন্যস্ত কর।

(২) **"লা তাকুনূ মিনাল গাফেলীন"** অসতর্ক বা গাফেল হইও না। অর্থাৎ বাহ্যিক ইন্দ্রিয় মুখ-জবান কানসহ দীলের অন্তস্থলেও যেন ধ্বনীত হয়।

(৩) **"হাত্তা তা'য়ালামু মা তাকূলুনা"** (বিভোর চিত্ত অবস্থাতে নামাজের কিনারে যাইওনা)। (সূরা নেছা ৪৩ আয়াত) (২) যে পর্যন্ত না তোমরা বুঝিতে পার তোমরা কি বলিতেছ। ইহা আদেশ নিষেধ মূলক আয়াত। ঐ ব্যক্তিরাও এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত; যাহারা পার্থিব চিন্তাধারায় বিভোর। যদিও তাহারা নামাজের মধ্যে মুখে বহুকিছু পড়ে এবং রুকু, ছজিদা, কেয়াম, কয়ুদ ইত্যাদি করে অথচ তাহাদের মন খোদা স্মরণ বিনয়ে

---

(১) مذاق العارفين صفحه ١٩٢

انما الصلوة تسكن وتواضع وتضرع وتباوس

লজ্জাশীলতা وتنادم (ধৈর্যশীলতা)

(২) سورة النساء ٤٣ اية

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى

حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ الاية

ধৈর্যশীল ও মোনাজাত বা প্রার্থনায় সজাগ-চিত্ত নহে বরং গাফেল ও বেখবর। এইগুলি নেহায়েত মনন প্রকৃতি সম্পন্ন বস্তু। মন এইদিক সেইদিক দৌড়াদৌড়ি করিলে ইহাকে সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়া আনিয়া পাহারা দেওয়া এবং পশুর মত তাহার নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ করা দরকার। ইহাতে মহিষ, গরু প্রভৃতি জানোয়ারের মত মানবের পশু প্রকৃতিও পোষ মানিতে অভ্যস্ত হয়। এই ব্যবস্থা পশুস্তরের লোকদের জন্য; যাহাদের নফ্‌ছ বা মানব সত্ত্বার প্রকৃতি "আম্মারা" বা পাপকার্যে উৎসাহী এবং যাহাদের বিচরণ-ক্ষেত্র বা অবস্থান–নাছুত বা দৃশ্যমান জগত।

তাই মওলানা মছনবীতে বলেনঃ–

"পাঁচ ওয়াক্তিয়া নামাজ পথ দেখানো নামাজই বটে। খোদার প্রেমিকগণ সব সময়ে নামাজে রত থাকে।" (১)

"পানি খাওড়ী পাখি যেমন সারাদিন পানিতে থাকিয়াও তাহার জলতৃষ্ণা মিটাইতে পারে না; সেইরূপ এস্ক বা খোদা প্রেম-বিভোর চিত্ত মানব নির্দিষ্ট ওয়াক্ত মতে নামাজ আদায় করিয়াও তৃপ্ত হয় না বরং তাহারা "সবসময়ই" নামাজে বা খোদা স্মরণে রত থাকে" যেইরূপ কোরআন বলে– "অহুম ফি ছালাতেহিম দায়েমুন।"

তফছীরে ইবনে আরবীতে আছে খোদার প্রেমাগ্নি মনে জাগ্রত করার নাম নামাজ বা ছালাত। যেহেতু "ছালাত" "ছাল্‌য়ুন"* ধাতু হইতে উৎপন্ন, যাহার অর্থ ধামা-চাপা আগুন জাগ্রত করা। যেমন পবিত্র কোরআন বলে। (২)

"তাছ্‌লা নারুন হামীয়া" অর্থাৎ দোজখীদের জন্য আগুন তেজদার বা জাগ্রত করা হইবে। ইহা নামাজের আভ্যন্তরীণ দিক্ এবং দ্বিতীয় স্তরের লোকদের জন্য প্রশস্থ। ইহা তরীকতের "লাওয়ামা" বা অনুতাপ স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া "মোলহেমা"– অর্থাৎ খোদার প্রেরণা বা "এলহাম" ইত্যাদি স্তরের দিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়।

ফরহাদাবাদ নিবাসী মুফতী মওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ছাহেব (রঃ) একদা আমাকে বলেনঃ–

"কোন এক জুম্মাবারে আমি হজরত আক্‌দাছের খেদমতে হাজির হই। নামাজের সময়, সামনের পুকুরে অজু করিয়া উপরে উঠিয়া আসিলে হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী

---

(১) مثنوی شریف

پنج وقت آمد نماز رهنمون * عاشقانش را صلوة دایمون

* ছাল্‌য়ুন------صلی

(২) تفسیرابن عربی

الصلوة مشتق من الصلی وهی ایقاد نار العشق

সৈয়দ গোলাম রহমান (কঃ) ছাহেব, আমার সামনে আসিয়া আমার ডান হাত খানা তাঁহার বাম বগলে চাপিয়া হাতের কব্জা নিজ হাতে আবদ্ধ করিয়া ভাব বিভোর চিত্তে গজল পড়িতে পড়িতে পায়চারী করিতে থাকেন। ওদিকে মসজিদে খোত্‌বা প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে শুনিয়া তাঁহার হাত হইতে নিজ হাত কোন প্রকারে মুক্ত করিয়া নামাজে গিয়া হাজির হইলাম। নামাজ সমাপনের পর পূণঃ হজরত কেব্‌লার খেদমতে হাজির হইলে তিনি আমার উপর চটিয়া যান এবং বলিতে থাকেন, "তুই কি নামাজ জানিস্! কাহার হাত হইতে নিজকে মুক্ত করিলি কমবখত!" আমি ভীত হইয়া ক্ষমা চাহিলাম।" মওলানা রুমীর মছনবী মনে পড়িল। অল্পক্ষণ "একলহমা" আউলীয়ার সঙ্গ, শতবর্ষ এবাদত হইতে শ্রেষ্ঠ। (১)

পবিত্র কোরআন-পাকের সূরায়ে "আন্‌কবুত" এঁর ৪৫ আয়াতে "আকীমু" শব্দ দ্বারা বিন্যস্ত করার বা কায়েম করার নির্দেশ পাওয়া যায়। যাহা "হাইয়াতে কজাইয়া" অর্থাৎ রসূল করিম (সঃ) হইতে (২) নামাজের যেই নির্ভুল নিয়ম পদ্ধতি ধারাবাহিক ভাবে আচরিত হইয়া আসিতেছে, তাহাকেও প্রচলিত ভাষায় ছালাত বা নামাজ বলে। এইজন্য হাদীছে কুদ্‌ছীতে "অর্দ্ধেক নামাজ আমার ও অর্দ্ধেক আমার বান্দার জন্য উল্লেখ আছে।" ইহাতে রুহানী উৎকর্ষ ও সামাজিক উন্নতি ওত্‌ প্রোত ভাবে জড়িত। যেমন, প্রথম

১। আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার সঙ্গে দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া সংসার নির্লিপ্ততা ঘোষণা করা এবং হাত বন্ধ করিয়া পূর্ণভাবে এই নির্লিপ্ততা প্রতিপাদন করা হয়।

২। রুকুতে ঝুকিয়া পশু স্তর হইতে সামনে ফেরেশ্‌তা স্তরের দিকে অগ্রসর হইবার ভাব ব্যক্ত করা হয়।

৩। কয়ুদ বা বসা অবস্থায় এই নাছুত জগতে নিজকে পাহাড় পর্বত সদৃশ স্থিত জড় পদার্থ মনে করিয়া খোদার ইচ্ছা শক্তির বাহন বলিয়া ঘোষণা করে।

---

(১) مثنوی شریف

یك زمانه صحبت با اولیاء ❋ بهتر از صد سال طاعت بے ریا

(২) سورة عنكبوت ٤٥ اية

اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ٤٥

৪। ছজিদাতে পড়িয়া নিজকে স্রষ্টার অনুগত প্রশংসাকারী ও "তস্বীহ" বলার সঙ্গে ফেরেশ্তার মত পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা হয়।

৫। "তাশাহুদ" বা আত্তাহিয়া পড়ার সময় নবী করিম (সঃ) এঁর মে'রাজ সময়ে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাতে দরূদ, সালাম পাঠ অনুকরণ করা হয়। অর্থাৎ বসার পর প্রথম অবস্থায় নবী করিম (সঃ) বাণী "আত্তাহিয়াতু" ইত্যাদি খোদার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করার সময় আল্লাহতায়ালা কর্তৃক "আচ্ছালামু আলাইকা" ইত্যাদিতে নবী করিম (সঃ) এঁর প্রতি ছালাম ও রহমতে কামেলার প্রতিদান ঘোষণা করা হয় এবং নিজ ও মোমেনদের প্রতি শান্তি বাণী প্রদান করা হয়। এইরূপ ভাবের আদান প্রদানের পরক্ষণে ফেরেশ্তা-জগত হইতে "আল্লাহুমা ছাল্লেআ'লা" ইত্যাদি বাণীতে হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এবং তাঁহার বংশধর ও পূর্ববর্তী হজরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি দরূদ ছালাম প্রার্থনা করা হয়। পরে নবী করিম (সঃ) কর্তৃক কুতুবে এরশাদের মকামে "রব্বানা আ'তেনা" ইত্যাদিতে দুনিয়া ও পরকালের শান্তি-মুক্তি, জগদ্বাসীর জন্য হেদায়ত, এরশাদি বা হেদায়তকারীর দাবী ও প্রার্থনা করা হয়।

৬। ছালাম দ্বারা ছায়র ফিল্লাহ্র পর ছায়র মা' আল্লাহ, জগদ্বাসীর শান্তি-মুক্তি ও মঙ্গল কামনা করা হয়; যাহা সার্বজনীন প্রেম প্রীতি ভালবাসার নিদর্শন।

এই এবাদত বা উপাসনা পদ্ধতি বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) এঁর এক অপূর্ব দান। ইতিপূর্বে এইরূপ নিখুঁত সার্বজনীন সর্বাঙ্গীন সুন্দর উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। ইহার আহ্বান পদ্ধতিটিও নেহায়েত সার্বজনীন ও শ্রুতিমধুর অর্থবোধক। ইহা মোক্ষ বা মুক্তিকামীদের জন্য সমানভাবে সতর্ককারী। ঘড়ির কাঁটার মত ইহা দিনে পাঁচবার মানবকে সতর্ক করে ও বন্ধুর ন্যায় সজাগ করে এবং নিরলস সৎকর্ম প্রেরণা দান, দেহমন ও কাপড়-চোপড় পবিত্র, বিশ্ব পালনকর্তা স্মরণ বা "জিকির", মনন প্রকৃতি অনুরাগ জাগ্রত করে।

শুচির দিক্ দিয়া অজু, কাপড়, পরিধেয় ইত্যাদির পবিত্রতা ও সভ্যতার উন্মেষকারী। এই নামাজ বা উপাসনা অবস্থায় যখন মানব নিজকে বা নিজ সজাগ সত্ত্বাকে তালাস করে তখন বুঝিতে পারে, সে কোন স্তরে আছে। "আম্মারা, লাওয়ামা, মোলহেমা, মোতমাইন্না, রাজিয়া, মর্জিয়া বা কামেলা ইত্যাদিতে নিজ পরিচয় লাভ করা তখন সহজ হইয়া পড়ে।

তাই পবিত্র হাদীছে বর্ণিত আছে ঃ-

"আচ্ছালাতু মে'রাজুল মোমেনীন" অর্থাৎ নামাজ বিশ্বাসীদের উন্নতির সোপান।

নবীয়ে মোস্তফা (সঃ) উপরে বর্ণিত নামাজে, কামালিয়তের শেষ মকামে বা ছায়র মা' আল্লায় জগদ্বাসীর সহিত মেলামেশা ও ভাবের আদান প্রদানের যোগ্যতা বজায় রাখার জন্য হজরত আয়েশা (রাঃ) কে বলিতেনঃ-

মোস্তফা মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করিতে আসিয়াছে। অতএব হে হোমায়রা! (বা সুন্দরী) তুমি প্রবাদ বাক্যের, ঘোড়ার নাল পড়ার মত তোমার মধুর কথোপকথন দ্বারা আমার প্রজ্জ্বলিত খোদা-প্রেমাগ্নিকে চাপা রাখ, অর্থাৎ আমাকে আকৃষ্ট কর। (যাহাতে

আমি জগদ্বাসীর সহিত মেলা মেশার যোগ্যতা বজায় রাখিতে পারি) মছনবী (১)

যাহার ফলে এই খোদা-ভুলা জগত, প্রেমাগ্নিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে সমর্থ হয়। যাহাতে আমি খোদার আকর্ষণে ভাব-বিভোর না হইয়া এরশাদী তা'লীম বা হেদায়েত মূলক শিক্ষা দিতে সমর্থ হই। বিশ্ববাসীর শ্রেষ্ঠ নিয়ন্তা বলিয়া প্রমাণিত হই।

দ্বিতীয় রোজা ঃ–

রোজা বা ছাওম এর অভিধানগত অর্থ নীরব থাকা, পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হইতে বিরত থাকা। রমজান অর্থ নফ্‌ছ বা মানব সত্ত্বার অর্থাৎ মনের পাপ বিদগ্ধ করা। তফসীরে ইবনে আরবী'তে আছে "আয় এহেতেরাকুন্ নফ্‌ছে বেনূরিল হক্কে।" অর্থাৎ রমজুন ধাতু হইতে উৎপন্ন যাহার অর্থ মানব সত্ত্বার পাপ বিদগ্ধ অবস্থা (তফছীরে ইবনে আরবী ৩৬ পৃঃ) (২) হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে ঃ–

"এই রকম কতেক রোজাদার আছে যাহাদের রোজাতে উপবাস ছাড়া আর কিছু লাভ হয় না এবং কতেক রাত্রি জাগরণকারী আছে; যাহাদের রাত্রি জাগরণে বিনিদ্রা ছাড়া আর কিছু হাছেল হয় না।" (মাকালাতে কোরআনী ১৪০ পৃঃ) (৩)

"যে কেহ রোজা রাখিয়া বিশ্বাস এবং সৃঙ্খলার সহিত কৃতকর্মের হিসাব রাখে, যেমন "আত্‌কা" অর্থাৎ খোদা ভয়, "তাকাদ্দোছ" বা অন্তর পবিত্রতা এবং শোকর বা সন্তোষ এই তিনটি অবস্থা বহাল রাখে, আল্লাহতায়ালা তাহার অতীত গুণাহ্ মাফ করিয়া দিবেন।" (মাকালাতে কোরআনী ১৪১ পৃঃ) (৪)

---

(১) مثنوی شریف

مصطفے آمد که سازد همدمی * کلمینی یا حمیرہ کلمی
ای حمیرہ کاندر اتش نه تو نعل * که زنعل تو شود این کوہ لعل

(২) تفسیر ابن عربی صفحه٣٦

ای احتراق النفس بنور الحق

(৩) মাকালাতে কোরআনী ১৪০ পৃঃ ১৪১ পৃঃ حدیث شریف از مقالات قرانی صفحه ١٤٠

رب صابم لیس له من صیامها الا الجوع و رب قابم
لیس له من قیامه الا السهر

(৪) حدیث شریف مقالات قرانی١٤١

من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم
من زنبه رواه البخاری

হাদীছ ঃ-

"ছেয়াম বা রোজা অনর্থ এবং পাপ কার্য বিরতায় হাছিল হয়। উপবাস ও পানাহার বিবর্জনে নহে।" (১)

"রোজার দিনে কেহ অকথ্য বা অন্যায় বকাবকী করিও না। অথবা শোরগোলও করিও না। যদি কেহ ঝগড়া করিতে আসে, তাহাকে বল, আমি রোজাদার।" (মাকালাতে কোরআনী ১৪৩ পৃঃ) (২)

রোজার উপবাস ও সংযমের নির্দেশ, আত্মশুদ্ধিকামী ব্যক্তির জন্য যেমন মহান অনুগ্রহ, অদ্রূপ রোজাতে অসমর্থদের মিছকিনদিগকে কেছাছ বা কাফ্‌ফারা দেওয়ার ব্যবস্থাও আল্লাহতায়ালার এক কৃপা বিশেষ। (৩)

---

(১) حديث شريف از مقالات قرانى صفحه ١٤٢

ليس الصيام من الاكل والشرب انما الصيام من اللغو والرفث (رواه الحاكم في المستدرك والبيهقى فى السنن

(২) حديث شريف صفحه-١٤٣ مقالات قرانى

اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصحب فان اصابه احد او قاتله فليقل انى امرء صايم رواه البخارى

(৩) تفسير حسينى جلد اول صفحه ٢٨

در تمهيدات اور ده كه صوم در شريعت عبارتست از ناخوردن طعام وشراب ودر حقيقت عبارت از خوردن طعام وشراب اما طعام انا ابيت عند ربى يطعمنى وشراب سقيهم شرابا طهورا ومقررست كه اين صوم جز عارفانرا دست ندهد

مثنوى شريف

مرد عارف چون يافت لذت قرب * نه باكلش كشش بود نه بشرب
اكل وشربش چه باشد انس بحق * دايم او در حقست مستغرق
لقمه از خوان يطعمش بينى * شربت از چشمه ساز يسقينى

অতএব উপরের পবিত্র কোরআন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খোদা ভয়, অন্তর পবিত্র করা এবং সন্তুষ্ট চিত্ততার নাম রোজা।

তাই হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কেব্লা বলিয়াছিলেন, "আমার ছেলেরা সবসময় রোজা রাখে"

অর্থাৎ "আত্কা" খোদা ভয়, তকদীছ অন্তর পবিত্রতা এবং হামদ বা সন্তোষ যাহা রোজার প্রতিপাদ্য সারবস্তু, তাহা হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর মুরীদের মধ্যে সবসময় বহাল থাকে, সুতরাং তাহারা সব সময়ে রোজাদার। ইহাতে হজরতের মুরীদদের বিরাট যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। হজরতের উক্ত কালাম পাকে মুরীদদের প্রতি তাঁহার অভয়বাণীর নিদর্শনও নিহিত দেখা যায়। যেমন হজরত পীরানে পীর দস্তগীর শাহে বাগদাদী (কঃ) কছিদায়ে গাউছে ছকলাইনে তাঁহার মুরীদদিগকে অভয়বাণী দিতেছেন ঃ–

"হে আমার মুরীদগণ! তোমরা উৎসাহী এবং সন্তুষ্টচিত্ত হও। আমার ইচ্ছামত কাজ করিয়া যাও। যেহেতু আমার নাম, শান অত্যন্ত উচ্চ ও সম্মানিত।" (১)

ইহাতে হজরতের মুরীদদের মর্যাদা সমন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। যাহারা উপরোক্ত গুণে গুণান্বিত নহে; তাহারা হজরতের মুরীদ বলিয়া দাবী করা উচিৎ নহে। বরং তাহারা দোয়া গ্রহণকারী মাত্র। যেহেতু "ফানায়ে ছালাছা" আগ্রহী নহে।

স্বয়ং আল্লাহতায়ালা নিজেই এই রোজার ফজিলতের প্রতিদান। যেমন হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে ঃ–

"আছ্ছাওমু লি ওয়া আনা উয্জা বিহি" অর্থাৎ রোজা আমার জন্য এবং আমিই তাঁহার পুরস্কার" এইরূপ হজ্ব বা "তওয়াফে খানায়ে কা'বা", আরফাতের কোরবানী উৎসব–ইত্যাদিতে ধনমাল, জীবজন্তু খোদার রাস্তায় উৎসর্গ করার উৎসাহ যোগায় অতি ধন স্ফীতিতেও বাধা জন্মায় এবং বিশ্ব সম্মেলনে বাধ্য করে। ইহাতে নিজের দেশের বা সমাজের "তাহজীব তমর্দুন" বিশ্ব মুসলিম সভ্যতার সহিত যাচাই করার সুযোগ মিলে এবং আচার গোড়ামী শিথিল করে।

জাকাত, ফিতরা, কোরবানী এবং উত্তরাধিকারী ব্যবস্থা সমাজে ধনসাম্য আনয়ন করে, স্বজন পরিজনের মধ্যে আনন্দ বিলায় যাহাকে বেহেস্তী অবস্থা বা প্রফুল্লতা বলা হয়।

হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এঁর চরিত্রাবলী হাদীছ শরীফে প্রকাশ ও ব্যক্ত আছে। অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ কোরআন পাক হাফেজ দ্বারা অবিকৃতভাবে রক্ষিত আছে। এই কোরআন বিশ্বজনীন প্রগতি মূলক যুগোপযোগী ধর্ম ব্যবস্থা দিতে সমর্থ। কোরআন পাক অবিকৃত থাকায় ইহা শেষ ধর্ম ব্যবস্থা। ইহা বিশ্ববাসীকে একই তৌহীদী শিক্ষা এবং

---

(১) قصيدة غوثية

مريدى هم وطب واشطح وغن * وافعل ما تشاء فالاسم عال

অদ্বৈত স্রষ্টার বিশ্বাস ভিত্তিতে সকলের সমাবেশের নির্দেশ দেয়, সেইজন্য এই ধর্ম ব্যবস্থার কার্যকারিতা অনস্বীকার্য ও গ্রহণযোগ্য। এতদ্‌সত্ত্বেও ইহা অন্য ধর্মকে অশ্রদ্ধা ও অসম্মান করিতে নিষেধ করে।

মানবের রুচী অনুযায়ী ধর্ম মত গ্রহণের এখতেয়ার বা অধিকার প্রত্যেকের আছে। ইহার নাম ধর্ম স্বাধীনতা। এই বিষয়ে তৌহীদে আদ্‌য়্যান প্রবন্ধে আলোচনা আছে। ইহা বেলায়তে মোত্‌লাকার যুগোপযোগী ব্যবস্থা যাহা জনগণকে ধর্ম ঘৃণা বিমুখ করে।

ডক্টর আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের আছরারে খোদীর ৭৬-৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিত উক্তি (১)

১। অন্তরের উচ্ছ্বাসই মুসলমানের জ্ঞান পূর্ণতাকারী। অনিত্য পরিত্যাগই ইসলামের অর্থ।

২। ওহে উম্মুল কেতাবের হেকমত রক্ষাকারী। তোমার অন্তর্নিহিত ওয়াহ্‌দাত বা একত্বকে পুণঃ তালাশ কর।

৩। আমাদের (খেয়ালী) মূর্তিতে কাবাগৃহ পরিপূর্ণ, যাহার ফলে অস্বীকারকারীরা হাস্যরত।

৪। পীরেরা বোতের ভালবাসাতে ইসলাম বিক্রয় করিয়াছে, পৈতার সূত্র দ্বারা তসবীহ গাঁথিয়াছে।

৫। দাড়ি পাকার ফলেই মোরশেদ সাজিয়াছে। যাহার ফলে ছেলেরা ঠাট্টা করে।

---

(১) اسرار خودی صفحه ٧٦

علم مسلم کامل از سوز دل ست * معنی اسلام ترک افل ست

اسرار خودی صفحه ٧٨-٧٩

ای امین حکمت ام الکتاب * وحدت گم کشته خود باز یاب

کعبه آباده ست از اصنام ما * خنده زن کفرست بر اسلام ما

شیخ در عشق بتان اسلام باخت * رشته تسبیح از زنار ساخت

پیرها پیر از بیاض موشدند * سخره بهر کود کان کوشدند

(বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

৬। যেহেতু অন্তঃকরণ "লা এলাহার" ছবি অবগত নহে, বরং লালসার মূর্তিতে বোতখানা বিশেষ। (১)

৭। দুঃখের বিষয় যাহাদের দাঁড়ি লম্বা তাহারাই খেরকা পরে এবং দীন ধর্ম বিক্রয়ের ব্যবসা করে।

৮। রাত দিন মুরীদদের সঙ্গে সফর করে। দীন ধর্মের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোন খবরই রাখে না।

৯। আমাদের ওয়াজকারীরা চক্ষু বোতখানাতে সেলাই করিয়াছে। মুফতীরা নির্মল ধর্মের ফতোয়া বিক্রয় করিয়াছে।

১০। এহেন অবস্থায় আমাদের উপায় কি? যেহেতু আমাদের পীর ছাহেব সরাবখানা অনুরাগী।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

(১)

دل زنقش لااله بیگانه * از صنم هاے هوس بتخانه

می شود هر مو درا زے خرقه پوش * اه ازین سوداگران دین فروش

بامریدان روز شب اندر سفر * از ضرورت هاے ملت بے خبر

واعظ ما چشم بر بتخانه دوخت * مفتی دین مبین فتوی فروخت

چیست یاران بعد ازین تدبیر ما * رخ سوے میخانه دارد پیر ما

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ছেমআ বা গান বাজনা

গান বাজনার হেকমত ঃ–

যুগ সংস্কারক অলীয়ে কামেলগণ মানবজাতিকে নানা প্রকার হেকমত প্রয়োগে আল্লাহতায়ালার প্রতি আহ্বান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বাদ্যযন্ত্রাদি সহকারে আল্লাহ, রসূল ও অলী উল্লাহদের শানে গজল নাতীয়া ইত্যাদি ছন্দবন্দে গাহিয়া আল্লাহ রসূলের প্রেম-প্রেরণা জাগাইয়া বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে "জিকিরে জলী" (১) বা "খফী" (২) করাকে কোন কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য হেকমত হিসাবে গ্রহণ করেন।

মাইজভাণ্ডারী তরীকায় বাদ্যযন্ত্র সহকারে জিকির করিতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। যেহেতু গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের বিভিন্ন মজাকীয় বৈজ্ঞানিক রুচি সম্পন্ন বিভিন্ন জাতির ও ধর্মের সমাবেশ ও সংমিশ্রণস্থলে আত্মপ্রকাশিত মোজাদ্দেদ আউলীয়া। গান, বাজনা ও গজল গীতিকে স্থান, কাল, পাত্র ভেদে জিকিরি উপাদান বা হেকমত হিসাবে অনুমোদন ও করার অনুমতি দিতেন। যেমন কোরআন পাকের আয়াত ঃ–

"ওয়াদয়ু এলা ছবীলে রব্বেকা বিল্ হেকমতে ওয়াল মওএজাতিল হাছানা" অর্থাৎ খোদার দিকে জনগণকে হেকমত, কৌশল ও সৎকার্যে উৎসাহপূর্ণ কথা দ্বারা আহ্বান কর।

ইহা সকল ধর্মাবলম্বীর মনঃপুত ও সর্ব যুগোপযোগী; মানব, দানব এমনকি জীব জন্তুর পর্যন্ত রূহানী মনঃপুত কৌশল। যেমন–খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (কঃ) পাক ভারতে আসিয়া ভারতবাসীকে বাদ্য প্রিয় মজাকী রুচি সম্পন্ন দেখিয়া তাহাদের রুচি অনুযায়ী বাদ্যযন্ত্রকে তরীকতের উপাদান ও হেকমত হিসাবে গ্রহণ ও অনুমোদন করিয়া ভারতবাসীকে হেদায়ত করিতে সক্ষম ও সফলকাম হইয়াছিলেন।

এইরূপ গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) একই কারণে অবস্থা বিশেষের জন্য উপরোক্ত হেকমত বা কৌশল অনুমোদন করিতেন। যেহেতু ইহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নদীর স্রোতের মত ভাবপ্রবণতার ভিতর দিয়া খোদা প্রেম-বিভোর মহাসাগরের সঙ্গে সংযোজিত করিতে কার্যকরী। ইহা খোদা প্রেম পথচারীকে বাজে ধ্যান ধারণা হইতে

---

(১) জলী অর্থ সশব্দে, প্রকাশ্যে–যাহাকে জিকরে জবানী বলে।
(২) খফী অর্থ অন্তরে, নিঃশব্দে–যাহাকে জিকরে কলবি বলে।

ফিরাইয়া আনিয়া সঠিক পথে পরিচালিত করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। যাহাকে ছুফী পরিভাষা মতে "হুজুরে কলব" ও বাংলা ভাষায় "একাগ্রচিত্ততা" বলা হয়। যাহার অভাবে কোন এবাদত বা উপাসনা শরীয়ত মত ছহীহ হইলেও খোদার দরবারে গৃহীত হয় না।

গজল গীতির সুরে ও বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে একাগ্রচিত্তে খোদার প্রেম-প্রেরণা জাগ্রত অবস্থায় জিকির করিতে করিতে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জাগ্রত হইয়া জিকির করিতে থাকে।

কাহাকেও এই সময় "হাল্‌কা" বা হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য অবস্থায় "অজ্‌দ" করিতে দেখা যায়; কেহ বা জিকিরে কলবী দ্বারা খোদা-প্রেম বিভোর হইয়া পড়ে।

পবিত্র কোরআন পাকের বাণী ঃ-

আল্লাজীনা ইয়াজ কুরূনাল্লাহা কেয়ামান্ ওয়াকুয়োদান ওয়া আলা জনুবেহিম। "অর্থাৎ যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া, শুইয়া বা যে কোন অবস্থায় খোদাকে স্মরণ করে।"

পবিত্র হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ-

"জজ্‌বাতুন মিনাল্লাহ্ খাইরুম মিন আমালিছ ছাকলাইন।" অর্থাৎ খোদার একটি জজ্‌বা বা প্রেমবিভোর অবস্থা দুই জাহানের এবাদত হইতে শ্রেষ্ঠ।

ইহাতে বুঝা যায়, এই নৃত্যমান জিকিরের কৌশল প্রকৃত সনাতন ইসলামী হেকমত। ইহা কোন নূতন আবিষ্কার বা অনৈস্‌লামিক কৌশল বা পদ্ধতি নহে। "সেমআ" বা গান বাজনার বৈধতার প্রতি নজর দিলে দেখা যায়, মওলানা আহমদ জৈনপুরী লিখিত তফছীরে আহমদী (বোম্বাই করিমি ছাপাখানায় মুদ্রিত) ৬০১ পৃষ্ঠাঃ-

قوله تعالى فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ

হইতে ৬০২ পৃষ্ঠার শেষ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।

বাহরুল উলুম মওলানা আবদুল গণী কাঞ্চনপুরী (রঃ) রচিত উর্দু কেতাব আয়েনায়ে বারীর ৪৫৪ পৃষ্ঠা হইতে ৪৮২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লিখিত বিবরণ পাঠে বুঝা যায় যে, সৎউদ্দেশ্যে গান বাজনা জায়েজ আছে। (আয়েনায়ে বারী, চট্টগ্রাম ইস্‌লামিয়া লিথো প্রেসে মুদ্রিত)

স্বয়ং রসূলে করিম হজরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁহার সহচর আছহাবগণ নির্দোষ গান, বাজনা শুনিয়াছেন এবং "অজ্‌দ" ভাববিভোর নৃত্যও করিয়াছেন। পরবর্তী ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ) প্রভৃতি ইসলাম ধর্মের সম্মানিত বুজুর্গানে দীনদের নিকট সমর্থন মূলক কাজকর্ম ও ইহার পক্ষে মত ব্যক্ত করিতে দেখা যায়। সুতরাং সৎউদ্দেশ্যে গান বাজনা ইসলাম বিরোধী নহে বরং বৈধ ও জায়েজ। ইহা মানবজাতিকে হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য দেখাইতে আসে নাই বরং ঘুমন্ত অনাসক্ত ইন্দ্রিয় সত্ত্বায় প্রকৃতিস্থ মানব মনে খোদার প্রেম-প্রেরণা জাগ্রত করিয়া খোদা প্রেমে বিভোর ও ধর্মপ্রাণ মানবজাতি রূপে খোদার একত্বে সমাবেশ করিতে আসিয়াছে। ইহা নবী করিম (সঃ) এঁর বেলায়তের এক নেহায়ত যুগোপযোগী সার্বজনীন কৌশল হিসাবে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তে পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছে। যাহার ফলে এই দেশীয় গানগীতি জগত হইতে অশ্লীলতা রস বিদুরিত করিয়া

খোদায়ী রস ও কামেল অলী উল্লাহ এবং রসূল করিম (সঃ) এঁর প্রেম রসে পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং এই দেশের অধিবাসীকে হাল জজ্বার অধিকারী করিয়াছেন। তাঁহার শানে শামসুল উলামা মওলানা জুলফিকার আলী ছাহেব যাহা বর্ণনা করিয়াছেন অত্র গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

খোদা ভাববিভোরতা মানবকে সংসার পারিপার্শ্বিকতার কলুষিত অবস্থা হইতে দূরে রাখিয়া কলুষমুক্ত এবাদত ও খোদার প্রেমে বিভোর করিতে সাহায্য করে।

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর নিকট কেহ ছেমআ ও গজল গীতি ইত্যাদি করার অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি অনুমতি দিতেন। ধুরঙ্গ নিবাসী ইছহাক নামক এক ব্যক্তিকে জনাব গাউছুল আজম একবার "বাঁশের ঘরে বাস করিয়ে পাকাইনু চুল দাড়ি" গানটি গাইতে আদেশ করিলে, লোকটি দোজানু হইয়া তাল ঠুকিয়া গানটি গাহিয়াছিলেন। হজরত মনযোগ সহকারে উহা শুনিয়াছিলেন। হজরত গাউছুল আজমের এক বুজুর্গ ভ্রাতুষ্পুত্র মওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ছাহেব (কঃ) জমায়াতের সহিত বাদ্য সহকারে হাল্কা জজ্বার মজলিস করিতেন। হজরত আক্দাছ কোন কোন সময় কাহাকেও তথায় পাঠাইতেন এবং বলিতেন "আমার আমিন মিয়ার দপ্তর খানায় গিয়া বস।"

ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত রোসাংগীরি গ্রামের অধিবাসী জনাব মওলানা জামাল আহমদ ছাহেব বর্ণনা করেন, তাহার পিতা জনাব আলী মিঞা ছাহেব বলিয়াছেন ঃ-

ফরহাদাবাদ নিবাসী প্রসিদ্ধ মওলানা আবদুল জলীল ছাহেব মজলিসে যাইবার পথে, হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর সহিত সাক্ষাৎ হয়। হজরত তাহাকে ওয়াজের মজলিসে না যাইয়া (তাঁহার খেলাফত প্রাপ্ত) জনাব আবদুল মজিদ মিয়ার মজলিসে গিয়া বসিতে হুকুম করেন। উক্ত মওলানা ছাহেব বাজনার পক্ষপাতী না হইলেও হজরতের হুকুম পালন করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে উক্ত আলী মিঞা ছাহেবও ছিলেন।

ইতিপূর্বে এই রেওয়ায়ত আজিম নগর নিবাসী আমজাদ আলীর পিতা ফজল মিঞাজি হইতে শুনিয়াছিলাম। পরে ধলই নিবাসী ফয়েজ আহমদ চৌধুরী ছাহেব বর্ণনা করেন যে, আমিও সেই মজলিসে ছিলাম, ঘটনা সত্য।

তিনি নিজে গান বাজনার সহিত জিকির করিতে কাহাকেও নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। কিন্তু কাহাকে নিষেধও করেন নাই; বরং উপরোক্ত ঘটনাদি দৃষ্টে মনে হয়, ইহাতে তাঁহার প্রত্যক্ষ নির্দেশ না থাকিলেও পরোক্ষ সম্মতি ছিল।

পরিশিষ্ট

যেই উদ্দেশ্য ও ভাবধারা লইয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ করিয়াছি; আশা করি, তাহা লিখিত বিষয়বস্তু হইতে পাঠকবর্গ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

জনগণের মধ্যে যেমন আকৃতি প্রকৃতির পার্থক্য আছে; তেমন রুচির বিভিন্নতা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাতে বুঝ ব্যবস্থা এবং চাল চলনেও বিভিন্নতা দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নহে।

তাই মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জওয়াব দান প্রসঙ্গে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে,

১। মাইজভাণ্ডারী ছুফী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এক সার্বজনীন ছুফী দর্শন।

২। বিশ্ব মানবতায় ছুফী সভ্যতা, ধ্বংসের দিকে আগুয়ান মানবের জন্য দিশারী।

৩। গতানুগতিক ছুফী মতবাদে ইহা এক যুগোপযোগী সংস্কার।

৪। অত্র বেলায়তের অনুসারীদের মূল নীতি হইল, অনিত্যে অনাসক্তি এবং হুকুম বা আদেশের "এখতেলাফ" বা বিরোধ পরিহারে অলীয়ে কামেলের জ্ঞান জ্যোতিঃ অনুসরণ; বিধানধর্মের উপর নৈতিকধর্মের প্রাধান্য স্বীকার। তাহারা উপাসনা বা এবাদতের উপর "এতায়াত" বা আনুগত্যের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী।

কথাগুলি শুনিতে নেহায়েত দ্বিধামুক্ত, সহজ ও সরল মনে হইলেও সকলের বোধগম্যতার নাগালের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না।

যেহেতু মওলানা রুমী (রঃ) বলেনঃ-

"বাহ্যিক অনুভূতি সম্পন্ন অর্থাৎ সূক্ষ্মজ্ঞানহীন মানবের জ্ঞান-মুখ বন্ধ যুক্ত। তাহারা আছমানী "জ্ঞান-দুগ্ধ" আহরণ করিতে পারে না।" (১)

"রাগ ও লালসা, ব্যক্তিকে বিকৃত করে এবং মানবাত্মার প্রকৃত অবস্থা বদলাইয়া দেয়।" (২) মছনবী

"যেই ব্যক্তি প্রবৃত্তিতে পরের অধীন হইয়া পড়ে। তাহার বক্ষস্থল বোত্খানায় পরিণত হইতে বাধ্য।" (৩)

مثنوی شریف

(১) علم ہاے اہل حس شد پورہ بند ※ تانگیرد شیر ازان چرخ بلند

(২) خشم وشہوت مرد را احول کند ※ زاستقامت روح را مبدل کند

(৩) انکہ از حرص وھوا محکوم غیر ※ سینہ او از بتان مانند دیر

কাজেই এক শ্রেণীর লোকের উপকার ইহাতে নাও হইতে পারে। তবে সত্য বস্তু আবিষ্কারের ফলে অধিক সংখ্যক লোকের উপকার হইয়াছে মনে করিতে পারিলে শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

সত্য বস্তু হইলেও সকলের জন্য ইহার কার্যকারীতা এক নহে। তাই সকলের নিকট ইহা আদৃত না হওয়া অস্বাভাবিক নহে। যেমন–পবিত্র কোরআনে ঘোষণা আছেঃ–

"আল্লাহতায়ালা যাহাকে ইচ্ছা হেদায়ত বা পথ প্রদর্শন করেন, যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ বা পথভ্রষ্ট করেন।" সূরা বাকারা ২৬ আয়াত। (১) সূরা ফোরকান ৪৩ আয়াত। (২)

নীতিগতভাবে কাহারো পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলার ইচ্ছা আমার না থাকিলেও মানব প্রকৃতির বিকাশের স্বরূপ দেখাইতে গিয়া পবিত্র কোরআনের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করিয়া পারি নাই। অবস্থা বোধগম্য করার জন্য তাই ভাল ও মন্দ উভয় দিক্ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছি। যেহেতু যাহা কিছু বিকশিত হয়, তাহা অবশ্যই খোদার গুণ গরিমা ও ইচ্ছা শক্তিরই বিকাশ।

মানব প্রকৃতির কঠিন আকৃতি তোমারই মদিরা পাত্র।
সরস মাটির বিশাল দেহ তোমারই ফুল ক্ষেত্র।।

যুগ সংস্কারক গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এমন এক খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি জনগণের না হওয়ার মত কাম্য বস্তুকে খোদার ইচ্ছা শক্তিতে তাঁহার গাউছে আজমিয়তের প্রভাবে হওয়ার রূপ দিয়াছেন। তাঁহার নিকট বর্ণগত বা ধর্মগত কোন প্রকার ভেদাভেদ নাই। তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে গ্রহণ করিয়া সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। তাই তিনি শ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তা মানব বা "গাউছুল আজম।" তিনি জগদ্বাসীকে পবিত্র হজব্রতের মত বিভিন্ন সমাজ, রীতি-নীতি, জাতিগোষ্ঠীর আচার পদ্ধতি শিথিল করিয়া খোদার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে তৌহিদ বা অদ্বৈত খোদার শক্তি বিকাশে বিশ্বাসী ও নৈতিক ক্ষেত্রে সমাবেশ করিতে

---

(১)

سورة البقرة ٢٦ اية

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ

(২)

سورة الفرقان

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ۗ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا

اسرار خودی

علم مسلم کامل از سوز دل ست * معنی اسلام ترک افضل ست

চেষ্ঠিত ছিলেন। যাহা অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসী উন্মত্ত জনগণের নিরীহ অপরাধ বিহীন মানবের রক্তক্ষয় নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায়। তিনি রসূলে করিমের "খোলকে আজীমের" প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

ছুফী সভ্যতার প্রতি নজর দিলে দেখা যায়, হজরত হাসান বছরী (রঃ) যিনি ছুফী সাধনা পন্থার প্রথম কাতারের তাবেঈন ছিলেন। হিজরী একুশ সাল হইতে একশত দশ সাল পর্যন্ত তাঁহার জীবন আদর্শে ছুফী সাধনার এক নিখুত হদিস মিলে। যথাঃ-

১। লোকালয়ে থাকিয়া পার্থিব আকর্ষণ হইতে কিভাবে দূরে থাকিতে হয়।

২। স্রষ্টা নির্ভরতা মানবের জন্য কত উপকারী।

৩। সত্যবস্তু-স্রষ্টা এবং নিজ সত্ত্বার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কি?

৪। নিজ প্রবৃত্তির প্রতি সজাগ দৃষ্টি কত উপকারী ও জরুরী।

তাঁহার বাণীঃ- (১) যিনি পার্থিব প্রলোভন হইতে মুক্ত তিনি সফলকাম এবং বিশ্ববাসীর সফলতার পথ উন্মুক্তকারী। (২) এই গবেষণা এবং চিন্তা এমন বস্তু যাহা মানব জাতিকে সংকার্যের প্রতি অনুরাগী ও গর্হিত কার্যে বিরাগী করে। (আল্লামা ইকবালের বাণী অপর পৃষ্ঠায় উল্লেখিত)

খারেজী বলিয়া কথিত সম্প্রদায় যাহাদিগকে ইনকার করা হইত, তাহাদেরই একজন জনাব আবু হামজা খারেজীকেও খোদা-স্মরণ, খোদা-ভয় ইত্যাদি নৈতিক প্রশ্নে হাসান বছরীর (রঃ) সঙ্গে মিল দেখা যায়। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে, সবকিছুর উপরে খোদা-স্মরণ আকর্ষণ ভালবাসার প্রাধান্যতা হজরত রাবেয়া বছরীর (রঃ) জীবনে প্রতিফলিত দেখা যায়।

ডঃ মোস্তফা হেলমী রচিত "তাছাওয়োফে ইসলাম" রইচ আহমদ জাফরী কর্তৃক উর্দুতে অনুদিত কেতাব দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি, প্রামাণ্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক রসূলে করিম মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদে মোজতাবা (সঃ) এঁর নৈতিক চরিত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ইহাও প্রমাণিত হয় যে, মহান নবীর সহচর "আছহাব" জমানা হইতে এই ছুফী সভ্যতা মানব-নৈতিক জীবনে ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গিতে এক ফলপ্রসূ বিরোধ বিহীন মুক্তির পন্থা।

পারিপার্শ্বিকতা ও সময়ের তাগিদে তাঁহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কর্মপন্থা বা তরীকার আবির্ভাব দেখা গেলেও এই মূল নীতিতে তাঁহারা অভিন্ন এবং বিরোধ বিহীন।

এহেন অবস্থায় হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবন-আদর্শ এবং সপ্ত পদ্ধতির প্রতি নজর দিলে সহজে প্রমাণিত হয় যে, মানব জাতির সহজসাধ্য নির্বিরোধ জীবনাদর্শ কি? এবং ধর্মের মূলনীতির বাস্তবতার সঙ্গে কত ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত ঝামিলামুক্ত মুক্তির পথ। তাঁহার কথামৃতগুলি পরনিন্দাবিহীন, কতই ভাববাদী সুদূর প্রসারী এবং নৈতিক জীবন সমৃদ্ধকারী। ইহা বিপদগামী বিশ্বমানবতার ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন মুক্তির পথ নির্দেশক। যাহা মৌলিক মানবীয় চিন্তার সুস্পষ্ট বিকাশ ও নিখুত ইসলামী নীতি।

হাদীছ শরীফে আছেঃ-

"তামুতুনা কামা তাহাইয়োনা ওয়াতোহ্শারূনা কামা তামুতুনা।" অর্থাৎ তোমরা যেইরূপ জীবন যাপন করিবে, তদ্রূপ তোমাদের মৃত্যু হইবে এবং যেইরূপ মৃত্যু হইবে সেইরূপ তোমাদের হাশরও হইবে। (১)

যথা কোরআন পাকে বর্ণিত আছেঃ-

হে বারে খোদা! আমাকে অন্ধ অবস্থায় হাশর করিলে কেন? আমি দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলাম। (২)

উপরোক্ত হাদীছ শরীফের মর্ম মতে হজরত গাউছুল আজমের ওফাতের পরও ভক্ত জনগণ তাঁহার রূহানী ফয়জ বা উপকার হাছিল করিতেছেন।

শায়েরের উক্তিঃ-

কামেলের মাজার জান সর্ব দূঃখ হারী।
প্রেমিকের অন্তরে ঢালে শান্তি সুধা বারি। (৩)

শেখ আবু ছঈদ আবুল খায়ের (রঃ) এঁর মুরীদানের মধ্যে কেহ হজ্ব করার বাসনা প্রকাশ করিলে, তিনি তাহাদিগকে বলিতেন, পীরে কামেল শেখ আবুল ফজল ছাহেবের মাজার শরীফের মাটির জেয়ারত কর এবং তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সাতবার তাওয়াফ কর; তোমার সমস্ত মকছুদ হাছেল হইবে। (মতালেবে রশীদী ১৪৩ পৃষ্ঠা)

এইরূপ মহান-খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট চারি প্রকার লোকের সমাগম হয়।

১। "তায়েফ"- অর্থাৎ যাহারা মাত্র ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া যান।

২। "আকেফ"- অর্থাৎ যাহারা দেখিয়া শুনিয়া চিন্তা স্রোতকে থামান এবং ভাবেন, এই কামেলের সহিত সাধারণ মানুষের প্রভেদ কি?

৩। "রাকে"- অর্থাৎ যাহারা এই ফজিলতে রব্বানীর দিকে ঝুকিয়া পড়েন।

৪। "ছাজেদ"- অর্থাৎ যাহারা মানবে বিকশিত খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি স্বীকৃতি দান করিয়া বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং ফেরেশ্তাদের মত তাঁহাকে নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া

---

(১) حدیث شریف از تنویر القلوب صفحہ ۳۹

تموتون کما تعیشون وتبعثون کما تموتون

(২) سورة طه ۲۵ ایة

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِیْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِیْرًا

(৩) مزارات کامل هما کام بخش * بدلهاے عشاق ارام بخش

খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের জন্য আগ্রহ সহকারে উৎসাহিত হইয়া নিজকে অবনত করেন, যেইরূপ জমি পানি পাওয়ার আশায় নিজ পার্শ্বস্থ জমি হইতে নিজকে নিম্ন প্রতিপন্ন করিয়া পানি লাভ করে। তদ্রূপ খোদা পথচারীও নিজকে হেয় অজ্ঞ ও নম্র প্রতিপন্ন করিয়া এই খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের আকর্ কা'বায়ে হাকীকীর পদতলে অবনত হইয়া পড়েন।

কা'বা, "কা'য়াব" শব্দ হইতে উৎপন্ন, যাহার অর্থ পায়ের নিম্ন গিরা। কোরআনী পরিভাষায় উক্ত অনুগত অবস্থাকে ছাজেদ বা অনুগত বলিয়াছেন। পবিত্র কোরআন পাকে বর্ণিত আছেঃ– (বাকারা ১২৫ আয়াত)

"যখন আমি ঘরকে অর্থাৎ কা'বাকে মানবের স্বাভাবিক সমবেত কেন্দ্র ও নিরাপত্তার যায়গায় পরিণত করি এবং (মানব) ইব্রাহীমের [আঃ] স্থানকে মোছল্লা বা জায়নামাজে পরিণত করে। তখন আমি ইব্রাহীম [আঃ) ও ইছমাঈল [আঃ] হইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি, "তোমরা আমার ঘরকে (কা'বাকে) তায়েফীন, আকেফীন, রাকেয়ীন ও ছাজেদীনের জন্য পবিত্র কর।" (১)

তাই কোরআন পাকের অনুবাদকারী মওলানা আয়ুব আলী তাঁহার রচিত কবিতায় লিখিয়াছেনঃ–

হজ্ব ব্রত নিরাপদ নগরে যেমন।
মাঘের দশে তব দ্বারে মহাসম্মিলন ॥

১০ই মাঘ পবিত্র ওরস শরীফ বা গাউছুল আজমের মৃত্যু স্মৃতি বার্ষিকী পৃথিবী বিখ্যাত ধর্মীয় সমাবেশ। আশেক প্রেমিক সম্মেলন সম্বন্ধে "পূর্বাণী" নামক পত্রিকায় ২৬শে ফাল্গুন ১৩৭২ বাংলা সংখ্যায় জনাব মঈন-উল-আলম নামক একজন দর্শকের লিখা ঃ–

"লোক সঙ্গীতে মাইজভাণ্ডারের অবদান" নামক প্রবন্ধের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"মাইজভাণ্ডারের ওরশ দেখে এর একটা নতুন দিক উপলব্ধি করিলাম। ধর্মীয় দিক্ বাদ দিলেও মাইজভাণ্ডারের ওরশের আর একটি মূল্য রয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানের লোক সঙ্গীতের এক বিরাট মিলন ক্ষেত্র রূপ। ওরশের সব অনুষ্ঠানের মধ্যে সঙ্গীত অনুষ্ঠান মাথা উঁচু করে থাকে। এক জায়গায় দেখিলাম, "আমার দূখে দূখে জনম গেল, আমি এক জনম দূখি" গানটি হৃদয় নিংড়ানো সুরে গেয়ে চলেছে, মতলব থানার অশীতিপর বৃদ্ধ কালাচান

---

(১)

سورة البقرة– ١٢٥ اية

وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ٥

ফকীর। তার সাথে দোতারা বাজাচ্ছে কুমিল্লার প্রৌঢ় গায়ক মুহাম্মদ আবদুল জব্বার, আর মঞ্জুরীতে তাল সঙ্গত করছে সম্ভ্রান্ত ঘরের কিশোর মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, ফেঞ্চুগঞ্জের জনাব মফজল আলী চৌধুরীর পুত্র। এরা কেউ কারো সাথে পরিচিত নহে। ওরসের কয়দিন সামাজিক পদ-মর্যাদা, বয়সের তারতম্য ও জীবন যাত্রার পার্থক্য ভুলে গিয়ে এক হয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করছে। ওরশের পরে যে যার জীবনে ফিরে যাবে। কালাচান ফকীর নিজ বৃত্তি শুরু করবে, আবদুল জব্বার নিজস্ব ব্যবসায়ে মন দেবে, আর কিশোর মাহবুব, স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পড়াশুনায় মন দেবে।

কিন্তু মাইজভাণ্ডারের কয়দিনের মহামিলনে এরা লোক সঙ্গীত গায়কেরা পরস্পরের সাথে জানাজানিতে পেল নতুন উদ্যম। দেশের লোকসঙ্গীত পেল নতুন জীবনী শক্তি।"

মওলানা মছনবীতে বলেনঃ–

আলস্তের দিনে যাহা ছিল গোপনেতে
বিকাশ পাইল তাহা আহ্‌মদী নূরেতে ॥ (১)

গ্রন্থকার–

"আহ্বান আসিল মোরে মর্তুজা হইতে
নূরে চেরাগে আহ্‌মদ মোস্তফা হইতে ॥
পুরাতন দিনগুলির সাজসজ্জা তুমি।
আমার ডাক আমার ঢোল আমার বোল তুমি ।।
আনন্দে নৃত্য কর আপন জন মনে
গোলাব আম্বর গন্ধ দাও সর্বজনে ॥ (২)
সামনে আছে কা'বা আমার পেশ কদমে চলেছি।
দেমাগেতে ছুন্নার "ছানা" সূক্ষ্ম মাথা গড়েছি ॥
পরণেতে অলীর পরণ পন্থা নির্দেশ দিতেছি।
অনর্থেরী পরিহারে তাক্‌ওয়ার ঝলক দেখেছি ॥
ধৃতি স্নায়ী দুখ বেদনায় কতই ভাবে দেখেছি।
তুমি আমার প্রাণের সখা বহুরূপে পেয়েছি ॥
ধন ধ্যানে প্রাণে রূপে কতই ভাবে বুঝেছি।
সর্বস্থানে তোমার রূপ আমার ভালে দেখেছি॥
তুমি আমার আমি তোমার সর্বস্থানে জেনেছি।
তাই বুঝি তুমি ছাড়া অন্য হাস্তি বিনাসী ॥

---

(১) مثنوی شریف

جسم خاکی از شعاء سرمدی * شد منور از چراغ احمدی

(২) (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হোসাইন তোমার পাগল পারা সর্বস্থানে বিরাজমান।
এ'দিক ও'দিক দু'দিক ছেড়ে জোড় কদমে আগুয়ান ॥"

পীরানে পীর দস্তগীর বাগদাদী (কঃ) বলিয়াছেনঃ– (ফতহুর রব্বানী ৪০পৃঃ) চারি প্রকার লোক হেদায়ত পাইবে না, চির মূর্খ থাকিবে। যেমন, যে সমস্ত লোকে–

১। যাহা জানে তাহা করে না।

২। যাহা জানে না তাহা করে।

৩। কেহ জানিতে চাহিলে তাহাকে জানিতে দেয় না।

৪। যাহা জানে না তাহা জানিতে চেষ্টা করে না; কাজেই মূর্খ থাকে। (১)

ইহার সমর্থনে কোরআন পাকের সূরায়ে ছাফফার ২/৩ আয়াতে বর্ণিত আছে ঃ– "হে বিশ্বাসীগণ! যাহা তোমরা করনা, তাহা বল কেন? যাহা করনা তাহা বলা, খোদার নিকট নিশ্চয় মহাপাপ।" (২)

হে বারে খোদা! তুমি আমাকে ইহাদের মধ্যে গণ্য করিও না। আমার মধ্যে আমাকে জানিতে শক্তি দাও। আমাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করিও না। আমাকে খাঁটি রাখ এবং খাঁটি থাকিতে শক্তি দাও। আমীন। এয়া রাব্বাল আলামীন।

—————— সমাপ্ত ——————

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা হইতে)

(২) کاتب

چون مرا آمد نداے مرتضی ❋ از چراغ احمدی مصطفی

ای نواسازی ادیان کہن ❋ تو صدای تو ندای تو دهن

باش شادان رقص کن باهمسری ❋ فاش کن بوے گلاب وعمبری

(১) صفحه-٤٠ الفتح الربانی

ذهاب دینکم باربعة اشیاء الاول لا تعملون بما تعلمون

الثانی انکم تتعلمون ما لا یعلمون الثالث انکم لا تعلمون فتبقون جهالا

الرابع انکم تمنعون الناس من تعلم مالا تعلمون

(২) اية القران-سورة الصف-٢-٣ اية

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ٥

(٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ ٥

সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তুল ওলামার সভাপতি আলহাজ্ব শেরে বাংলা মওলানা সৈয়দ অজিজুল হক আল্‌কাদেরী ছাহেবের অভিমতঃ–

আমি আশা করি এই কেতাবটি উচ্চ শ্রেণীর তরীকত পন্থীর জন্য বিশেষ উপকারে আসিবে। আল্লাহ্‌তায়ালা রচনাকারীকে দীন ও দুনিয়ার শান্তি ও ইজ্জত দান করুক। আমিন।

–ফকির সৈয়দ মুহাম্মদ আজিজুল হক
(শেরে বাংলা আল্‌কাদেরী) প্রেসিডেন্ট
পূর্ব পাক জমীয়তে ওলামা ও বানীয়ে
জামেয়া আজিজিয়া অদুদীয়া ছুন্নিয়া;
হাটহাজারী, চাটগাম শরীফ, বাংলাদেশ।
১৩/৯/১৯৬৮ইং

فقیر سید محمد عزیز الحق (شیر بنگلہ) غفرلہ
صدر جمعیت علماء مشرقی پاکستان وبانی جامعہ
عزیزیہ ودودیہ سنیہ ھاٹہزاری چاٹگام شریف
۱۳-۹-۷۸

মমতাজুল মোহাদ্দেছীন জনাব মওলানা ওবাইদুল আকবর এম, এ, (কলিকাতা) প্রাক্তন এম, পি, এ ছাহেবের অভিমত

"বেলায়তে মোত্বলাকা" বাংলা ভাষায় ছুফীবাদ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা সম্বলিত একটি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ। ইহা সৈয়দুল আউলিয়া ক্বতুল আকতাব গাউছুল আজম হজরত শাহ্ ছুফী সৈয়দুনা মওলানা আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) জাতে মোবারককে কেন্দ্র করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, মহান মাইজভাণ্ডারী তরীকার বৈশিষ্ট্য ও বহু রহস্যাবৃত ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া বাংলা ভাষায় এই ধরনের একটি গ্রন্থের অভাব অনুভূত হইতেছিল। হজরতে আকদাছের পৌত্র ও সাজ্জাদানশীন হজরত শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন ছাহেব মাইজভাণ্ডারী এই গ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত অভাব বহুলাংশে পূরণ করিয়াছেন।

ইহাতে হজরত আকদাছের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও রূহানী বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন বুজুর্গানে কেরামের মন্তব্য, তাঁহার রূহানী বিরাটত্বকে অধিকতর সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। তন্মধ্যে (কলিকাতা) মাদ্রাসা আলীয়ার প্রাক্তন মোদার্‌রেছে আউয়াল মশহুর অলীয়ে কামেল হজরত শাহ্ ছুফী মওলানা ছফী উল্লাহ ছাহেবের (রঃ) উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই গ্রন্থে তাঁহার রূপক কালামাদির ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাঁহার কেরামত ও প্রকৃতির উপর তছররোফাত বা প্রভাব বিস্তারের অলৌকিক ঘটনাবলীর বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি যে গাউছুল আ'জম ছিলেন তার প্রমাণ সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে তাছাউফ বা ছুফীবাদের বহু জটিল বিষয়াদি আলোচিত হওয়াতে এই গ্রন্থের মধ্যে এক অপূর্ব প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভাবধারার দিক দিয়া এইগ্রন্থে শায়খে আকবর হজরত মুহীউদ্দীন ইবনুল আরবী (রঃ) রচিত এলমে লদুন্নি এলহাম মোকাশেফা সমৃদ্ধ ফছুছুল হেকম নামক কেতাব ও মছনবীয়ে রুমী প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানের উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কেতাবাদি অনুসৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতামত ব্যক্ত করা হইয়াছে। বাংলা ভাষায় ছুফীবাদ সম্বন্ধে এই ধরনের গভীর আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ আর চোখে পড়ে নাই। এই দিক দিয়া ইহাকে বাংলা ভাষায় এক নূতন অবদান, বলা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থ আউলীয়া ভক্তদের জন্য পথ নির্দেশক ও নিরপেক্ষ পাঠক মণ্ডলীর জন্য গবেষণার খোরাক হউক, ইহাই কামনা করি।

আরজ গুজার

Sd/ মুহাম্মদ ওবায়দুল আকবর

চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের ভূতপূর্ব অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক বাবু যোগেশ চন্দ্র সিংহের অভিমত

মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইনের "বেলায়তে মোত্‌লাকা" গ্রন্থখানি এক অপরূপ সম্পদ। "মাইজভাণ্ডার" শব্দটি লোকের মুখে মুখে ধ্বনিত হইলেও উহার তাৎপর্য অনেকের কাছে খুব স্পষ্ট নহে। এই গ্রন্থে উহার অর্থ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাতে শাশ্বত সত্য সমূহের মহিমা প্রকৃষ্ট সারল্যে পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

আজ যখন মানুষের কাছে মানুষ যমমূর্তি অপেক্ষাও ভীষণতর, যখন মানুষ হিংস্রতার নগ্ন বিলাসে নিমগ্ন, যখন সে ভুলিয়াছে যে মানব প্রেমই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম এবং মানবকে পশুত্ব হইতে মুক্ত করিয়া নির্মল আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত করাই উন্নততম সাধনা, তখন এই গ্রন্থ আমাদের জীবন পথে আলোক বর্তিকাস্বরূপ।

সাম্প্রতিক রক্ত প্লাবনে আমরা বিপর্যস্ত; দানবীয় আসুরিকতার ধর্মধ্বংসী বিভীষিকার প্রলয়বহ্নিতে আমরা পরিদগ্ধ। তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থ, আমাদের হৃদয়ের বিধিদত্ত আভ্যন্তরীণ সম্পদের পুণরুদ্ধারের পথে, দিব্য জ্যোতিরেখা স্বরূপ।

পাক বর্বরতার অমানুষিক নিষ্ঠুরতার বজ্রমন্ত্রণে যখন আমি সন্ত্রাসিত, যখন দিবসরজনী মৃত্যুর গর্জনে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত, যখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভ্রুকুটি জীবনকে করিয়াছিল দুর্বিষহ, তখনই এই গ্রন্থ আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, হতাশার অন্ধকারে দেখাইয়াছে নূতন জীবনের স্বর্ণালোক।

আজও দেখিতেছি চারিদিকে মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য, অনির্বচনীয় মিথ্যা, কপটতা ও ভণ্ডামীর নগ্ন অভিব্যক্তি। দেখিতেছি ভদ্রবেশী বর্বরতা মানুষের মনুষ্যত্বকে পশুত্বের পঙ্ককুণ্ডে ডুবাইতেছে। তথাপি আমি বিশ্বাস করি, "মাইজভাণ্ডারী" যেই বিশ্ববিধাতার প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহারই অলঙ্ঘ্য বিধানের সুনিশ্চিত পরিণামরূপে আসিবে পাপের নিশ্চিহ্ন বিলোপ, ছদ্মবেশী দানবের উচ্ছৃঙ্খল উৎকট অধর্মের অনিবার্য পতন। এই গ্রন্থে রহিয়াছে নরচিত্ত শোধনের প্রভূত অমূল্য উপাদান। মাইজভাণ্ডারীর সাধনা দ্বারা মানুষের মধ্যে ধর্মশক্তির নব-অভ্যুত্থান হউক, তাহাই কামনা করিতেছি।

শ্রী যোগেশ চন্দ্র সিংহ
অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক, চট্টগ্রাম কলেজ।
২৫/১২/৭৩

এক নজরে

বেলায়তে মোত্‌লাকা

এই "বেলায়তে মোত্‌লাকা" এমন এক ছুফী সভ্যতার দর্পণ, যাহাতে তাজদারে মদীনা হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদে মোজতাবা (সঃ) এঁর নবুয়ত জমানার পরবর্তী ১২০০ (বার শত) বৎসর এবং তৎপূর্ববর্তী গারেহেরার সাধনা যুগসহ চরিতাবলীর "রূহানী" জীবন যাত্রার হদিস মিলে।

যাহা বিশ্ব মানবতার উৎকর্ষ জনিত ইতিকথার সংক্ষিপ্ত সারবস্তু। যাহাতে আদি যুগ হইতে দৈহিক প্রেরণা যোগে 'নফ্‌ছ' প্রকৃতির সংশোধন, পশু প্রকৃতির বিনাশ; মানব আত্মা "রূহে ইনছানী"র সূক্ষ্ম ফেরেশ্‌তা প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধন প্রণালী জনিত "রেয়াজত" সাধনা "মোজাহেদা" প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যস্থলের অভিন্নতার স্বরূপ মিলে। যদিও যুগের পরিবর্তন ও পারিপার্শ্বিকতার তাকিদে অবস্থা ও বাহিরে পরিবর্তন দেখায়। কিন্তু প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে, দৃশ্য বস্তুর আড়াল অপসারণে "কলবে ইনছানী" বা মানব অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতায় কাম ও লালসা প্রবৃত্তি হইতে বাঁচিয়া থাকা আর এমন সংসার ঝামিলা হইতে দূরে থাকা যাহার ফলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে ভাঙ্গন ধরায়। এই বেলায়তে মোত্‌লাকায় সর্বত্র একমতবাদী নমুনা পাওয়া যায়।

ইহা অনস্বীকার্য যে, রসুলুল্লাহ (সঃ) এঁর নবুয়ত পূর্ব এই সাধনা যুগকে গারে হেরা যুগ বলা যায়। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় নবুয়তের পরেও এই রীতিনীতি বা উদ্দেশ্যে কোন ভাঙ্গন ধরে নাই। বরং সময় সময় হাল জজ্‌বা বিভোরতা এবং নিজ ও অপর হাস্তীর অবগতির অভাব পর্যন্ত প্রমাণিত হইতে দেখা যায়। তাছাওফে ইসলাম গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় হজরত আয়েশা ছিদ্দীকার ঘটনায় ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

تصوف اسلامی صفحہ۲۱

روایت ہے کہ آنحضرت (صلعم) کبھی کبھی وجد
کی سی کیفیت نبوت کے بعد بھی طاری ہوجاتی
ہے جس مین انسان دنیا وما فیہا کو بلکہ خود
اپنے آپ تک کو فراموش کر دیتا ہے چنانچہ مروی
ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عایشہ (رض) آپ (صلعم)

کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور اپ (صلعم) اسی
کیفیت میں تھے - اپ (صلعم) نے جب حضرت
عایشہ کو دیکھا تو پوچھا
تم کون ہو ؟
وہ بولیں' میں عایشہ ہوں'
پھر اپ (صلعم) نے دریافت فرمایا عایشہ رض
کون ؟
حضرت عایشہ نے جواب دیا ابو بکر کی بیٹی
اپ (صلعم) نے دریافت فرمایا ابو بکر کون ؟
وہ بولیں: محمد ص کے دوست ؟
اپ (صلعم)نے دریافت فرمایا: کون محمد (صلعم)
؟ اب حضرت عایشہ (رض) خاموش ہوگئیں،
کیونکہ انہوں نے جان لیا تھا اس وقت اپ ص
دوسری کیفیت میں ہیں

যাহাতে বুঝা যায় হজরত (সঃ) এই সময় এমন ভাব-প্রবণতা বিভোর ছিলেন যে নিজ অস্থিত্বেরও কোন অবগতির অবকাশ ছিলনা।

এই রূহানীয়তে ইনছানী" বা ছুফী সভ্যতার বিকাশ, "ছাহাবী" যুগের পরে জোরদার দেখা গেলেও তাহাতে সন্ত্রস্ত হইবার কোন কারণ নাই। যেহেতু ইহা গারে হেরা যুগেই জোরদার হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। যাহা খোদার নৈকট্য লাভের ও নবুয়ত প্রাপ্তির অগ্রদূত ছিল।

ইহাও অনস্বীকার্য যে, ছাহাবা যুগে রসূল করিমের প্রত্যক্ষ দর্শন ও সাহচর্যতা জনিত সুযোগের আচার ধর্ম নিষ্ঠাক্রমে অনুকরণ বস্তু যুগের দীর্ঘতার ফলে, ধর্মের ঐ সূক্ষ্ম দিকে শিথিলতা, প্রাণহীনতা আসা স্বাভাবিক ছিল। যাহার ফলে এই ছুফী সম্প্রদায় কর্ম পদ্ধতিতে এই অন্তর বস্তুকে বাড়াইয়া তুলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা না হইলে ধর্মের আসল বস্তু অকেজো হইয়া পড়িত। "রিয়া" বা লোক দেখানো ধর্মের ফলে অহঙ্কার অহমিকা, পর-মত অসহিষ্ণুতা, মতবিরোধ, ফাছাদ বৃদ্ধি, আসল মানবধর্ম বিলোপ,

স্বভাবে পরিণত হইতেছিল। হজরত হাফেজ সিরাজী বলেন ঃ-

(١) راز درون پرده زرندان مست پرس

کین حال نیست صوفی عالی مقام را

(٢) ریا حلال شمارند وجام باده حرام

زهی طریقت وملت زهی شریعت وکیش

(٣) مرید طاعت بیکانگان مشو حافظ

ولی معاشر رندان پار سامی باش

অর্থাৎ ঃ-

(১) পর্দার আড়ালে যেই রহস্য তাহা বিভোর-চিত্তদের নিকট তালাশ কর। যেহেতু এই অবস্থা উচ্চ মকামের ছুফীদের নিকটও থাকে না।

(২) রিয়াকে যাহারা হালাল মনে করে আর সরাব পাত্রকে হারাম মনে করে; ইহা কোন ধরণের তরীকত ও ধর্ম ? কোন ধরনের শরীয়ত এবং চরিত্র?

(৩) ওহে হাফেজ! যেই ব্যক্তি নিজ পরিচয় রাখে না তাহার মুরীদ হইওনা। যাহারা লোক নিন্দার ভয় করেনা এবং পবিত্র অন্তর; তাঁহাদের সংসর্গ গ্রহণ কর।

এহেন অবস্থায় যাহারা ছুফী মতবাদ বা আধ্যাত্মিক ভাব-প্রবণতাকে ইসলামের বাহিরা, ধার করা মতবাদ বলে, তাহাদের দাবী মোটেই সত্য নহে। বরং ইহাই সত্য, যেইখানে "রছমী" ধর্ম বা যেই ফর্মালেটির দরুণ তাহার আসল বস্তু, ভাবপ্রবণতা হারাইতে ছিল সেইখানে তাঁহারা এই ছুফী আচার মাধ্যমে ধর্মকে প্রাণবন্ত সজীব করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাই মুহিউদ্দীন উপাধিধারী দেখা যায়।

তাঁহাদের এই রূহানী ফজিলতের ফলে, দলে দলে জনগণ, ইসলাম ও তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে এবং ইসলামী সুশীতল ছায়াতলে দলে দলে আশ্রয় নিতে দেখা যায়। প্রাণ হারা আচার ধর্মের বা ধার্মিকের লোক দেখানো ধর্মের প্রভাবে ইসলাম যে জনপ্রিয়, এই দাবী ইতিহাস স্বীকার করেনা। বরং এদের একগুয়েমী, মানবজাতিকে ইসলামী সৌন্দর্যতা ও উদারতা বুঝার আগ্রহকে প্রশমিত করিতে যথেষ্ট কাজ করিয়াছে। যাহা চির সত্য। যেই কারণে মোসলমানেরা আজ বিচ্ছিন্ন ও দ্বিধাবিভক্ত। এতদ্‌সত্ত্বেও আচার ধর্মে বিশ্ববাসীকে একত্রিত করা সম্ভব না হইলেও এই নৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীকে একত্র ক্রমে বিশ্ব-সাম্য প্রচেষ্টায় ছুফীয়ায়ে কেরামদিগকে একাধারে সচেষ্ট দেখা যাইতেছে।

তাই এই সনাতন ইসলামী সাম্য প্রচেষ্টাকে জোরদার মানসেই "বেলায়তে মোত্লাকা" এক অলীয়ে কামেলের জাতে-পাকে পূরবী সূর্যের মত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

যিনি বিগত আগত (নিছবতাইনে আ'দমীর) ছুফী সভ্যতার সূক্ষ্ম সাধনা পন্থার সমাবেশকারী বিশ্ব ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন গাউছে আজম। বিশ্ববাসীকে ঝামিলামুক্ত জীবন যাত্রার মাধ্যমে মুক্তি দিবার মানসে "উছুলে ছাবয়া" বা সংক্ষিপ্ত সপ্ত পদ্ধতির প্রবর্তনকারী। হজরত শায়খে আকবর আল্লামা মুহীউদ্দীন আরবীর পরিভাষায় যিনি "খাতেমুল অলী" ও "খাতেমুল অলদ।"

যিনি বিশ্ববাসীকে স্বধর্মে বহাল রাখিয়া সত্য সত্বা আল্লাহ্র অস্থিত্বে এবং ঐ খোদায়ী শক্তির অধিশ্বর অলৌকিকত্ব সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মানবের প্রতি আস্থাশীল, নৈতিক ধর্মে বিশ্বাসী; নাস্তিকতাবাদ ও ধর্ম গোড়াবাদ হইতে মুক্তির সহজ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন এবং যিনি খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির অনুগত্যতায় উৎসাহিত করেন ও সাহায্যকামীর মনোবাসনা পূর্ণ করেন। যাহা তাঁহার কর্মজীবনের প্রত্যেক স্তরে প্রমাণিত। লিখকের প্রকাশিত জীবনী ও কেরামত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এই গ্রন্থকার বাংলা সাহিত্যে এইসব তত্ত্ব সম্পন্ন একখানা গ্রন্থ রচনার ফলে বাংলা সাহিত্যকে, ছুফী সভ্যতার আলোক প্রদানকারী এক অভিনব পন্থার সন্ধান দিতে সমর্থ দেখা যায়। যাহা নেহায়ত দার্শনিক সত্য।

ভাষা, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ছুফী সভ্যতার গন্ধযুক্ত উঁকিমারা পর্যায়ের এবং সত্যের আমেজ যুক্ত পক্ষপাতিত্বহীন।

প্রমাণাদিও মূল কেতাবের অবিকল। পরিবেশনগুলি, নবীয়ে ছালাছা হইতে বেলায়তের শেষ স্তর, বেলায়তে মোত্লাকা যুগ পর্যন্ত, শৃঙ্খলার সহিত বর্ণিত বলিয়া মনে হয়।

আশা করি পাঠক সুধীবৃন্দ বুঝিতে সক্ষম হইবে যে, ছুফী সভ্যতায় বিশ্ব ঐক্য ও ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে ছুফীয়ায়ে কেরামের কত মহান গুরুত্বপূর্ণ স্থান! শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবে খোদায়ী ফজিলতের পরিচয় কি? খোদা সান্নিধ্যতার মনোভাব ও বিশ্ব ঝামিলা মুক্তির সরল, সহজ স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাত্রার সন্ধান পাইতে সমর্থ হইবে এবং সুনেতৃত্বের প্রতি অনুরাগী হইবে। অনিয়মতান্ত্রিক ফাছাদী মনোভাব বিদূরিত হইয়া শান্তশিষ্টতা অনুরাগী মন লাভ করিবে এবং আশা করি খোদাতায়ালার নৈকট্য আকাঙ্খী ও আল্লাহ্র প্রেরণা জাগ্রত লোকদের যথেষ্ট সাহায্য করিবে এবং হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর প্রবর্তিত সপ্ত পদ্ধতি দ্বারা তকাজায়ে নফ্ছানীর বিনাশক্রমে তকাজায়ে রূহানীর উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে সক্ষম হইবে। ইতি–

বিনয়াবনত-
এম. নূরুল ইসলাম (ফাজেলে আলীয়া ১ম শ্রেণী)
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

- হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত
- বেলায়তে মোত্লাকা
- আয়নায়ে বারী
- মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার
- মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া
- মানব সভ্যতা
- বিশ্ব-মানবতায় বেলায়তের স্বরূপ
- মুসলিম আচার ধর্ম
- রত্ন ভাণ্ডার (১ম ও ২য় খন্ড)
- জ্ঞানের আলো
- আমালে মকবুলীয়া ফি ফয়উজাতে গাউছিয়া
- তত্ত্বভাণ্ডার
- জ্ঞান ভাণ্ডার
- শানে গাউছে মাইজভাণ্ডার

প্রাপ্তি স্থান

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৯-২৮৯৭১৬

খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া (মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফ)

চট্টগ্রাম

জাকির হোসেন রোড, ৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, (হলি ক্রিসেন্ট হাসপাতাল ও পোস্ট অফিসের মধ্যবর্তী), রোড নং-৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম-৪২০০
মোবাইল: ০১৭১১-৮১৭২৭৪, ফাক্স: ০৩১-২৮৬৭৩৩৮

ঢাকা

১০১, আরামবাগ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭১২-৫৪৯১৯৭

সিলেট

গ্রাম: আলুতল, ডাকঘর: ইসলামপুর, উপজেলা সদর, সিলেট
মোবাইল: ০১৮২৬-০৪৬৫৪৫, ০১৭৩১-২৪৬৬৮৫

খুলনা

গ্রাম: খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও জিরো পয়েন্টের উত্তর পার্শ্বে মেইন রোড সংলগ্ন
মোবাইল: ০১৮১৬-০৩৫৫৯১